বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস

২৬ এপ্রিল ২০১৪

World Intellectual Property Day

CREATIVE MINDS
PATENT SYSTEM
DESIGNS
TRADEMARKS
COPYRIGHT
GEOGRAPHICAL INDICATIONS

MOVIES–A GLOBAL PASSION

Department of Patents, Designs and Trademarks
Ministry of Industries

প্রতিটি জীবন ছুঁয়ে
প্রতিদিন, প্রতিটি ক্ষণে
PHILIPS
TRANSTEC
TRANSTEC Cables
SAMSUNG
Whirlpool
SK+F
ALLERGAN
SERVIER
novo nordisk
KFC
Energizer
Schick
EVEREADY
Veetee
ConAgra Foods
L'ORÉAL PARIS
GARNIER
FERRERO
AlphaTec
Thermo Fisher SCIENTIFIC
Hettich
OMRON
Convergent
BMS
প্রথম আলো
ট্রান্সকম
উৎকর্ষের ঐতিহ্য
সংবাদমাধ্যম • ওষুধশিল্প • কোমল পানীয় • বৈদ্যুতিক লাইটিং সামগ্রী
ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী • রেস্টুরেন্ট • বিপণন • চা বাগান
www.transcombd.com

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
1.	Creation of Intellectual Property(IP) and its Commercialization- Shiffat Sharmin	14-20
2.	এক নজরে পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর- এস এম নাবদুর রহমান	21-23
3.	Implicating the TRIPS Transition for Pharmaceutical Patent: Bangladesh in Rollback Dilemma- Dr Mohammad Towhidul Islam	24-25
4.	চলচ্চিত্রে মেধাস্বত্ব- শারমীন সুলতানা	26-28
5.	চলচ্চিত্র, একটি বৈশ্বিক উদ্দীপনা ও সৃজনশীলতা- মোস্তাফা জব্বার	29-31
6.	সৃজন কুশলতায় অনন্য মাধ্যম চলচ্চিত্র- শাহেদ নবী	32-34
7.	দেশের উন্নয়নে ট্রেডমার্কের ভূমিকা- দেলিম আহমেদ চৌধুরী	35
8.	Intellectual Property and Economic Development in Bangladesh- Jamal Abdul Naser Chowdhury	36-41
9.	The Geographical Indication of Goods (Registration & Protection) Act, 2013 And Its Implications- Md. Ellas Bhuiya	42-45
10.	Intellectual Property Rights in Bangladesh: A perspective of 'The Bangladesh Pharmaceutical Industry'- Kaiser Kabir	46-48
11.	Intellectual Property Rights Regime & Human Capital:Bangladesh Context- T. I. M. NurulKabir	49-52
12.	Extension of TRIPS obligation to Pharmaceuticals products: Bangladesh is not ready to take off- Mohammad Atiqur Rahman	53-56
13.	Commercial Exploitation of Patents: Bangladesh Perspective- K M H Shahidul Haque	57-58
14.	Unlawful Copying: An Easy Solution of a Serious Concern- Sharifa Khan	59-60
15.	Commercial Implications of IP for ICT- Ferdaus Ara Begum	61-64
16.	Importance of Reverse Engineering: An Urgance Need of Reverse Engineering Policy- M S Siddiqui	65-67
17.	IP Day observance in Bangladesh - Edited by Engr. S M Enamul Haque	68-69
18.	Photo Album	70-73

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৪

World Intellectual Property Day-2014

Published by :
Department of Patents, Designs and Trademarks
Ministry of Industries
Government of the People's Republic of Bangladesh

Editorial Board:
S M Lablur Rahman- Convener
Mustafa Jabbar- Member
Md. Salim Ullah- Member
Md. Azimuddin- Member
M Fazlul Karim- Member
S M Enamul Haque- Member-Secretary

Published on :
26 April 2014

Cover designed by :
Reflect Media Communication Ltd.
72 Purana Paltan Lane, Dhaka-1000
E-mail : reflectmcl@gmail.com

Inner designed & printed by :
Panguchi Color Graphics
177 Fakirapool, Dhaka-1000
E-mail: panguchicg@yahoo.com

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৩ বৈশাখ ১৪২১
২৬ এপ্রিল ২০১৪

বাণী

প্রতিবছরের মত এবারেও শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৪' উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত গুণীজনদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

মেধা সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যা কিছু অর্জন তার মূলে রয়েছে মেধাসম্পদের সদ্ব্যবহার ও সঠিক প্রয়োগ। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় বুদ্ধিবৃত্তিক মননশীলতা আনহমান কাল ধরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এজন্য দেশের মেধাসম্পদের যথাযথ বিকাশ ও সংরক্ষণে আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। চলচ্চিত্র শিল্পে পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কলাকুশলীদের অন্তঃদৃষ্টি, সৃজনশীলতা এবং মেধার সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় কালজয়ী চলচ্চিত্র যা মানুষকে যুগ যুগ ধরে উদ্বেলিত ও উৎসাহিত করে। এ প্রেক্ষাপটে World Intellectual Property Organization (WIPO) কর্তৃক এবারের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের প্রতিপাদ্য 'Movies - A Global Passion' খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ এবং গবেষণাধর্মী বিষয়গুলোতে মেধাসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই মেধার উৎকর্ষ ও বিকাশে সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত গুণীজনদের যথাযথ মূল্যায়ন ও তাঁদের কাজের স্বীকৃতিতে আমাদের আরও আন্তরিক হতে হবে। মেধার উৎকর্ষ ও সমন্বিত প্রয়োগে বাংলাদেশ জ্ঞানে-গুণে-ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠুক-এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস- ২০১৪' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ বৈশাখ ১৪২১
২৬ এপ্রিল ২০১৪

বাণী

প্রতিবারের মত এবারও বাংলাদেশে ২৬ এপ্রিল ২০১৪ বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

একটি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে মেধাসম্পদ সুরক্ষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এবারের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের প্রতিপাদ্য: Movies: A Global Passion.

আজ থেকে একশ বছর আগে বিংবদন্তী চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব চার্লি চ্যাপলিন তৈরি করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত ছবি The Tramp - যা আধুনিক চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ হিসেবে আজও বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রায় এক শতাব্দী পরে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসে চলচ্চিত্র বিষয়ক এই প্রতিপাদ্য নির্বাচন সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

চলচ্চিত্র আজ শুধু বিনোদন ও শিক্ষার মাধ্যম নয়, এটি শিল্পও বটে। আমাদের সরকার চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছেন লেখক, পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা, সঙ্গীত পরিচালক এবং অসংখ্য কলাকুশলী।

তাঁদের চিন্তা ও কর্মকান্ডের মাধ্যমে শিল্প, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্ভাবন ও উন্নয়নের বিকাশ ঘটছে। এগুলোর সবকিছুই মেধাসম্পদের আওতাধীন, যা সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন কপিরাইট, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কের।

শুধু চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বিষয়ই নয়, সকলক্ষেত্রেই নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং উন্নয়নের সুরক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ সুরক্ষা না পেলে উদ্ভাবকগণ তাঁদের আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের স্বীকৃতি পাবেন না। ফলে নতুন সৃষ্টিতে তাঁরা অনাগ্রহী হয়ে পড়বেন।

আমি আশা করি, বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৪ এর কার্যক্রমের মাধ্যমে মেধাসম্পদ রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণ আরও সচেতন হবেন।

আমি দিবসটির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

আমির হোসেন আমু
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

১৩ বৈশাখ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৬ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

১৮৭৩ সালে ভিয়েনা একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করে, যাতে আবিষ্কারগুলো দেখানো হবে। প্রদর্শনীর নাম, The International Exhibition of Inventions। কিন্তু বাইরের দেশগুলো এতে যোগ দিতে অস্বীকার করলো। তাদের ভয় ছিল, অন্যান্য দেশ তাদের ধ্যান-ধারণা চুরি করে নেবে এবং নিজেদের ব্যবসায় কাজে লাগাবে। সে থেকে মেধাসম্পদ রক্ষার প্রয়োজন যে অপরিহার্য, তা প্রমাণ হয়ে গেল। এ প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ১৮৯৩ সালে অত্যন্ত ছোট আকারে গঠিত হলো United International Bureau for the Protection of Intellectual Property যা ফ্রেঞ্চ আদ্যাক্ষরে BIRPI হিসেবে সুপরিচিত।

ক্রমান্বয়ে মেধাসম্পদ রক্ষার গুরুত্ব ও সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে BIRPI রূপান্তরিত হলো World Intellectual Property Organization (WIPO) যা বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা হিসেবে। আজ বিশ্বের ১৮৭টি দেশ WIPO'র সদস্য। মেধাসম্পদ রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর ২৬ এপ্রিল WIPO-এর সদস্য দেশগুলো পালন করে আসছে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস। WIPO'র সদস্য হিসেবে বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রতিবারের মত এবারও বাংলাদেশ পালন করতে যাচ্ছে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৪। এ উপলক্ষে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস্ অধিদপ্তর একটি মনোজ্ঞ স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৪ এর প্রতিপাদ্য "Movies-A Global Passion." একশ' বছর আগে জগদ্বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার চার্লি চ্যাপলিন তাঁর বিখ্যাত ছবি "The Trump" নির্মাণ করেছিলেন। সেটি ছিল নির্বাক ছবি। কিন্তু সে যুগে এর আবেদন ছিল অনন্য। এরপর বিশ্বব্যাপী অসংখ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে চলচ্চিত্রের সর্বক্ষেত্রেই প্রভূত পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু চলচ্চিত্রের আবেদন মানুষের মনে একই রকম রয়েছে। সৎ চলচ্চিত্র এখনও মানুষের মনে দোলা দেয়, মানুষকে করে আবেগাপ্লুত।

চলচ্চিত্র হচ্ছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার দর্পন। মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার প্রতিচ্ছবি এতে ফুটে ওঠে। এর নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট কলা-কুশলীরা তাঁদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নতুন নতুন সৃষ্টি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে জড়িত। তাদের এ মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ও উদ্ভাবনী কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ লক্ষ্য থেকেই সরকার ইতোমধ্যে চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের সাথে জড়িত শিল্পী ও কলা-কুশলীদের মেধাসম্পদের অধিকার সংরক্ষণের প্রচেষ্টা জোরদার হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৪ এর সাফল্য কামনা করছি।

আমির হোসেন আমু

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি
মন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ বৈশাখ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৬ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

নতুনত্ব এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার মানসে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় ২৬ এপ্রিল ২০১৪ 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস' উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'Movies- A Global Passion'. বাংলাদেশের অডিও ভিজুয়াল শিল্পের এই ক্রান্তিলগ্নে 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস' এর এমন একটা প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

প্রাচীন যুগে গুহাচিত্র, রেড ইন্ডিয়ানদের ধোঁয়া সংকেত, চীনা ছায়া নাটক বা মধ্যযুগের ম্যাজিক লণ্ঠনের মাধ্যমে গতিকে রূপ দিয়ে সিনেমা দেখানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। ১৮১৬ সালে নিসেফোর নীপসের ফটোগ্রাফিক ইমেজ সৃষ্টির মাধ্যমে সিনেমা দেখানোর প্রয়াস সাফল্য লাভ করে। তার আরো পরে ১৮৮৯ সালে টমাস এডিসন, মারে ও ইষ্টম্যান আধুনিক সিনেমার পথ সুগম করেন।

আসলে একজন উদ্ভাবকের দীর্ঘ সাধনা, শ্রম ও স্বপ্ন তথা রূপকল্পের বাস্তব দিক হচ্ছে তার আবিষ্কার। তাই একজন উদ্ভাবকের মেধা, উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতাকে স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ অতীব জরুরী। কেননা সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রায়নে তথ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের মত মননশীল পরিশ্রমী জাতিকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সৃজনশীলতার বন্ধনের মাধ্যমে দ্রুত বিকাশের সুযোগ করে দিতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশে এবারের 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস' উদযাপনে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই এবং দিবসটির সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি

সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ বৈশাখ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৬ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

সভ্যতার আধুনিক সংস্করণের মূলে রয়েছে সৃজনশীলতা। আর এই সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করণের লক্ষ্যেই প্রতি বছর ২৬ এপ্রিল পালিত হয় বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস। এ লক্ষ্যে ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল "Movies – A Global Passion"। প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেখা যায় সৃজনশীলতার একটি বড় অংশ চলচ্চিত্রের সাথে জড়িত। একজন সৃজনশীল চলচ্চিত্রকারই নাড়া দিতে সক্ষম হন সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষের অন্তরে। ফলে পরিবর্তন ঘটে তাদের ধ্যান-ধারণার। তাই ২০১৪ সালে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

মেধাসম্পদ বিষয়ক বিশ্বের উন্নত সকল দেশের উন্নয়নমুখি যেকোন ধরণের কার্যক্রম এবং অবকাঠামোগত দিক বিবেচনা করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দেশের মেধাসম্পদ বিষয়ক সকল কর্মকান্ড এবং এর অবকাঠামোর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। আমরা ইতোমধ্যে দেশীয় স্বার্থ এবং প্রয়োজনকে সর্বাধিক বিবেচনায় নিয়ে WIPO, EU, IFC সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগিগণের সংগে কাজ করছি। সীমিত সংখ্যক জনবল ও অবকাঠামোগত দুর্বলতার মধ্যেও শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর মেধাসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতার মাঝেও আমরা মেধাসম্পদ সৃষ্টি ও তার সুরক্ষার বিষয়টি জাতীয় শিল্পনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করাতে সক্ষম হয়েছি। মেধাসম্পদ দিবসকে জাতীয়ভাবে উদযাপনের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। উদ্যোগ নেয়া হয়েছে IP Policy এবং IP Strategy প্রণয়নের। মেধাসম্পদ বিষয়ক পূর্বের বিদ্যমান আইনগুলোর আধুনিকায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে ভৌগলিক নির্দেশক আইন। Service Delivery কে সহজীকরণ ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে চালু হয়েছে Computer প্রযুক্তি নির্ভর অটোমেশন কার্যক্রম।

দেশের জনসাধারণকে মেধাসম্পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য এবং মেধাসম্পদ সৃষ্টি ও তার সুরক্ষার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করণার্থে এ দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আজ এ দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে আমি মেধাসম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে, বিশেষ করে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের নব নব সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ গড়তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০১৪ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

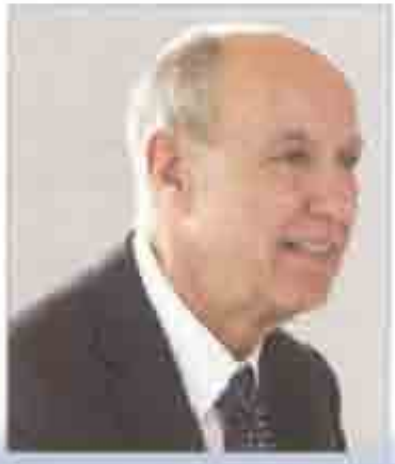

Director General
World Intellectual Property
Organization (WIPO)

Message

Each year we celebrate World Intellectual Property Day on April 26 as an opportunity to discuss the role of intellectual property in relation to innovation and creativity. This year, our theme is **Movies: a global passion.**

Movies have always attracted global audiences. From the very first silent movies they were watched across the whole world with fascination, and with passion. More recently, we have witnessed the growth not only of global audiences, but also of global production. Where Hollywood was once the dominant player worldwide, now we see film industries flourishing across the world, be it Bollywood in India, Nollywood in Nigeria, or in Scandinavia, North Africa, China or other parts of Asia. So movies really are a global passion.

Movies are also a direct product of **intellectual property** (IP). Think about how a film is made. You start with a script, which is the intellectual property of an author or screenwriter. Then there are the actors, whose performances are their intellectual property. Then there is music, in which the composers and the performers have IP. Numerous players contribute to creating a film, and to enabling us to watch it as a seamless performance, woven from a multiplicity of intellectual property. IP underlies the whole film industry.

Numerous players contribute to creating a film, and to enabling us to watch it as a seamless performance, woven from a multiplicity of intellectual property.

All these players who contribute to making and distributing movies are protected by an international legal framework. This started with the **Berne Convention** back in the 19th Century. Together with our member states, WIPO seeks to ensure that this legal framework keeps pace with our changing world, and continues to serve its fundamental purpose of making IP work for creativity and innovation. Recently we added a new treaty, the **Beijing Treaty on Audiovisual Performances**, to protect the performances of actors.

On World IP Day this year, I invite movie lovers everywhere, when next you watch a movie, to think for a moment about all the creators and innovators who have had a part in making that movie. And I would urge you also to think about the digital challenge which the Internet presents for film. I believe it is the responsibility not just of policy-makers but of each of us to consider this challenge, and to ask ourselves: How can we take advantage of this extraordinary opportunity to democratize culture and to make creative works available at the click of a mouse, while, at the same time, ensuring that the creators can keep on creating, earning their living, and making the films that so enrich our lives?

Francis Gurry

রেজিস্ট্রার
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প মন্ত্রণালয়

১৩ বৈশাখ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৬ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় 'Movies- A Global Passion' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশেও ২৬ এপ্রিল, ২০১৪ বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপিত হচ্ছে। চলচ্চিত্র হচ্ছে একগুচ্ছ মেধাসম্পদের সমষ্টি। এ শিল্পের সাথে মেধাসম্পদের সবকটি দিকই সম্পর্কিত। যেমন চলচ্চিত্রের কাহিনী, চিত্রনাট্য ও গীত এ বিষয়গুলো কপিরাইট-এর অন্তর্ভুক্ত। আর চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রযুক্তিগত দিক ও প্রযুক্তির উন্নয়ন Industrial Property-এর অন্তর্গত।

চলচ্চিত্র এমন একটি শিল্প যা বিশ্বের সবখানেই জনপ্রিয় এবং সকল শ্রেণীর মানুষের কাছেই সমাদৃত। প্রাথমিক যুগে মানুষ উল্লাসভরে দেখেছিল নির্বাক চলচ্চিত্র। আজ প্রযুক্তির উন্নয়নে মানুষ ত্রিমাত্রিক (3-D) সিনেমায় শিহরিত হচ্ছে। সিনেমা হলিউডের সীমানা পেরিয়ে প্রসারিত হয়েছে সারা বিশ্ব জুড়ে। গড়ে উঠেছে বলিউড, টালিউড, ঢালিউড ইত্যাদি।

আজ মুক্তবাজার অর্থনীতি ও প্রযুক্তির উন্নয়নের যুগে নতুন নতুন উদ্ভাবন অর্থাৎ মেধাসম্পদ আর কোন দেশের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকছে না-বরং সীমানা পেরিয়ে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বব্যাপী। তাই এই মেধাসম্পদ থেকে লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকায় এর সুরক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ সুরক্ষার ফলস্বরূপই একজন যেমন তার উদ্ভাবনের মাধ্যমে লাভবান হতে পারেন, তেমনি দেশও আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে। একইসাথে সৃষ্টি হতে পারে প্রতিযোগিতামূলক বাজার। যার উদাহরণ আমরা দেখতে পাই কম্পিউটারের ব্র্যান্ড বিবর্তনের মাধ্যমে কিংবা মোবাইল ফোন কোম্পানীগুলোর মধ্যে তাদের পণ্য উন্নয়নের প্রতিযোগিতা দেখে। তারা প্রতিনিয়তই পণ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি, ডিজাইন ইত্যাদির উদ্ভাবন ঘটাচ্ছে। সে জন্য তাদের রয়েছে গবেষণা ও উন্নয়নের (R&D) বিপুল সুবিধা।

বাংলাদেশে মেধাসম্পদ অফিস সময়ের বিবেচনায় যদিও নতুন নয় তথাপি আজও তা শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। তবে বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে মেধাসম্পদ অফিসসমূহে বেশ গতির সঞ্চার হচ্ছে। বর্তমানে মেধাসম্পদ সংরক্ষণের আবেদনের পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এখানে Patent-এর জন্য আবেদনের সংখ্যা সবচেয়ে কম। সবচেয়ে বেশি হল ট্রেডমার্কের আবেদন, এর পরে ডিজাইন-এর আবেদন। এর মধ্যে বেশিরভাগ আবেদন আবার বিদেশী কোম্পানীর। আমাদের দেশে উদ্ভাবনের সংখ্যা কম এবং অনেক উদ্ভাবক আবার তাদের মেধাসম্পদ স্বত্ব সংরক্ষণে সচেতন নন।

আজকের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস পালনের উদ্দেশ্য হল মেধাসম্পদ সংরক্ষণে জনগণের মাঝে তথা এর সাথে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে দিবসটি পালনের জন্য বেশ কিছু কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। মেধাসম্পদ বিষয়ক তথ্যবহুল স্যুভেনিরও এ উপলক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে।

আশা করি এ সবকিছুই মেধাসম্পদের সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা ও উৎসাহ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আমি সকল ব্যবসায়ী সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে মেধাসম্পদ সংরক্ষণে ভূমিকা পালনপূর্বক এ দিনটির উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

আশা করি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস সফলতা লাভ করবে।

জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী

Kazi Akram Uddin Ahmed
President
The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Industry

১৩ বৈশাখ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৬ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৬ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে ১৪তম বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস গুরুত্বের সাথে পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বর্তমান বিশ্বায়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় উন্নত ডিজিটাল প্রযুক্তি, মানুষের রুচির প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ও ব্যবসায়িক স্বতন্ত্রতার কারণে মেধাস্বত্বের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছে। এ বিষয়ে গোটা বিশ্ব বর্তমানে অনেক বেশী সচেতন কেননা এর উপর একটি দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি বহুলাংশে জড়িত। তাই WTO স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এবং বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের এ সচেতনতা বৃদ্ধির পথে এগিয়ে সর্বোচ্চ অর্জন নিশ্চিত করা খুবই জরুরী।

এবারের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য **'Movies–A Global Passion' (চলচ্চিত্র: একটি বৈশ্বিক উদ্দীপনা)** অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মেধাসম্পদ বিকাশের অন্যতম মূল ভিত্তি একাগ্রতা, চিন্তাশীলতা, উদ্দীপনা ও সৃজনশীলতা যার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে একটি সমৃদ্ধ ও জ্ঞানলব্ধ পৃথিবী উপহার দিতে পারি।

ফিল্ম বা চলচ্চিত্র শক্তিশালী ও দ্রুত প্রচার মাধ্যম এবং বিপুল বিনিয়োগেরও একটি শিল্প। এ শিল্পখাতের বিনিয়োগ ও সৃষ্টিশীলতাকে সুরক্ষিত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য পাইরেসী বা নকল হতে চলচ্চিত্র শিল্পকে রক্ষা করতে হবে। বর্তমান উন্নত প্রযুক্তির কারনে কঠিনতম কাজ হলেও পাইরেসী বা নকলের বিরুদ্ধে আমাদেরকে শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে তাকে বেগবান করতে হবে। বিশেষ করে সমাজের সব শ্রেণী ও পেশার মানুষকে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ এবং পাইরেসী সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে।

আমি 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৪' এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ
সভাপতি

১৩ বৈশাখ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৬ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদকীয়

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও যথাযথ মর্যাদায় বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদ্‌যাপনে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে। বাংলাদেশসহ WIPO-এর ১৮৭ সদস্য রাষ্ট্র তাদের স্ব স্ব দেশের জাতীয় অগ্রাধিকার বিবেচনায় ভিন্ন আঙ্গিকে নানাবিধ কর্মসূচি পালন করছে। মেধাসম্পদ দিবস উদ্‌যাপনে এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে 'Movies-A Global Passion.' মেধার ভিন্নমুখী কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে একটি সৃষ্টিশীল চলচিত্র নির্মিত হয় যা মানব জাতিকে পরতে পরতে উজ্জীবিত করে তোলে-সেটাই মূলতঃ এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মাধ্যমে অনুরণিত হয়েছে।

'বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর করা' বা '২০৪১ সালের মধ্যে উন্নতদেশের কাতারে পরিনত করা' এ ধরনের একাধিক রূপকল্প ঘোষিত হলেও তা বাস্তবায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো মেধাকে মেধাসম্পদে পরিনত করা অর্থাৎ আমাদের মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে যেমন শিল্পোন্নত দেশের উন্নত প্রযুক্তিকে আয়ত্তে আনা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন নিজেদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়ে মেধাসম্পদ হিসেবে সুরক্ষাপূর্বক দেশের উন্নয়নে তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা। আমাদের উদ্ভাবিত মেধাসম্পদ বিশ্বের দরবারে দেশের প্রযুক্তির উৎকর্ষতার জয়ধ্বনি ঘোষণা করতে পারে যা প্রকারান্তে দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করবে।

বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল চ্যালেঞ্জ হলো দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা এবং দেশের খাদ্য ও জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ বিষয়ে কোন বিদেশী বিশেষজ্ঞ বা টেকনোলজীর মাধ্যমে তার যথাযথ সমাধান সম্ভব নয়। আমাদের নিজ জনসম্পদকে এ বিষয়ে যথাযথভাবে কাজে লাগালে তাদের উদ্ভাবিত নানা প্রযুক্তিই পারে এ বিষয়ে কার্যকর সমাধান দিতে। দেশে বিচ্ছিন্নভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লেও একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে বিরাজমান প্রযুক্তিসত্ত দুর্বলতা চিহ্নিত করে দেশের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের মাধ্যমে তা সমাধান করা সম্ভব। এ বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নে (R & D) প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন তাদের অবদানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

মেধাসম্পদ দিবসের মহতী আয়োজনে বাণী, লেখা ও বিজ্ঞাপন দিয়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন । শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রারের সুনিপুন তদারকীতে দিবসটি যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হবে বলে আশা করা যায়। সুভেনির প্রকাশনা ও অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়নে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট সুধিজনদের অবদান কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করি। সুভেনির প্রকাশে কোনরূপ অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি হলে তার দায়িত্ব একান্তভাবে আমারই। পরিশেষে মেধাসম্পদ দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করে এবং দেশ ও জাতীর আকাঙ্খার প্রতিফলনে মৌলিক ও সৃষ্টিশীল চলচিত্র নির্মাণ হবে-এ আকাঙ্খা পোষণ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

প্রকৌশলী এস এম এনামুল হক
সদস্য-সচিব, সুভেনির ও ক্রোড়পত্র উপ-কমিটি।

Creation of Intellectual Property(IP) and its Commercialization

Shiffat Sharmin[1]

Introduction (What is IP)

Intellectual property (IP) refers to creations of the mind, such as, inventions, literary and artistic works, and symbols, names and images used in commerce. IP covers patents, copyrights, trademarks, industrial designs etc.

Among these properties, a patent is a right granted by the government of a country to the inventor of a novel, non-obvious and useful invention. In most countries, to be patentable, an invention must be new and unobvious compared to information which was already publicly available at the time when patent application has been filed (Kieff, 2001). The invention (may be new product, article of manufacture or process) described in the patent application must be something that has never been previously disclosed anywhere in the world and something that would not be obvious to a person ordinarily skilled in the field involved. Patent is the exclusive right of the inventor to commercially exploit his invention within national territory for a limited period.

Patent provides incentives to individuals by recognizing their creativity and offering the possibility of material reward for their marketable inventions. These incentives encourage innovation, which in turn enhances the quality of human life.

Benefits of patent

The owner of a patent has the exclusive legal right to stop others from making, using or selling the patented invention during the period it is protected (which is 16 years in Bangladesh). Obtaining this exclusive right is the fundamental motivation for seeking a patent and affords several benefits to the patent owner. The inventor is assured that investors will be given the incentive to commit the financial resources necessary to support the inventor's research and to develop it to the point where it can be manufactured and made available to the market (Kortum and Lerner, 1999).

A patent owner has the right to decide who may- or may not- use the patented invention for the period during which it is protected. Patent owners may give permission to, or license, other parties to use their inventions on mutually agreed terms. Owners may also sell their invention rights to someone else, who then becomes the new owner of the patent.

In return for patent protection, all patent owners are obliged to publicly disclose information on their inventions in order to enrich the total body of technical knowledge in the world (Choski, 1999). This ever increasing body of public knowledge promotes further creativity and innovation. Patents therefore provide not only protection for their owners but also valuable information and inspiration for future generations of researchers and inventors.

---

[1] *Associate Professor, Dept. of Law, Chittagong University*

Most inventions involve considerable research and development (R&D) investment and efforts. Patenting an invention serves to prevent competitors from simply copying or reverse engineering the invention and thereby appropriating those R&D efforts for their own benefit. Furthermore, even if a competitor independently develops the same invention at a later stage, the patent may be used to stop the competitor's entry into the market (Shapiro, 2002). Thus, a patent helps ensure that the pay-off from R&D and the patent owner's competitive advantage are maximized.

Patents are also valuable for generating interest and investment in new and growing businesses. This is particularly important for companies attempting to establish themselves in high-tech industries. Start-up companies are often based on the development of a specific new, sometimes potentially ground-breaking, technology. Without securing rights for their technology, these companies may find themselves unable to obtain sufficient resources to bring that technology to market (Sander, 1964).

Why promote patent system

There are several compelling reasons for promoting patent system. First, the patent system is designed to encourage innovation. The progress and well-being of humanity rest on its capacity to create and invest new works in areas of technology. Innovation is encouraged as an inventor can secure exclusive rights through patent.

Second, the legal protection of new creations encourages the commitment of additional reasons for further innovation. The existence of patent excludes competitors from the market; offer the incentive for people to study new technology.

Third, the monopoly of patent in the market will make sure the owner recovers the huge expenses invested in the research and development phase. Patents may also be licensed to companies and enterprises allowing them to exploit the invention in exchange for royalty payments. Thus patent spurs economic growth creates new jobs and industries and enhances the quality and enjoyment of life.

Finally, patent serves a higher probability of financial rewards in the market place. Without the rewards provided by patents, researchers, inventors and most importantly investors would have little incentive to continue producing better and more effective products for consumers.

Role of invention and innovation behind patent commercialization

'Invention' in the technical sense can be described as the application of technical knowledge to meet or resolve a perceived need or problem. If the need or problem is real and widespread and the solution (or invention) is unique and cost-effective, development of the invention can result in commercial success. Once the potential is thus recognized, other factors such as the availability of business skills, become important in the long road from invention through product development to product launch and market success (Sander, 1962). Invention, in this way, stimulates entrepreneurship and overall economic activity.

Inventions, and the individuals who create them and bring them to market as new products or processes, are recognized as key factors in a country's economic development. Successful inventions result in products, and products will create job and national income that enable improvement in the national quality of life.

Invention is not a linear process, from idea to product to economic impact. Rather, invention is a complex interaction between human creativity, technology and the marketplace, and iteration must typically happen between all three realms before an invention has a significant economic impact (Baker and Albaum, 1986).

'Innovation' is the practice of bringing inventions into widespread usage, through creative thinking,

investment and marketing. That's why basic invention is typically needed to spur innovative activity (Hall and Lerner, 2010). Creativity, or technological creativity is a desirable performance characteristic of the professional scientist and engineer. Application of the technology in the form of new products is determined largely by the performance of such creative professionals working in industry, research centers, and the universities or in government and industrial laboratories. We know that not all the engineers and scientists are technically creative and that the extent of individual creativity varies widely. We also know that creativity is not a privilege of professionals, but is exercised also by individuals in many other technical and non-technical occupations. At the same time it should be borne in mind that most of the researchers and scientists do not possess the 'amount' necessary to 'invest' into marketing their product. Her lies the necessity of invention behind innovation. Now, is this the sole responsibility of the government to provide assistance and financial support to inventors? Or the private sector funding for R&D should be encouraged to greater extent?

Creating a marketplace for any product, identifying demand in local markets, is very crucial in launching a product(Urban, 1993). A notebook or i-pod is a winning product in the developed world but not in certain locations of the world. Successful innovation involves reducing unit costs of new products, a process requiring at the outset a significant investment of capital, labor or both. Capital is cheap in the developed world, while time and labor are expensive. In contrast, in developing world, however, capital is so expensive as to be practically unavailable, while time and labor are cheap.

'Invention' in the creation of efficient invention should be considered by government, as a public service should be part of the government expenditure for R&D. Besides, private companies and organizations, enterprises should encourage inventor through investing capital in innovative activities.

Commercialization of inventions

As stated earlier, innovation is the process which transforms inventions into marketable products. The final phase of this process is the production, marketing and commercialization phase, which is crucial for the success for any invention and innovation. In this stage the invention or the new product based on it will meet the test of the market. When the product is accepted on the market by the consumers and users, the product will begin to generate income which will compensate inventors and manufacturers for the investment made and eventually generate some profit (OECD,2004). The returns in terms of profit upon its commercialization are the ultimate proof of the success of any invention or new product.

One should always remember that not all new products or processes can be commercialized. For instance, they may be too expensive to sell to the public. Imagine a new perfume based on a local flower, quite cheap to produce, but to commercialize it is another business. To sell this new perfume you need small bottles which you will have to import. You can well imagine that all the costs involved in importing these bottles are extremely high.

Let us now consider few possible ways of commercialization from two viewpoints:

a) from inventor's view, and

b) from investor's view.

Commercialization from view of private inventor

To be commercialized, an invention must be more than an idea or concept. It must be the basis of either a tangible product (for instance a new electronic oven) or a process (a new cosmetic cream). An inventor should be careful about these points:

i) *Initiating patent protection before commercializing an invention is essential*

A common mistake of many inventors is that they try to sell their invention without taking steps to file a patent application and to produce a working prototype before trying to commercialize it. But patent protection must be sought, even if it is only a matter of registration because of the rights and privileges offered by it. Main factors behind the reluctance are the high costs (official fees, examination fees, renewal fees, and other associated fees), complicacy of patent system (preparing an application, specification, drawings, designs etc.), commercial viability of the product in market, market size, business possibilities, existence of competitors in the country, effectiveness of patent enforcement mechanisms etc(WIPO,1996). All these procedures are time and energy consuming which can affect one's nerves, not to speak of pocket money.

ii) *Making known of the invention is the first step in commercialization*

Depending on the personal situation of the inventor and the development of his invention, an inventor has to search for business alternatives as such.

a) Finding an investor ready to cover the cost of patenting his invention
b) Selling the rights on the invention. This is the only alternative for an inventor who has no money and no time. Its not an easy thing but a good way to give the inventor time to concentrate on inventing other things
c) Looking for investor ready to help develop the invention, for instance, to build a prototype, undertake experiments etc.
d) Offering licenses to produce and sell the product. This kind of contract between inventor and his partner is the most common thing to do when the inventor has time, but no money
e) Looking for distributors, if the inventor has mange to produce his invention.

An inventor should remember that from point of view of commercialization inventions have many properties in common with any other commodity or product, the main difference being that unlike material goods, inventions can be used simultaneously by several persons and hence they can be sold or licensed several times, to different persons.

Commercialization from view of private investors

Investors (private companies, organizations etc.) should not forget that only a very small percentage (5 to 7 percent) of all inventions for which patents have been granted reach the commercialization phase (Arora, Fosfuri and Gambardella, 2001). This failure is usually not due to the quality of the invention, but rather the influences of other factors, such as, for example, the high investment cost for a relatively small effect, need of additional R&D work, suitable manufacturing environment, no real market need etc(Svensson,2004). However, these will not stop investment as companies are aware that inventions can be used simultaneously by several persons and hence they can be sold or licensed several times, to different persons.

Depending on the kind of invention and the field of technology, to which it is related, investors should be cautious about the methods and approaches of successful commercialization. Some of these methods include

a) Commercial and marketing strategies, these will be different for a mass product (like an electric fan) and for an invention in a specialized field (like an ultra-sound machine), applicable only in the production of a few manufacturers.
b) The nature and properties of the invention
c) The market environment, the needs, conditions and potential of the product among purchasers
d) The customs and traditions about the use of the product
e) The purchasing capacity and power of people, e.g. the consumers in the country.

f) The willingness of the inventor to cooperate in further development of the invention.

In the highly competitive environment of international trade, individual enterprises, industrial groupings, and companies should concentrate on planning and forecasting, and the development of appropriate commercial and industrial strategies. Such strategic planning is an increasingly important part of the successful implementation of the product and marketing policy of individual companies, and of the establishment of a technological base appropriate to the capacities and opportunities of the country.

Economic issues raised by patents

The patent system has an impact on the economy as a whole. Once the research is publicly known, the benefits of new results are available to the whole economy in the relevant field, thereby bringing advantages to all parties in that field. This increases the economic incentive for a party to conduct research and innovate (Gallini, 2002).

The economics surrounding patent, states Hall (2003) resolves around the balance between two points,

a) expenses of obtaining and maintaining the patent, and

b) the income derived from owning the patent.

Patent provides the inventor exclusive right, thereby securing a means to carry all costs and expenses associated with the invention and application for the patent. These include the filing fee, an examination fee, yearly renewal fee, maintenance fee and the issue fee for the granting of a patent. Patent secures the inventor to redeem the costs of research (by charging a higher price for its invention or by license fees), and he is encouraged to research and invent by the individual financial rewards of doing so. Furthermore, a patented invention with market demand has also the effect to increase the patent proprietor's income from the market by preventing others from entering the market. Without alternative suppliers for the patented good or technology, the price the patentee is able to charge would likely be greater than the competitive price. This portion of incremental profit would only be attributable to the patent and would therefore be the value of the patent.

Economic benefits of the patent (Why private investment should be made)

The economic benefits of the patent system can be derived by private investors from it's roles in encouraging investment and economic growth, promoting innovation, knowledge sharing and the efficient use of resources. These aspects are briefly discussed herein after:

**Investment and economic growth*

Possessing a patent may help a company to grow to capitalizing on the market potential of its inventions. Small companies may use patents to attract financial backing. In addition, patent stimulates the growth of national industry because local companies that hold patents can attract overseas investment and develop products for export. Profits generated by patent exploitation can be invested in further research and development, which may stimulate commercial and industrial growth.

**Promoting innovation*

Innovation benefits the community by creating new improved goods that meet social needs. For example, innovations in medical research may produce new diagnostic tests, which improve community health. Patent grants a company limited monopolies as a reward for the time, effort and ingenuity invested in creating new products and processes. The potential for financial return from market adds an incentive. Without this incentive, private investors may be reluctant to invest, resulting in greater calls on government funding or a failure to develop and exploit new technology.

**Grant of license*

Patent also benefit companies by providing a system for trading knowledge internationally through license agreements. The grant of license to international companies to exploit locally developed inventions provides return to inventors and access to foreign markets. The grant of licenses to local companies to manufacture inventions developed overseas can improve the skill and know-how within the local community.

flesource use
Patent requires the details of the patented invention to be placed n the public domain in return for the exclusive right to exploit the invention. In the absence of this exchange, companies might protect the details of new inventions through secrecy. The disclosure requirement of the patent system is based on the idea that 'scientific and technical openness benefits the progress of society more than co confidentiality and secrecy'.

Knowledge sharing
Through the knowledge sharing, companies can avoid duplication of research effort and save time, energy and finances. They can engage researcher to invent a new product or to build an improvement of an existing invention. Access to patented inventions may also facilitate research that would not otherwise be possible. For example, access to a patented research tool may enable vital research into the causes of a genetic disorder and lead to the creation of a genetic test or treatment. This research may not have occurred if the tool had remained secret.

Private funded R&D in Bangladesh
It is not difficult to find out instances of private investment in the agricultural sector R&D in Bangladesh. It is widely recognized that private investment in agricultural research is a potentially important contributor to increasing productivity and reducing poverty in our country (Kabir and Harun-Ar-Rashid, 2004). The growth of private investment in poultry, livestock, dairy, rice hybrids and other agri-businesses is increasing day by day. In agricultural sector, during 2000-10, a total of 23 private companies and NGOs submitted 76 rice hybrids to government for registration, while government agencies (the BRRI and BADC) submitted only 5 rice hybrids (Harun-Ar-Rashid, Ali and Gisselquist, 2012). Some private companies produced rice and wheat threashers based on models from BARI and BRRI, which in turn are based on imported models (Faruque, 2009).

Private seed companies like Lal Teer, Supreme Seed, Aftab Seed has invested in plant breeding and seed processing and thereby provided employment to about one lack laborers for cross pollination and seed multiplication(IDE Bangladesh,2011). There are instances of private investment in export and import sector, in low wage manufacturing sector like ready made garments (RMG) industries, in telecommunication sector and such other (ADB, 2009). But, unfortunately, a very small portion of business capital is being used in invention and innovation related activities. In this era of scientific and technological advancement, our investment should be centered on marketing new products or processes, which will boost up our economic performance, industries, employment opportunities and wealth at local and national level.

To influence private innovation and R&D, government agencies and donors need to enter contracts with private organizations to channel financial assistance for private R&D. Private organizations need research grants, as well as tax relief, including a tax holiday for R&D, which would improve companies access to credit and government facilities.

Conclusion
Economic development in a country like Bangladesh cannot largely depend on more inventions and innovations. The main factor is that invention carries no significance if invented product does not find the market. Developed countries have sophisticated system and organizations in place to commercialize research products. This is in contrast to developing countries like us, which have lacked the institutional support, organizations and policies that encourage and make possible the patenting

and commercialization of inventions. Yet, investment of capital by private organizations exists in Bangladesh. And we would like to invite our business enterprises to open up new area and avenue for investing and commercializing invented products.

REFERENCES

Arora, A., A. Fosfuri and A. Gambardella (2001), Markets for Technology: the Economics of Innovation and Corporate Strategy, MIT Press, Cambridge, Massachusetts

ADB, (2009), Economic Data, < http//www. Adb.org/Bangladesh/default.asp> accessed on 22 nd February, 2014.

Baker, K. and G. Albaum (1986), "New Product Screening Decision", Journal of Product Innovation Management, 3(1), 32-39.

Choksi, J. (1999), "The Benefits and Costs of Patent Protection", IEEE Canadian Review Summer/ Ete 1999

Faruque, A. (2009), Hybrid Seed for Food Security, In Bangladesh Seed Seminar and Fair 2009(in Bangla), Dhaka, Bangladesh Seed Growers , Dealers and Merchants Association.

Gallani, N. (2002), "The Economics of Patent: Lessons from Recent US Patent Reform", Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, No. 2, Spring 2002.

Hall, B. (2003), "Business Method Patents, Innovation and Policy", NBER Working Paper 9717.

Hall, B. H. and J. Levner (2010), "The Financing of R&D and Innovation" in Handbook of the Economics of Innovation, ed. By B.H. Hall and N. Rosenberg, chap. 14, Elsevier North-Holland

Harun-ar-Rashid, Ali, M., Gisselquist, D. (2012), Private Sector Agricultural Research and Innovation in Bangladesh: Overview, Impact and Policy Options, a Study Report prepared for IFPRI (Intl. Food Pol. Res. Ins.)

Hellmann, T. and M.Puri (2000), "The Interaction between Product Market and Financing Strategy: the Role of Venture Capital", Review of Financial Studies, 13, 959-84.

iDE-Bangladesh (2011), Study of Strengthening Low-Cost Technological Market System: Final Report, Swiss Development Co-operation (SDC)

Kabir, H., and Harun-Ar-Rashid, (2004), Prospects and Potentials of Rice Hybrids in Bangladesh, Dhaka: Agricultural Advisory Society.

Kieff, F. Scott (2001), "Property Rights and Property Rules for Commercializing Inventions", 85 Minnesota Law Review, 697

Kortum, S. and J. Lerner (1999), "What is Behind the Recent Surge in Patenting?", Research Policy, 28(1) January, pp.1-22

OECD (2004), Patent and Innovation: Trends and Policy Challenges.

Sander, B. S. (1962), "Speedy Entry of Patented Invention into Commercial Use", Patent, Trademark and Copyright of Research and Education, 6, pp.87-116

Sander, B. S. (1964), "Patterns of Commercial Exploitation of Patented Invention by Large and Small Corporations", Patent, Trademark and Copyright of Research and Education, 8, pp.51-92

Shapiro, C. (2002), "Competition Policy and Innovation", OECD STI Working Paper 2002/11

Svesson, R. (2004), "Commercialization of Patent and External Financing during the R&D Phase", IUI Working Paper No. 624, IUI, Stockholm.

Urban, G. L. and J.R. Hauser (1993), Design and Marketing of New Products, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall

এক নজরে পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

এস এম লাবলুর রহমান[1]

ভূমিকাঃ

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) একটি জাতীয় অফিস হিসাবে মেধাসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশ World Trade Organization (WTO) এর সদস্য এবং Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) এর স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে World Trade Organization (WTO) এবং World Intellectual Property Organization (WIPO) কর্তৃক প্রদত্ত Guideline এর ভিত্তিতে Intellectual Property সংক্রান্ত কার্যক্রম অত্র অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে। সাবেক পেটেন্ট, অফিস ও ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রি অফিস দুটিকে একীভূত করে ২০/৩/২০০৪ তারিখ হতে এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রম হল নতুন আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর করা, নতুন উদ্ভাবিত Industiral Design নিবন্ধন করা এবং ট্রেডমার্কস এর স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য ট্রেডমার্কস নিবন্ধন করা এবং নতুন নতুন আবিষ্কারকে উৎসাহিত করা।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরে মোট ৬ টি ইউনিট রয়েছে, যথা- (I) Administrative Wing (ii) Patents & Designs Wing (iii) Trademarks Wing (iv) WTO & International Affairs Wing and (v) G.I Unit (vi) Information Technology Unit প্রথম ০৫ টি উইং ও ইউনিটের প্রধান হিসেবে ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও আইটি ইউনিটের প্রধান হিসেবে সিস্টেম এনালিস্ট এবং ডিপিডিটির অফিস প্রধান হিসেবে ১ জন রেজিস্ট্রার রয়েছেন।

২. অধিদপ্তরের ইউনিট ও উইংসমূহ ঃ

(ক) পেটেন্ট ও ডিজাইন উইং ঃ

পেটেন্ট ঃ

পেটেন্ট হল কোন নতুন পণ্য আবিষ্কার বা পণ্য উৎপাদনের নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার, যা শিল্পে প্রয়োগযোগ্য অথবা কোন কারিগরি সমস্যার কারিগরি সমাধান অর্থাৎ নতুন প্রযুক্তি। পেটেন্ট অনুমোদনের মাধ্যমে এরূপ আবিষ্কারের জন্য আবিষ্কারককে তার স্বীকৃতি স্বরূপ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিরঙ্কুশ স্বত্বাধিকার প্রদান করা হয়। এইরূপ স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ পেটেন্টকৃত আবিষ্কারের বাণিজ্যিক উৎপাদন, ব্যবহার, বিতরণ ও বিক্রি করতে পারে না।

বাংলাদেশের পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন-১৯১১ এর আওতায় ১৬ বছরের জন্য পেটেন্ট অধিকার দেয়া হয়। পেটেন্ট এর স্বত্বাধিকারী ১৬ বছর পর্যন্ত এই নিরঙ্কুশ অধিকার ভোগ করেন। এরপর জনসাধারণের যে কেউ আবিষ্কৃত ঐ প্রযুক্তি বিনানুমতিতে ব্যবহার করতে পারেন।

ডিজাইন ঃ

উৎপাদিত দ্রব্যের সৌন্দর্য (aesthetic view) ও অলংকরণ (ornamentation) সংশ্লিষ্ট সব কিছুই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন। কোন পণ্যের আকার, আকৃতি, উপরিতল ইত্যাদি ত্রিমাত্রিক বিষয় এবং প্যাটার্ন লাইন ও রং ইত্যাদি দ্বিমাত্রিক বিষয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের অন্তর্গত। ডিজাইন দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। ডিজাইন ক্রেতাকে আকর্ষণ করে। মার্কেটে কোম্পানীর অংশ (market share) বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। রেজিষ্টার্ড ডিজাইনের মালিক ডিজাইনটি ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার সংরক্ষণ করেন। রেজিষ্টার্ড মালিকের অনুমতি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ডিজাইন ব্যবহার করতে পারে না। ডিজাইন নকল করা আইনত দণ্ডনীয়।

পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন-১৯১১ এর আওতায় প্রথমে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়। পরবর্তীতে

---

[1] বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব। বর্তমানে ডিপিডিটিতে ডেপুটি রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত। ই মেইল। lablur.rahman@gmail.com

পাঁচ বছর করে আরও দুই মেয়াদে (মোট ১০ বছর) রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করা যায়।

(খ) ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি উইং ঃ

কোন উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবাকে অন্য উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত অনুরূপ পণ্য বা সেবা হতে পৃথক করার জন্য যে মার্ক ব্যবহার করা হয় তাই ট্রেডমার্ক। প্রতীক, চিহ্ন, শব্দ, উদ্ভাবিত শব্দ, নাম, নাম বা শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার, প্রতিকৃতি ইত্যাদি ট্রেডমার্ক হিসেবে বিবেচিত হয়। সেবাধর্মী কাজের জন্য সার্ভিস মার্ক নিবন্ধন করা হয়।

রেজিস্ট্রার ট্রেডমার্ক/সার্ভিস মার্কের মালিক মার্কটি ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার সংরক্ষণ করেন। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একই বা সাদৃশ্যপূর্ণ পণ্য/সেবার জন্য ঐ মার্ক/সাদৃশ্যপূর্ণ মার্ক ব্যবহার করতে পারবে না। ট্রেডমার্ক আইন-২০০৯ এর আওতায় বাংলাদেশে প্রথমে ০৭ (সাত) বছরের জন্য ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১০ বছর করে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করা যায়। কোন অনিবন্ধিত ট্রেডমার্ককে/সার্ভিসমার্ককে নিবন্ধিত হিসেবে ব্যবহার করা বা প্রদর্শন করা ট্রেডমার্ক আইন-২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ। কোন প্রতিষ্ঠানের ট্রেডমার্ক/সার্ভিস মার্ক নকল করে ব্যবসা করা বা ব্যবসার চেষ্টা করাও দন্ডনীয় অপরাধ।

(গ) ডব্লিউটিও ও আন্তর্জাতিক উইং ঃ

এই ইউনিট World Trade Organization (WTO) সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে এই অধিদপ্তরের কর্মের সমন্বয় করে থাকে।

(ঘ) জি.আই ইউনিট ঃ

ইতোমধ্যে অত্র অধিদপ্তরে G.I Unit (Geographical Indication Unit) স্থাপন করা হয়েছে। এই ইউনিটে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ভৌগলিক নির্দেশক পণ্যের সুরক্ষা প্রদানে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

(ঙ) আইটি ইউনিট ঃ

এ অধিদপ্তরকে পূর্ণ অটোমেশনের আওতায় আনার জন্য IT Unit -এ ডাটা এন্ট্রি/অপারেটরের ৩টি শূণ্য পদের মধ্যে ২টি পদে নিয়োগ দেয়া হয়। অপর একটি পদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়, যাহা নিয়োগের কার্যক্রম চলছে। ১টি কম্পিউটার অপারেটর পদ ও ১টি এম এল এসএস (আউট সোর্সিং) পদ শূণ্য আছে যা নিয়োগের কার্যক্রম চলছে। এই ইউনিটের তত্ত্বাবধানে WIPO (World Intellectual Property Organization) এবং EC এর সহায়তায় IPR (Intellectual Property Rights) প্রকল্পের আওতায় DPDT(Department of Patents, Designs and Trademarks) এর আংশিক Data Capture করা হয়েছে। এছাড়াও নতুন আবেদনগুলো অন- লাইনে Receive ও Data Capturing করা এবং WIPO কর্তৃক IPAS Software এর মাধ্যমে DPDT এবং IFC (International Finance Corporation) এর মধ্যে সম্পাদিত Cooperation Agreement এর আওতায় পুরাতন ফাইলসমূহের ডাটা ক্যাপচারিং এর কাজ তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে।

৩.অটোমেশন ঃ

ডিপিডিটির অটোমেশন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে WIPO কর্তৃক ইতোমধ্যে IPAS Software স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে DPDT এবং IFC (International Finance Corporation) এর মধ্যে সম্পাদিত Cooperation Agreement এর আওতায় পুরাতন ফাইলসমূহের ডাটা ক্যাপচারিং এর কাজ মে, ২০১২ সময়ে শুরু হয় এবং ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ এর প্রথম দিকে শেষ হয়। বিগত ২৩/০২/২০১৪ তারিখে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি কর্তৃক উক্ত কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এর ফলে পুরাতন ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে অটোমেটেড পদ্ধতিতে ব্রান্ড আবেদন পরীক্ষাকরণসহ অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন অধিকতর দ্রুত এবং সহজ হয়েছে।

৪.আইন সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ ঃ

ইংরেজী ভাষায় প্রণীত পূর্বতন The Trademarks Act, 1940 রহিত করে বাংলা ভাষায় প্রণীত ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ার পর ২৪ মার্চ, ২০০৯ তারিখের গেজেটে তা প্রকাশ করা হয়েছে।

খসড়া ট্রেডমার্ক বিধিমালা:

পূর্বের The Trademarks Rules, 1963 এর স্থলে বাংলা ভাষায় প্রণীত খসড়া "**ট্রেডমার্ক বিধিমালা**" এর উপর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়া গেছে। উক্ত মতামতের আলোকে ট্রেডমার্ক বিধিমালা পুনর্গঠনের কাজ শেষ করা হয়েছে এবং তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

খসড়া পেটেন্ট আইন ঃ

পূর্বের The Patents and Designs Act, 1911 কে দুইভাগ করে বাংলা ভাষায় প্রণীত "বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০১৩" এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গত ১৬-৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আন্তমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হয়। তাছাড়া খসড়া আইনটির উপর সর্বসাধারণের মতামত চেয়ে Patent Act, 2013 শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হয়েছে। খসড়া আইনটির উপর WIPO এর মতামত পূর্বেই পাওয়া গিয়েছে। অর্থ, বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং কপিরাইট অফিস হতে ইতোপূর্বে যে সকল মতামত পাওয়া গিয়েছে তা খসড়া বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০১৩ তে সমন্বয় করা হয়েছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয় হতে মতামত পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিদ্যমান The Patents & Designs Act, 1911 এর সাথে খসড়া "বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন" এর তুলনামূলক বিবরণী মেট্রিক্স আকারে তৈরী পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

খসড়া ডিজাইন আইন ঃ

পূর্বের The Patents and Designs Act, 1911 কে দুইভাগ করে বাংলা ভাষায় প্রণীত খসড়া **"ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইন আইন, ২০১৩"** এর উপর WIPO এর মতামত গ্রহণ করা হয়। মূল আইন The Patents & Designs Act, 1911 এর সাথে খসড়া "বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন এ্যাক্ট" এর তুলনামূলক বিবরণী মেট্রিক্স আকারে প্রেরণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মেট্রিক্স আকারে তৈরী করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

Geographical Indications (GI) Act, 2013:

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য(নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন ২০১৩ পাশ হয়েছে এবং ১০ই নভেম্বর,২০১৩ (২৬ কার্তিক ১৪২০) বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে বিধি প্রণয়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

৫. সেমিনার:

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের আয়োজনে এবং দি চিটাগং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ এর সহযোগিতায় গত ২৮/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে চট্টগ্রাম চেম্বার ভবনের সভাকক্ষের "অর্থনৈতিক উন্নয়নে মেধাসম্পদের ভূমিকা" শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, সচিব, শিল্পমন্ত্রণালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচকবৃন্দ বিভিন্ন প্রস্তাব ও সুপারিশ তুলে ধরেন। তাঁরা সাধারণ গবেষকদের সরকারীভাবে আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা, প্রাতিষ্ঠানিক গবেষকদের বিভিন্ন ইনসেনটিভ বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র গবেষনা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লিংকেজ তৈরির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

৬. বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন (World Intellectual Property Day):

বিশ্বের ১৮৬ টি দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও গত ২৬ এপ্রিল ২০১৩ মেধাসম্পদ দিবস নানাবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে উদযাপিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী মেধাসম্পদ সৃষ্টি, লালন, সুরক্ষা ও তার ব্যবহারকে উৎসাহ দেয়ার লক্ষে World Intellectual Property Organization (WIPO) এর ১৮৬টি সদস্য দেশের সাথে বাংলাদেশও ২০০১ সাল হতে প্রতি বছর মেধাসম্পদ দিবস পালিত হয়ে আসছে। এই অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২৬ এপ্রিল ২০১৩ খ্রিঃ বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস (World Intellectual Property Day) বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত **সৃজনশীলতায় আগামী প্রজন্ম** (Creativity the next generation) শীর্ষক এক সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া প্রধান অতিথি এবং মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আবুল কালাম আজাদ, এমপি বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

পেটেন্ট ডিজাইন ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের মিশন হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে অধিদপ্তরকে বিশ্বমানের মেধাসম্পদ অফিসে রূপান্তর করা। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তরটি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে মেধাসম্পদ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও বিধি এবং এ অধিদপ্তরের ব্যবহার্য বিভিন্ন ধরনের ফরম এবং আবেদনের পদ্ধতি আপলোড করা হয়েছে। অধিদপ্তরে সেবা গ্রহীতাদের সুবিধার্থে Help Desk স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতার আনয়নের জন্য আংশিকভাবে অটোমেশন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন কার্যক্রম চালু পরিকল্পনা রয়েছে। এসকল পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে ২০২১ সালের মধ্যে অধিদপ্তরটি একটি বিশ্বমানের মেধাসম্পদ অফিসে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।

Implicating the TRIPS Transition for Pharmaceutical Patent:
Bangladesh in Rollback Dilemma

Dr Mohammad Towhidul Islam[1]

The dilemma of the least developed countries (LDCs) in dealing with the TRIPS is associated with the possibilities of exploiting the TRIPS flexibilities. Of such flexibilities, the provision for "the period of transition to compliance" that allows LDCs not to offer patent to pharmaceuticals until 31 December 2015 constitutes the major leeway for them. It is believed that the rationale of such exemption period lies generally in the need of promoting the creation of viable technological base by preserving the policy space for LDCs. This transition period can, however, be found to provide some strategic advantages: it may enable the LDCs having vibrant manufacturing capacity in pharmaceuticals to freely copy medicines which are not patented in LDCs and to use them for domestic consumption needs and export purposes. In an LDC like Bangladesh, the issue of patenting pharmaceuticals becomes crucial, because of its potentials of exploiting such strategic advantage.

Indeed, this fact signifies that the challenge for Bangladesh in implicating the TRIPS regime of patent is not confined to the public health concerns—it also animates the concern of economic development at the same time, especially in facilitating the promotion of its vibrant domestic pharmaceutical industries. The existing legal framework of Bangladesh in relation to patent is, however, less favorable to face up to such challenge in the way of exploiting benefits of the transition period. The main reason of this fact is rooted on the Patents and Designs Act of 1911

which historically shows a liberal approach of providing patent protection to cover a wide range of inventions even trivially modified ones that fit in the definition of "invention".

The century old patent legislation speaks for the protection of patent both for the "product and process." According to the provisions of this Act, Bangladesh is bound to provide patent protection to pharmaceuticals as product patent or process patent. Thus, Bangladesh cannot refuse to provide patent protection in pharmaceuticals by taking recourse to its relevancy with the exemption period since it is a country with an existing patent regime.

The second problem in this respect relates to the relevancy of "no rollback clause" with the present patent regime of Bangladesh. This is because Paragraph 5 of the TRIPS Council Decision of 29 November, 2005 contains "the no rollback clause" by providing that "least-developed country Members will ensure that any changes in their laws, regulations, and practice made during the ...transition period do not result in a lesser degree of consistency with the provisions of the TRIPS." The plain reading of this clause reveals that the country providing patent protection under the existing IPRs regime is impeded to get the benefit of the TRIPS transition period. Seen in this light, it can be found that Bangladesh is also barred from taking benefits of the exemption period.

[1] *Dr Mohammad Towhidul Islam is an Associate Professor of Law at the University of Dhaka, Bangladesh, and received his PhD in Intellectual Property Law from Macquarie University, Australia. E-mail: towhid@du.ac.bd*

There is no denying that this fact pushes Bangladesh in a seriously disadvantageous position in respect of raising voice from the concerns of protecting public health in general and promoting domestic pharmaceuticals industries in particular. Indeed, Bangladesh was caught up with this situation mainly because of the fact that it was too late for Bangladesh to come up with a new legislation. The Government of Bangladesh, however, took a somewhat "extra-legal" initiative to evade the implications of this disadvantages position. Surprisingly, an executive order (The Executive Order [DPDT/P&D Law/2007/74129) was issued by the Department of Patents, Designs and Trademarks (DPDT) on 7 January, 2008, which provided for the establishment of a mailbox in the DPDT with the purpose of storing patent applications in the areas of pharmaceutical products and related processes and conferring exclusive marketing rights (EMRs) to the applicants. The legality of this initiative is found to be questionable for a number of reasons: firstly, any rule related to the TRIPS cannot be implemented by such an executive order, for a treaty provision does not have any direct efficacy in Bangladesh unless such provisions are made law through an Ordinance or an Act of Parliament. Secondly and most importantly, the implication of such executive order results in rolling back from the existing regime, and thus this order can be found to conflict with the TRIPS Council Decision of 2005. Apart from the question of its legality, another problem of this order was that it did not provisionally allow generic manufacturers in Bangladesh to receive any help from the DPDT in legally utilizing the clinical test data for generics approval.

Thus, it appears that the issuance of this executive order creates confusion and further complexities in respect of implicating the TRIPS transition for pharmaceutical patent. Moreover, the ongoing policy of Bangladesh to sign Bilateral Investment Treaties (BITs) is accelerating the degree of such confusion. Because, "[t]hese BITs are considered to be the TRIPS-plus activities, since they bear the risk of extending the patent term beyond 20 years, prohibit the use of test data on drug efficacy and safety for certain periods in getting the approval of generic products, and in some cases limit the grounds for issuing compulsory licenses. Such formulations are considered to be in direct contradiction with the Doha Declaration, which aims to protect public health interests and are very costly in terms of concern for public health needs in the country." [See, Mohammad Towhidul Islam, TRIPS Agreement of the WTO: Implications and Challenges for Bangladesh, Cambridge Scholars Publishing, UK, 2013, p 131.]

However, the TRIPS Council Decision of 2013 (made on 11 June 2013) to extend the transition period until 1 July 2021 has created an opportunity for Bangladesh to reconstruct its policy of patenting in pharmaceuticals. One of the important aspects of this decision is that it has relaxed the condition of no rollback for the LDCs. In other words, the decision of 2013 allows the possibilities of refusing patent even by those members of LDCs, who already have an existing regime of intellectual property rights. There is, however, a debate of whether this extension decision is a plenary one, and applies equally to pharmaceutical patent. Professor Frederick Abbott argues in favor of its generality and says that the decision of 2013 applies to pharmaceutical patent. If this argument sustains, then Bangladesh will be able to take the benefit of the TRIPS transition period in not patenting pharmaceuticals. In doing so, the major argument for Bangladesh will come from the point that it is no longer bound to provide patent in pharmaceuticals until 1 July 2021 or when it ceases to be in the least developed category if that happens before 2021, albeit having the existing regime of providing product and process patent. In line with this argument, Bangladesh may thus come up with a fresh legislation to allow the postponement of patent protection, thereby resolving the public health concerns in general, and promoting the domestic pharmaceutical industry in particular.

চলচ্চিত্রে মেধাস্বত্ব

পারভীন সুলতানা[1]

সংস্কৃত একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে"। শ্লোকের অর্থ খুবই সহজ। রাজা তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির কারণে নিজ দেশে সম্মান লাভ করে থাকেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত অর্থে বিদ্বান তিনি সম্মানিত হন সর্বত্র। এখানে বিদ্বান অর্থ কেবল পুঁথিগত কিংবা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো শিক্ষিতের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে, প্রকৃত মেধাবী বা গুণী সজ্জনের কথা, সৃজনশীলতায় যিনি অনন্য। এ জন্য কালের ইতিহাসে দেশ বিদেশে রাজন্যবর্গের নাম হারিয়ে যায়। কিন্তু যুগ যুগ ধরে যাঁরা চির অম্লান হয়ে থাকেন, তাঁরা কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক। অর্থাৎ সৃষ্টিশীল মানুষরাই কেবল তাঁদের সৃজনী প্রতিভার গুণে অমরত্ব লাভ করেন।

আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, সৃজনশীলতা বা মেধা বহতা নদীর স্রোতের মতো। তাকে কখনও ধরে রাখা যায় না। আবার একই স্রোতধারা দ্বিতীয়বার চোখেও পড়ে না। বিজ্ঞানের দিক থেকেও বিষয়টি স্বীকৃত। তারমানে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোনো কিছুই একাধিক নয়। আর তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, উইলিয়াম শেকসপিয়র, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, যামিনী রায়, জয়নুল আবেদিন, ইঙ্গমার বার্গম্যান অথবা সত্যজিৎ রায়ের মতো বিশ্ববরেণ্য মানুষ যুগে যুগে একজনই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের সৃজনশীল মেধা বা প্রতিভার আলোয় আলোকিত হয় বিশ্বভুবন। তাই একটি দেশে জন্মগ্রহণ করেও তাঁরা বিশ্বব্যাপী নন্দিত হন।

মানুষের ভাবনাজাত সৃষ্টিই মেধা। মেধা সম্পদও বটে। মানুষের উদ্ভাবনী, সাহিত্য ও শৈল্পিক প্রতিটি কর্মই মেধাসম্পদ হিসেবে স্বীকৃত। আবার এই সম্পদ অধিকার অন্য কোনো সম্পদ অধিকারের মতো। এই অধিকার পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক বা কপিরাইট স্বত্বাধিকারীকে তার কাজ বা বিনিয়োগ থেকে লাভবান হওয়ার সুবিধা করে দেয়। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদে এ ধরনের অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মেধাসম্পদের গুরুত্বের বিষয়টি সর্বপ্রথম ১৮৮৩ সালে 'প্যারিস কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি' এবং ১৮৮৬ সালে 'বার্ন কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অব লিটারারি অ্যান্ড আর্টিস্টিক ওয়ার্কস'-এ স্বীকৃতি লাভ করে। আর এই চুক্তি দু-টিই এখন পরিচালনা করছে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা– বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা (World Intellectual Property Organization)। প্রতিবছর ২৬ এপ্রিল এ সংস্থাটির আহ্বানে বিশ্বব্যাপী 'মেধাসম্পদ দিবস' পালিত হয়। বাংলাদেশেও এ বছর শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন কপিরাইট অফিস, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)-এর যৌথ উদ্যোগে দিবসটি পালিত হচ্ছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য– 'মুভিজ: এ গ্লোবাল প্যাশন'।

বলতে দ্বিধা নেই, শিল্প-সংস্কৃতির সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং সমৃদ্ধ মাধ্যম চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র নিয়ে মানুষের ভাবনা-চিন্তা এবং আগ্রহের শেষ নেই। অনেক আবেগ, উচ্ছ্বাসও রয়েছে এই মাধ্যমটিকে ঘিরে। তাই চলচ্চিত্র এখন 'গ্লোবাল প্যাশন'-এ পরিণত হয়েছে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির এই যুগেও শত বছরের পুরনো চলচ্চিত্রশিল্প কীভাবে মেধাসম্পদ

[1] চিত্রনাট্য প্রাবন্ধিক। E-mail: psultana63@yahoo.com

হয়ে ওঠে, তা জানতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই এই শিল্পটির নির্মাণশৈলীর দিকে ফিরে তাকাতে হবে। চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট বা পাণ্ডুলিপিথেকে শুরু করে এর প্রদর্শন পর্যন্ত প্রায় সবগুলো স্তরই অত্যন্ত সৃজনশীল। একজন চিত্রনাট্যকার যখন চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্য রচনা করেন, তখন সেই রচনাটি অবশ্যই তাঁর মৌলিক ও সৃষ্টিশীল। হতে পারে, সেটি কোনো বিদেশি ছবির ভাবনা থেকে অনুপ্রাণিত। কিন্তু চিত্রনাট্যকার যখন সেটি আপন মনের মাধুরি মিশিয়ে রচনাকর্মে মনোনিবেশ করেন, তখন সেটি একান্তই তাঁর নিজস্ব শিল্পকর্ম। এরপর চিত্রনির্মাতার প্রসঙ্গ আসে। একজন চিত্রনির্মাতা চিত্রনাট্যে তাঁর নিজস্ব চিন্তা চেতনার রঙ মিশিয়ে সম্পূর্ণ ছবিটি নির্মাণ করেন। চিত্রনাট্য তাঁর নিজের রচনা হলেও নির্মাণে সেই শিল্পকর্মটি নতুন মাত্রা লাভ করে। এরপর আসে অভিনয়শিল্পের প্রসঙ্গ। চিত্র পরিচালকের নির্দেশনা সত্ত্বেও অভিনেতা-অভিনেত্রীরা চলচ্চিত্রে যে অভিনয় শিল্পটি মেলে ধরেন, সেটিও তাঁর একান্ত মৌলিক সৃষ্টিকর্ম।

এরপর আসে চলচ্চিত্রের কুশলীদের কথা। চিত্রগ্রাহক, আলোক নিয়ন্ত্রক, চিত্র সম্পাদক, রূপসজ্জাকর, শিল্প নির্দেশক সঙ্গীত পরিচালক প্রমুখ কুশলীবরা প্রত্যেকেই নিজেদের অবস্থানে থেকে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এখানেও তাঁদের সৃজনশীলতার মূল্য অপরিসীম। পরবর্তী পর্যায়ে চলচ্চিত্রটি প্রদর্শন উপযোগী করে তোলার বিভিন্ন স্তরে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের অবদানও কম নয়। বলতে গেলে, তাঁদের কর্মকুশলতার ওপরই চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। কারণ ছবিটির চিত্রনাট্য, অভিনয় ও নির্মাণশৈলী যতো ভালোই হোক না কেন, সেটি যথাযথভাবে প্রদর্শিত হবার সুযোগ না পেলে মূল্যহীন। বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত চলচ্চিত্র কলা-কুশলীদের সাক্ষাতকার থেকে আমরা তাঁদের সৃজনশীলতার তথ্য জানতে পারি। জানতে পারি, কীভাবে তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন অথবা নিজের সেরা কাজটি উপস্থাপন করেছেন।

হলিউড সিনেমার প্রায় প্রথম দিকের প্রখ্যাত শিল্পী স্যার চার্লস স্পেনসার চ্যাপলিন জুনিয়রকে (Sir Charles Spencer Chaplin, Jr.) আমরা আজও মনে রেখেছি। অবশ্য বিশ্ব জুড়ে তিনি আজ কেবল 'চার্লি চ্যাপলিন' নামেই বেশি পরিচিত। হলিউড সিনেমার প্রথম থেকে প্রায় মধ্যকালের বিখ্যাত শিল্পীদের একজন চ্যাপলিন পৃথিবী সেরা একজন চিত্র পরিচালক হিসেবেও প্রশংসিত। চলচ্চিত্রের পর্দায় তাঁকে এখনও সর্বশ্রেষ্ঠ মূকাভিনেতা ও কৌতুকাভিনেতা মনে করা হয়। চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে চ্যাপলিন নিজের ছবিতে নিজে অভিনয় করেছেন। ছবি পরিচালনা এবং প্রযোজনাও করেছেন নিজে।

আজও চলচ্চিত্র দর্শক তাঁকে মনে করলেই সবার চোখের সামনে যেন চাপা কোট, বড়ো ফুলপ্যান্ট-জুতো, মাথায় হ্যাট পরা আর হাতে ছড়ি ধরা ছবিটি ভেসে ওঠে। তাঁর ভুবন বিখ্যাত টুথব্রাশ গোঁফটির জন্যেও তিনি স্মরণীয়। এভাবে ভবঘুরের চরিত্রে অভিনয় করেও বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একজন মেধাবী শিল্পী হিসেবে পরিচিত তিনি। চ্যাপলিন তাঁর আত্মজীবনীকে খুব চমৎকার করে লিখেছেন, প্রবল বঞ্চনার ভিতর দাঁড়িয়েও কী করে পৃথিবীকে ভালোবাসতে হয়, সেই শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন। আর এই শিক্ষা পেয়েছিলেন মায়ের কাছ থেকে। চ্যাপলিনকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, শিল্প কী? চ্যাপলিন এবারও চমৎকার উত্তর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, শিল্প হচ্ছে পৃথিবীর কাছে লেখা এক সুলিখিত প্রেমপত্র। জীবনে চরম সুখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিল্পের দিক থেকে মুখ ফেরাননি কখনও। আর এ জন্যই বোধহয় এতো দিন পরও সিনেমার ইতিহাসে চ্যাপলিন প্রাসঙ্গিক একটি চরিত্র। বলতে দ্বিধা নেই, চলচ্চিত্রে তাঁর অসামান্য প্রতিভাই তাঁকে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দিয়েছে। আর তাই তিনি আজও স্মরণীয়।

আমাদের চলচ্চিত্রেও রয়েছে এমন অনেক মেধাবী মুখ। চলচ্চিত্রের জন্য যাঁরা তাঁদের জীবনের প্রায় সবটাই উৎসর্গ করেছেন। আমরা আমাদের প্রয়াত অনেক কৃতী কলা-কুশলীকে গভীর শ্রদ্ধাসহকারে আজও স্মরণ করি। জহির রায়হান, আলমগীর কবির, খান আতাউর রহমান, আবদুস সামাদ, সমর দাস, সত্য সাহা, খান জয়নুল, রওশন জামিল, বেবী ইসলাম, শেখ নিয়ামত আলী, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ সবাই বাংলা চলচ্চিত্রে নিজেদের অবস্থানে যেন এক একজন এক একটি মাইল ফলক। এঁরা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের অন্যতম কুশলব। এঁদের কেউ

নির্মাণে, কেউ অভিনয়ে, কেউ সঙ্গীতে অথবা চিত্রগ্রহণে আমাদের চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাই তাঁদের অবদান এখন সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। এই সৃষ্টিশীল সম্পদের স্বত্ব একান্তই তাঁদের। আর এই স্বত্ব নির্ধারণের মধ্য দিয়েই মূলত উদ্ভাবনী সৃষ্টিশীলতাকে পুরস্কৃত করা হয়। সৃষ্টিশীল সজ্জন ব্যক্তিবিশেষের মেধাসম্পদের স্বীকৃতি গোটা সমাজকেই উদ্দীপ্ত করে। এতে সমাজের নবীন প্রজন্ম অনুপ্রাণিত হওয়ারও সুযোগ পায়।

প্রতি বছর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় নির্মিত হয় অসংখ্য চলচ্চিত্র। দর্শক হিসেবে পুরো বিশ্বের সবাই এই সৃষ্টিশীল নির্মাণশিল্পের ভোক্তা। কারণ সবারই সেই ছবি দেখার এবং সেই ছবি থেকে আনন্দ উপভোগ করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু যাঁরা সিনেমা থেকে আমরা আনন্দ উপভোগ করবো, তাঁর সিনেমা বা শিল্পকর্মটির প্রতি আমাদের অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে। তাঁর শিল্পকর্মটির জন্য প্রাপ্য স্বত্বটুকুও দিতে হবে তাঁকে। যদি কোনো সমাজব্যবস্থায় মেধাসম্পদের স্বত্ব বলে কিছু না থাকে, তবে সেই সমাজ কখনও আলোকিত হতে পারে না। কারণ মেধাসম্পন্ন মানুষরাই তো সমাজের আলোকবর্তিকা। তাঁদের যথাযথ মূল্যায়ন না থাকলে তাঁরা সেই সমাজে আলো জ্বালাবেন কেন? আসলে সমাজের প্রতিভাবান ও মেধাবী মানুষদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে প্রকারান্তরে আমরা আমাদের নিজেদেরকেই তো সম্মানিত করছি।

- আপনার মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করুন।
- আপনার মধ্যে সুপ্ত অসীম মেধাকে মেধাসম্পদে পরিণত করুন।

চলচ্চিত্র, একটি বৈশ্বিক উদ্দীপনা ও সৃজনশীলতা

মোস্তাফা জব্বার[১]

২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস পালনের মূল বিষয় বা প্রতিপাদ্য হিসেবে ২০১৪ সালে বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা চলচ্চিত্র, একটি বৈশ্বিক উদ্দীপনা-কে নির্ধারণ করেছে। বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ কিছুটা নাটকীয়তো অবশ্যই। জাতিসংঘের বিশেষায়িত এই সংস্থাটি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসে বরাবর যে ধরনের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে থাকে, চলচ্চিত্রকে প্রতিপাদ্য হিসেবে গণ্য করাটা তার চাইতে কিছুটা ব্যতিক্রমতো বটেই। তবে শতবর্ষ প্রাচীন এই সৃজনশীল কাজটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থাটি বিশ্বের বিশেষ ধরনের সৃজনশীল মানুষ, তাদের মেধা ও সম্পদকে সম্মানিত করেছে, যারা চলচ্চিত্রের সাথে যুক্ত। বাস্তবতা হলো বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এই শিল্পের ভোক্তা এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকার উৎস এই শিল্পটি। দুনিয়ার এমন কোন দেশ, এমন কোন শহর বা প্রান্ত নেই যেখানে চলচ্চিত্র কোন না কোন স্তরের আলোড়ন, কোন না কোন ধরনের উদ্দীপনা তৈরি করেনা। চলচ্চিত্র সোয়া শতক আগের উদ্ভাবন হলেও এটি ধারণ করে একুশ শতকের মাল্টিমিডিয়ার প্রায় সকল উপকরণ। সিনেমার চলমানতা, এর সাউন্ড, এর গ্রাফিক্স, এর বিশেষায়িত এফেক্টস, জীবনকে রূপায়িত করার মতো অভিনয়, সবই আধুনিক জীবনধারার অনুসঙ্গ। কেবলমাত্র ডিজিটাল প্রোগ্রামিং যন্ত্রের প্রোগ্রামিং সক্ষমতা যোগ করলে এটি হয়ে যায় ইন্টারএ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া। কালক্রমে ফিল্মভিত্তিক প্রযুক্তি ডিজিটাল প্রযুক্তি যুক্ত হবার ফলে সিনেমা কেবল যে সময়ের সাথে টিকে আছে তাই নয়, বরং তৈরি করেছে এক নতুন সম্ভাবনা। এরই মাঝে সিনেমা দ্বিমাত্রিকতা ছাড়িয়ে ত্রিমাত্রিকতার যুগে দাপটের সাথে পৌছেছে। কেউ কেউ এর ফোর ডি সম্পর্কেও আশাবাদ ব্যক্ত করছেন। সিনেমার দৃশ্যাবলীর সাথে প্রকৃত বাতাস, প্রকৃত গন্ধ, পানি বা বুদবুদ হয়তো পৌছে যাবে দর্শকের কাছে। দিনে দিনে প্রসারিত হচ্ছে এর সৃজনশীলতার রূপ এবং এই শিল্প পাচ্ছে নতুন মাত্রা। ধারণা করা হয়েছিলো যে, টিভি বা ভিডিও আসার পর হয়তো সিনেমা নামক প্রচলিত শিল্পখাতটি হারিয়ে যাবে। কিন্তু টিভি-ভিডিওর অব্যাহত অগ্রযাত্রার যুগেও এমনকি সিনেমা হলে বসে সিনেমা দেখার আবেদন ফুরিয়ে যায়নি। যদিও বাংলাদেশেও সিনেমা হলগুলো শপিং মল বা আবাসস্থলে পরিণত হচ্ছে, তথাপি সিনেমা বানানোর চাহিদা সম্ভবত কখনও কমবেনা। সিনেমা দেখার উপায় বদলালেও এই শিল্পমাধ্যমটি আরও বহু বহু দিন তার জয়যাত্রা অব্যাহত রাখবে। আমরা সেই মূক ও মুখোশের যুগ থেকে বাংলা সিনেমার বাংলাদেশী বিকাশ বেশ অব্যাহতভাবেই দেখে আসছিলাম। তবে পাইরেসির জন্য এই শিল্পটি এখন বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

চলচ্চিত্রেরই নতুন সংস্করণ ভিডিও প্রথমে তাকে এনালগ যন্ত্র বা টেপে ও পরে ডিজিটাল মিডিয়া সিডি-ডিভিডিতে রূপান্তর করেছে। এটি এখন এমনকি ইন্টারনেটেরও উপাত্ত। ইউটিউব নামক এক অভাবনীয় প্রকাশ মাধ্যম এখন সারা দুনিয়ার চলচ্চিত্রকে এক বোতামের নিচে নিয়ে এসেছে। সিনেমার আধুনিকতম রূপ, ধারাবাহিক টিভি নাটক, নাটক, প্রামাণ্য চিত্র, প্রশিক্ষণ উপকরণ আমাদের এখনকার দিনের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। আমরা বাংলাদেশেও এর প্রবল বিস্তার দেখতে পাই। টিভি বা ডিজিটাল যন্ত্র সেই সিনেমাকেই বহনযোগ্য, চলমান ও পকেটের বিষয়ে পরিণত করেছে। ফলে চলচ্চিত্রকে একুশ শতকের বিনোদনের হৃদস্পন্দন হিসেবে ভাবতে অসুবিধা নেই। বাংলাদেশের বিদ্যমান অবস্থার আলোকেও এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে বাংলাদেশে সিনেমার মেধাসম্পদ সুরক্ষা করা একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। সেজন্যই আমাদের বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার প্রতিপাদ্যকে দেশীয় প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখেই আলোচনা করতে হবে।

---

[১] তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, কলামিস্ট, দেশের প্রথম ডিজিটাল নিউজ সার্ভিস আবাস-এর চেয়ারম্যান- সাংবাদিক, বিজয় কীবোর্ড ও সফটওয়্যার এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর প্রণেতা ; ই-মেইল : mustafajabbar@gmail.com, ওয়েবপেজ: www.bijoyekushe.net; www.bijoydigital.com

১৮৯০ সালের দিকে শুরু হওয়া বিশ্ববাসীর দৈনন্দিন জীবনের অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র অনুসঙ্গটি নির্বাক অবস্থাতেই যাত্রা শুরু করে। ১৮৯৫ সালে লন্ডনে লুমিয়ের সিনেমা দেখানোর পর সেটি ইউরোপে ব্যাপক আলোড়ন তুলে। পরের শতকে ১৯২৭ সালে চলচ্চিত্রে সাউন্ড বা শব্দ যুক্ত হয় এবং এই সৃজনশীল মাধ্যমটির সোয়া শতকের অভিযাত্রায় এটি আমাদের নিত্যসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষে এই শিল্পটি ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। হিন্দী সিনেমা জগতকে ইংরেজি ছবির জগতের চাইতে ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই। হলিউড হোক, বলিউড হোক, টালিউড হোক বা হোক ঢালিউড! সিনেমা আমাদের অঞ্চলের সাধারণ মানুষের স্বপ্ন-কল্পনা-বিনোদন ও উদ্দীপনার বিষয় হয়ে আছে। বাংলাদেশে আমরা মুখ ও মুখোশের সময়কাল থেকে এখন পর্যন্ত সিনেমার যে সম্রাজ্য গড়ে তুলেছি তা কেবল একটি স্বীকৃত শিল্প নয় বরং এটি এখনও আমাদের সংস্কৃতি জগতের আত্মা হিসেবে কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশে মেধাসম্পদ বা সৃজনশীলতার মর্যাদা তেমন নেই। বাস্তবে সৃজনশীল কাজকে এখানে তেমনভাবে সুরক্ষা প্রদান করা হয়না এবং সৃজনশীল কাজ সৃষ্টিতেও তেমন প্রণোদনা নেই। বরং বিষয়টি বিপরীত দিকেই ধাবিত হচ্ছে। এদেশে মেধাসম্পদের যেসব খাত আছে তার সবকটাতেই নাজুক পরিস্থিতি বিরাজ করে। বস্তুত দেশটিকে মেধাসম্পদ চুরি বা মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনের স্বর্গরাজ্য বললে ভুল বলা হবেনা। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এখানে বই ফটোকপি হওয়া থেকে নকল বই প্রকাশ করাটাও এখানে খুব সহজ ও স্বাভাবিক কাজ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নাকের ডগায় নকল বই বিক্রি হয় কিন্তু ব্যবস্থা নেবার কেউ নেই। গান বা চলচ্চিত্রের একটি কপি কোনভাবে প্রকাশিত হয়ে যাবার পর সেটির নকল রাস্তাঘাট থেকে বাণিজ্য বিতান পর্যন্ত অবাধে বিক্রি হয়। পেন ড্রাইভ, সিডি-ডিভিডিতো আছেই মোবাইলের রিং টোন হিসেবে মাল্টি ন্যাশনাল বহুজাতিক কোম্পানীগুলো মেধাসম্পদ লঙ্ঘন করলেও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়না। এদেশে সফটওয়্যারের কোন মেধাস্বত্ব কাজই করেনা। বরং অরিজিনাল সফটওয়্যার ব্যবহার করাকে বোকামি মনে করা হয়। দেশে সফটওয়্যার শিল্পের বিকাশ না হবার পেছনে একটি অন্যতম দুর্বলতা হচ্ছে মেধাস্বত্বের সংরক্ষণ করার বিষয়ে সচেতনতা না থাকা। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে টের পাই সফটওয়্যার পাইরেসি কি ভয়ংকরভাবে নতুন উদ্যোগ বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাকে আঘাত করতে পারে। এখানে এমনকি মেধাস্বত্ব অধিকার করাটাই অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। বারবার দেখেছি যে এখানে চোরের মায়েরই বড় গলা। শিল্প বিষয়ক মেধাসম্পদের অবস্থাও এখানে নাজুক। এদেশে প্যাটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক বিষয়ে খুব স্বল্প সচেতনতা বিরাজ করে। নকল পণ্য দিয়ে গড়ে ওঠে দেশের বাজার।

কৃষিভিত্তিক একটি দেশে মেধাসম্পদ নিয়ে সচেতনতা গড়ে ওঠার বিষয়টি বিলম্বিত হওয়া স্বাভাবিক। কারণ মেধাসম্পদের ধারনাটি কৃষিযুগের পরে শিল্পযুগের প্রসারের পর থেকেই বিকশিত হতে থাকে। কৃষিযুগে মানুষ তার সৃজনশীলতার সাথে আবহাওয়া ও প্রকৃতিকেই অনেক বেশি যুক্ত রেখেছে। নিজের সৃষ্টির সুযোগটা তার তখন প্রায় ছিলোইনা। আদি যুগে মানুষের পাথরের বা ধাতুর তৈরি হাতিয়ারগুলো মূলত আত্মরক্ষা ও খাদ্য আহরণেই কাজে লাগতো। কৃষিযুগে সেই হাতিয়ারগুলো বদলালেও আধুনিক মানুষের সৃজনশীলতার সাথে তার শিল্পযুগোত্তর ভাবনা, জীবনধারা ও হাতিয়ারগুলোর সম্পর্ক রয়েছে। আমরা শিল্প যুগটাকে মিস করেছি বলে মেধাসম্পদের সেই গুরুত্বটা আমাদের সমাজে বিকশিত হয়নি। তবে ইংরেজ শাসনামলে আমরা ইউরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের যেসব প্রভাবে প্রভাবিত হই তার মাঝে শিক্ষাকে সবার ওপরে রাখতে হবে। শিক্ষার মতোই আরও অনেক বিষয় যেমন মেধাসম্পদ বিদেশীরা তাদের স্বার্থেই রক্ষা করার জন্য আইনী কাঠামো গড়ে তুলে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এখন পর্যন্ত আমরা ইংরেজ আমলের সেইসব আইনী কাঠামোগুলোকে হালনাগাদ করতে পারিনি। আমরা কপিরাইট আইন ও ট্রেড মার্ক আইন নতুনভাবে তৈরি করতে পারলেও প্যাটেন্ট ডিজাইন আইন আমরা এখনও নবায়ন করতে পারিনি। যদিও আমরা জিওগ্রাফিক্যাল ইনডিকেশন আইন তৈরি করতে পেরেছি তবুও কপিরাইট আইনে লোক শিল্প বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি।

আমি নিজে মনে করি মেধাসম্পদ কার কোথায় কিভাবে বিরাজ করে সেটি নিয়েও আমরা সচেতন নই। যেমন ধরা যাক চলচ্চিত্রের কথাই। এতে চিত্রনাট্য থাকে, থাকে সিনেমাটোগ্রাফি, তাকে শিল্প নির্দেশনা, থাকে পোশাকের ডিজাইন, অভিনয় ও প্রয়োজনা। আমরা কি জানি এতো সব বিষয়ের মাঝে কোন শিল্পের মেধাস্বত্ব কার? এমন জটিল আরও বিষয় রয়েছে। আমরা এখনও বিতর্ক করি মিউজিকের মেধাস্বত্বের কোন অংশটি কার বা কে কতোটা অংশ পায়। অন্যদিকে কোন মেধাসম্পদ যখন বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারিত বা প্রকাশিত হয় তখন তাতে কিভাবে মেধাস্বত্ব রক্ষা করা যায় সেইসব বিষয় নিয়েও আমাদের ধারনা স্পষ্ট নয়।

অন্যদিকে মেধাসম্পদের নিবন্ধন, বাস্তবায়ন, মেধা সম্পদ লংঘনের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের অক্ষমতা পীড়াদায়ক। এই ক্ষেত্রে আমাদের অবকাঠামোগত সক্ষমতা গড়ে তোলার বিষয়টি বস্তুত রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য হয়না। জনবল থেকে শুরু করে প্রযুক্তিগত সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতা আমাদেরকে হতাশ করতেই পারে। সবচেয়ে বড় হতাশার কারণ হতে পারে মেধাসম্পদ নিয়ে আমাদের সচেতনতার অভাব। সাধারণ জনগণতো বটেই, আমাদের শিল্পোদ্যা, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, সৃজনশীল কাজে লিপ্ত জনগোষ্ঠী এবং মেধাসম্পদ ব্যবহারকারীরা বস্তুত অদৃশ্য এই সম্পদকে সম্পদ হিসেবেই বিবেচনা করেন না।

আমরা অনুভব করতেই পারিনা যে, কোটি কোটি টাকায় তৈরি করা একটি চলচ্চিত্র যদি কেউ একজন সিনেমা হল থেকে কপি করে সিডি-ডিভিডিতে, পেন ড্রাইভে বা ইন্টারনেটে ফ্রি বিতরণ করে তবে প্রযোজকের কোটি টাকার বিনিয়োগ ওঠে আসবে কোন পথে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার ফলে একসময়ে পাইরেসি যতো কঠিন ছিলো এখন আর তেমনটি নেই। ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ফলে মেধাসম্পদ লঙ্ঘনের মতো ডিজিটাল অপরাধ করাটাও অনেক সহজ হয়ে পড়েছে। কিন্তু এ ধরনের অপরাধ মোকাবেলা করার মতো সক্ষমতা রাষ্ট্রযন্ত্রের এখনও হয়নি। তবে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো যে, মেধাসম্পদের গুরুত্বটি আমরা অনুধাবন করতেই পারছিনা। আমি মনে করি, আমাদের আর দেরি করার সময় নেই। পাইরেসির জন্য আমাদের পুস্তক প্রকাশনা, সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি, সঙ্গীত ও চলচ্চিত্রসহ সকল সৃজনশীল খাত চরমভাবে বিপন্ন। এজন্য আমাদেরকে মেধাসম্পদের সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিল্প বা বাণিজ্য বিষয়ক মেধাসম্পদের সুরক্ষা ছাড়া আমরা যে ডিজিটাল যুগে টিকতে পারবনা সেটিও আমাদেরকে বুঝতে হবে। আমরা যে ট্রিপস চুক্তি বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি মেনে চলতে বাধ্য সেই কথাটিও আমাদেরকে ভাবতে হবে। সবচেয়ে বড় কথাটি হলো, কেবলমাত্র বছরে একদিন একটি মেধাসম্পদ দিবস পালন করে আমরা বিদ্যমান অবস্থা বদলাতে পারবনা। আমাদেরকে বছরের ৩৬৫ দিনই মেধাসম্পদ সুরক্ষার লড়াই করতে হবে। কেবলমাত্র সরকারের দিকে তাকিয়েও আমরা আমাদের মেধার লালন করতে পারবনা, আমাদেরকেই নিজেদের কাজ নিজেদেরকে করতে হবে। আমাদেরকেই ভাঙতে হবে সৃজনশীলতার রুদ্ধদ্বার।

সৃজন কুশলতায় অনন্য মাধ্যম চলচ্চিত্র

শ্যামল দত্ত[১]

'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী,
আমি অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি'...

অপূর্ব সুর-মাধুর্য কেবল অবাক হয়েই শুনতে হয়। একইভাবে অসাধারণ কোনো চিত্রকলার সামনে এসে দর্শক যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেন। এভাবেই যুগ যুগ ধরে মহৎ শিল্পকর্ম মানুষকে মুগ্ধ করে। কখনও সেই শিল্পের সৌন্দর্য তার দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে আবার কখনও দর্শক মুগ্ধ হয় শ্রুতিতে। অর্থাৎ এমন কিছু দৃশ্য বা শব্দ তরঙ্গ তাকে মুগ্ধ করে, যা সত্যিই অকল্পনীয়। আসলে চলচ্চিত্র এমনই একটি শিল্প মাধ্যম, যেখানে রয়েছে দৃষ্টি আর শ্রুতির নিবিড় মেলবন্ধন। চলচ্চিত্রের সেই আদি যুগে, ফরাসি দেশে লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় (Auguste Marie, Louis Nicolas Lumiere) থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির খোলা দরজা পেরিয়েও চলচ্চিত্রশিল্প মানুষকে মুগ্ধ করে চলেছে। এখনও কোনো কালজয়ী সিনেমার কথা মনে করে দর্শক সেই সিনেমার বিশেষ কোনো দৃশ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এই যে মুগ্ধতা এবং নিজেকে হারিয়ে ফেলা– তা একমাত্র সৃজনশীল শিল্পের জন্যই সম্ভব।

চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে চলমান দৃশ্য দেখে মানুষ যেমন অবাক হয়েছে, তেমনি খুশিও হয়েছে। একটি অভাবনীয় কাণ্ড মানুষ তখন নিজের চোখের সামনে ঘটতে দেখেছে। এই দেখার মধ্যে কৌতূহলের পাশাপাশি বিস্ময়ও ছিলো। এরপর চলচ্চিত্রে এলো সবাক যুগ। পর্দায় চলমান মানুষের ছবিগুলো এবার সত্যি সত্যিই যেন কথা বলে উঠলো। এবং এর আরও পরে এলো রঙিন চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্র এসে মানুষের চৈতন্যের প্রায় সবটাই যেন দখল করে নেয়। কারণ চলচ্চিত্র এমনই সর্বগ্রাসী একটি মাধ্যম, যেখানে শিল্পকলার প্রতিটি শাখা উপস্থিত। কী নেই চলচ্চিত্রে? নাটক, চিত্রকলা, সঙ্গীত ইত্যাদির প্রভাব সত্ত্বেও চলচ্চিত্রশিল্প সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। সাহিত্যের সাথে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক অতি নিবিড়। কারণ বিশ্বব্যাপী অসংখ্য মহৎ সাহিত্যকর্ম সিনেমার রূপালি পর্দায় চিত্রায়িত হয়েছে। ইতালির বিশিষ্ট লেখক লুইগি বার্তোলিনি (Luigi Bartolini) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে রোম শহরে এক দরিদ্র পিতা ও তার পুত্রের চুরি হয়ে যাওয়া সাইকেল অনুসন্ধানের একটি মর্মস্পর্শী গল্প রচনা করেছিলেন। পরে সে দেশের অন্যতম চলচ্চিত্রকার ভিত্তোরিও দে সিকা (Vittorio De Sica) গল্পটি অবলম্বনে নির্মাণ করেন কালজয়ী 'দি বাইসাইকেল থিফ' (The Bicycle Thief)। যদিও ছবিটি ইতালির একজন সাহিত্যিকের গল্প অবলম্বনে নির্মিত, কিন্তু সেই চলচ্চিত্রের কৃতিত্ব অবশ্যই নির্মাতা ভিত্তোরিও দে সিকা-র।

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি চিরস্মরণীয় নাম। তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'পথের পাঁচালি' অবলম্বনে বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেন 'পথের পাঁচালি', 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার' নামে ত্রয়ী বা 'ট্রিলজি' চলচ্চিত্র। এককথায় এই ছবিগুলোও অসাধারণ। বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম নিঃসন্দেহে অমূল্য সম্পদ। তাঁর সাহিত্য অবলম্বনে নির্মিত সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলোও বাংলা চলচ্চিত্র ভাণ্ডারের অসাধারণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, প্রতিটি শিল্প মাধ্যমের প্রকাশ ভঙ্গি আলাদা। সাহিত্যে 'পথের পাঁচালি'-তে যেভাবে গল্প বর্ণনা করা হয়েছে, চলচ্চিত্রে

[১]প্রাবন্ধিক নির্মাতা। E-mail: dutta209@gmail.com

সেভাবে বলা হয়নি। সেভাবে বলা যায়ও না। নমুনা হিসেবে একটি অংশ তুলে ধরা যেতে পারে। উপন্যাসে দৃশ্যটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

'দেশের স্টেশনে নামিয়া বৈকালের দিকে সে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। পথে বড় একটা কাহারও সহিত দেখা হইল না, দেখা হইলেও সে হনহন করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কাহারও দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বাড়ির দিকে চলিল। দরজায় ঢুকিতে ঢুকিতে আপনমনে বলিল– উঃ দ্যাখো কাণ্ডখানা, বাঁশঝাড়টা ঝুঁকে পড়েছে একেবারে পাঁচিলের উপর। ভুবনকাকা কাটাবেনও না–মুস্কিল হয়েছে আচ্ছা। –পরে সে বাড়ির উঠানে ঢুকিয়া অভ্যাসমত আগ্রহের সুরে ডাকিল, ওমা দুগ্‌গা–ও অপু–

তাহার গলার স্বর শুনিয়া সর্বজয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। হরিহর হাসিয়া বলিল– বাড়ির সব ভাল? এরা সব কোথায় গেল? বাড়ি নেই বুঝি?'...

উপন্যাসের এই অংশটুকু সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্যে সাজিয়েছিলেন এভাবে:

(১)

'মেঘলা দিন। হরিহরের ভিটার পিছনের বাঁশবন।

Long Top Shot: দূর থেকে দেখা যায় হরিহর আসছে।

হরিহর: অপু!

(২)

মেঘলা দিন। ইন্দিরের দাওয়া।

Close up: হরিহরের গলার স্বর শুনে সর্বজয়ার reaction –গালটা হাত থেকে সামান্য সরে গিয়ে শাঁখাটা আলগা হয়ে একটুখানি নিচের দিকে নেমে এল।

(৩)

মেঘলা দিন। হরিহরের ভিটার দক্ষিণের পাঁচিলের পাশে।

Med Shot: হরিহর এসে থমকে দাঁড়ায়। একটা আমডাল ভেঙে পাঁচিলের উপর পড়ে তার খানিকটা অংশ ভেঙে দিয়েছে।

হরিহর: (স্বগত) ইস্, আর ক'টা দিন সবুর সইল না?

হরিহর ডালটা ডিঙিয়ে এগিয়ে আসে–Camera সঙ্গে সঙ্গে Pan করে।

হরিহর এগিয়ে এসে বাড়ির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তার ভগ্ন কোঠার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর উঠোনের দরজার দিকে দ্রুবির গতির বাইরে চলে যায়। Camera আর Pan করে না–ভাঙা পাঁচিলের পিছনে ভাঙা গোয়ালে গরুটা জাবর কাটছে। তার পিছনে হরিহরের দাওয়া। [নেপথ্যে হরিহরের দরজা খুলে ঢোকার শব্দ]।

কিছুক্ষণ পরে হরিহরকে Long-এ দেখা গেল তার দাওয়ার সামনে পৌঁছেছে।

সে উদ্বিগ্নভাবে এদিক ওদিক চায়।

হরিহর: (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) দুর্গা।

সর্বজয়া হরিহরের পাশ দিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দাওয়ায় ওঠে।

হরিহর: ও:–তুমি আছ।

সর্বজয়া: এসো...

হরিহর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করে।

এই যে ভিন্ন দু-টি মাধ্যম– সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র, প্রকাশ ভঙ্গি আলাদা হলেও দু-টি মাধ্যম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। প্রকাশ রীতিতে কখনও একটি মাধ্যম অপরটিকে অতিক্রম করলেও করতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো একটি বিশেষ মাধ্যমকে ছোট করে দেখা বা ভাবার উপায় নেই। তবে এ কথা ঠিক যে, চলচ্চিত্রে সৃজনশীলতার বহুমাত্রিক সুযোগ রয়েছে, যা অন্য কোনো শিল্পের বেলায় সীমিত। এখানে একজন সৃজনশীল নির্মাতা ইচ্ছে করলেই তাঁর বহুমাত্রিক ভাবনার ডানা অনায়াসেই চলচ্চিত্রের পর্দায় মেলে ধরতে পারেন। অর্থাৎ নির্মাতার ভাবনা এবং কল্পনাতে সৃষ্টির অপূর্ব সুযোগ রয়েছে সিনেমায়।

সৃজনশীল চলচ্চিত্রকার নিজের মনের রঙেই তাঁর চারপাশের পরিবেশ এমন কী বিশ্ব জগতকেও রাঙিয়ে তুলতে পারেন। একজন কবির মতোই চলচ্চিত্র নির্মাতার অবাধ স্বাধীনতা। শব্দ আর বাক্য বিন্যাসের মধ্য দিয়ে কবি তাঁর ভাবনাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেন। ঠিক একইভাবে আলো আর শব্দের মাধ্যমে একজন কুশলী চলচ্চিত্রকার সিনেমার পর্দায় দৃশ্যকাব্য তৈরি করেন। কবিতা যেমন একান্তই কবির হৃদয় ও মননের প্রতিফলন, তেমনি 'Director's Media' নামে পরিচিত চলচ্চিত্রশিল্প অসংখ্য কলা-কুশলীর মিলিত প্রয়াস হলেও সেটির স্রষ্টা একান্তই নির্মাতার। উদ্ধৃতির জন্য আবারও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে হাত বাড়াতে হয়–

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে–
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'–
সুন্দর হল সে'।...

Wishing a grand success
of
World Intellectual Property Day, 2014

Advocates Intellectual Property Law Alliance

35/A, Purna Paltan Line
VIP Road, Dhaka 1000
Phone : 880-1199-864967
E-mail: iplaw@bangla.net
Web: www.biplobd.com

দেশের উন্নয়নে ট্রেডমার্কের ভূমিকা

সেলিম আহমেদ চৌধুরী[১]

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে কম বেশী কলকারখানা রয়েছে যা মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করে থাকে। পণ্যদ্রব্য যখন প্রতিযোগিতার উপযোগিতা সৃষ্টি করে তখন পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও Technology রপ্ত করা সর্বদা একটি চ্যালেঞ্জের কাজ এবং একই সাথে সময় সাপেক্ষের বিষয়ও বটে। শিল্প প্রতিষ্ঠান ও Technology-এর সাথে ব্যবসা ও ধনী হওয়ার সম্পর্ক জড়িত। আবার সম্পূর্ণ Technology Transfer সহজ বিষয় নয়। অতীতে Technology গোপন করে কোন প্রতিষ্ঠান ব্যবসা করত। বর্তমানে মেধাসম্পদ সুরক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি তার Technology সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুরক্ষা করে একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারে। এভাবে মেধাসম্পদ Commercialization এর মাধ্যমে তা দেশের উন্নতিতে অনেক অবদান রাখতে পারে।

যখন কোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কোন দ্রব্য তৈরী করে তখন তা সনাক্তকরণের জন্য পণ্যের গায়ে একটি শব্দ, শব্দসমূহ, ডিজাইন, লোগো ইত্যাদি আরোপিত করা হয়। ইহাই ট্রেডমার্ক নামে পরিচিত। যখন ক্রেতা কোন দ্রব্য ক্রয় করেন তখন উক্ত দ্রব্যের ট্রেডমার্ক উল্লেখ করে বিক্রেতার নিকট হতে তা ক্রয় করেন। সুতরাং দ্রব্য সনাক্তকরণের জন্য ট্রেডমার্ক অথবা ডিজাইন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি পণ্য যখন ভাল, টেকসই, মানসম্পন্ন ও ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে তখন সে পণ্যটির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তখন উক্ত পণ্যের ট্রেডমার্কটি তার মেধাসম্পদ বা Intellectual Property হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। অর্থাৎ পণ্যের মূল্য ছাড়াও ট্রেডমার্কটির একটি আলাদা মূল্যের সৃষ্টি হয়। ইহাকে IP Value বলে। পণ্য যখন বাজারে প্রচুর পরিমানে বিক্রি হয় তখন এর থেকে সৃষ্ট লাভের ফলে যেমন প্রতিষ্ঠানটি লাভবান হতে পারে তেমনি সরকার ও দেশ উপকৃত হয়। এই লাভ ও উন্নতিকে ধরে রাখার লক্ষ্যে প্রতিটি রাষ্ট্রের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের প্রযুক্তি ও পণ্য পেটেন্ট, ডিজাইন বা ট্রেডমার্কের মাধ্যমে আইনগত সুরক্ষা পেতে পারে।

একটি দেশে একই পণ্য উৎপাদনকারী একাধিক কারখানা থাকতে পারে। কিন্তু ট্রেডমার্ক, ডিজাইন ও পেটেন্ট আইন এমন ভাবে প্রত্যেককে সুরক্ষা দেয় যাতে কারও সাথে কারও সংঘাত না বাধে। যাতে ক্রেতা সাধারন ক্ষতিগ্রস্থ না হোন বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরস্পর টিকে থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ জাপানের কয়েকটি টেলিভিশন নির্মাণকারী কোম্পানীর নাম উল্লেখ করা যায়। তাদের ভিন্ন ভিন্ন ট্রেডমার্ক রয়েছে, যেমনঃ Sony, National, Panasonic, Toshiba। প্রতিটি টেলিভিশনের যেমন নিজস্ব গুনাগুন রয়েছে এবং তেমনি দেশে ও বিদেশে সেটি সুষ্ঠু ও সুনামের সাথে বাজারজাত হয়ে আসছে। ট্রেডমার্ক আইনের আওতায় কোম্পানীসমূহ দেশে এবং মেধাসম্পদ বিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় অন্যান্য দেশে মেধাসম্পদ সুরক্ষা করে ব্যবসা করে থাকে। ট্রেডমার্ক আইন বা অন্যান্য মেধাসম্পদ আইনের অবর্তমানে কোম্পানীসমূহ তাদের ট্রেডমার্ক বা অন্যান্য মেধাসম্পদ নিয়ে দেশে ও বিদেশে সংঘাতের মধ্যে পড়ত। ফলশ্রুতিতে তাদের ব্যবসা হুমকির সম্মুখীন হতো এমনকি কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

[১] পরীক্ষক (ট্রেডমার্ক ও আন্তর্জাতিক), DPDT. E-mail: selimexaminer@gmail.com

Intellectual Property and Economic Development in Bangladesh

Jamal Abdul Naser Chowdhury[1]

On April 11, 2012, the U.S. Commerce Department released a comprehensive report, entitled "Intellectual Property and the U.S. Economy: Industries in Focus," which found that intellectual property (IP)-intensive industries support at least 40 million jobs and contribute more than $5 trillion dollars to, or 34.8 percent of, U.S. Gross Domestic product (GDP).The report by the Economic & Statistics Administration(ESA) and the United states patent & Trademark office(USPTO) identifies 75 industries (from among 313, total) as IP-intensive. These IP-intensive industries support tens of millions of jobs and contribute several trillion dollars to America's GDP.

"Every job in some way, produces, supplies, consumes, or relies on innovation, creativity, and commercial distinctiveness," said Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and USPTO Director David Kappos."

Intellectual property in developing countries like Bangladesh can play a vital role in its economic growth through a great contribution in GDP.IPR protection could be used as a vehicle for economic development through trade. By appropriating rights, the country could use its competitive advantage of reverse-engineering, adding value through adaptation of existing technology goods (knowledge goods) accessed in formal and non-formal means.

The significance of intellectual property rights in economic activity differs across countries and depends (1) on the amount of resources countries devote to creating intellectual assets as well as (2) the amount of protected knowledge and information used in production and consumption. One useful indicator for the magnitude of resources devoted to the creation of new knowledge and information is a country's expenditure on Research and Development (R&D). In most developing countries the portion of GDP devoted to R&D is below 1 percent.

The second channel through which IPRs influence economic activity is in the use of proprietary knowledge and information—owned by both domestic and foreign residents—in production and consumption. For low-income countries, the share of agricultural output is higher and the share of services is much lower than in high-income countries. This would suggest that IPRs, as they relate to agricultural processes and products, are more important in developing countries than in developed countries. However, the critical question in this context is: What share of information and knowledge in a given sector and country is proprietary, and what share of knowledge that would contribute to the development of a given sector is protected by IPRs? There are no obvious answers to these questions.

For developing countries, the share of services in output is much smaller compared to developed countries and the relevance of copyright is usually limited to artistic and literary property. The

[1] *Joint Secretary, Govt. of Bangladesh. Now working in DPDT as Registrar, Ministry of Industries. E-mail: registrar@dpdt.gov.bd; registrardpdt@yahoo.com*

protection of digital content is still not a major issue in developing countries, where computer and network penetration is much lower compared to industrial countries.

IPRs protection has some interrelated economic effects which may be taken into consideration for the growth of developing countries. Some of these are:

Creation of Knowledge and Information

Intellectual creations have some characteristics of public goods. The blueprint for a new machine, the computer code for a software application, the script for a play, or a television broadcast can be simultaneously consumed by many economic agents at zero (or at a very low) marginal cost. In short, the cost of reproduction of intellectual creation is typically a fraction of the cost of production. Although pricing at marginal cost would maximize consumer welfare from a static perspective, it would curtail incentives for investing in the creation of new intellectual works or improving existing knowledge. By granting temporary exclusive rights, IPRs are intended to allow property-holders to price their products above marginal cost and to recoup the initial knowledge or information-generating investment.

Diffusion of Knowledge and Information Within and Between Economies

By granting exclusive rights, IPRs restrict in many ways the diffusion of knowledge and information. Patents, for example, prevent others (at least temporarily) from using proprietary knowledge. Monopolistic or oligopolistic behavior among intellectual property right holders (i.e., relatively smaller output and higher prices) can lead to less than (statically) optimal dissemination of new knowledge and information. As explained above, this should be considered as part of the trade-off related to IPRs protection: enhanced market power allows intellectual property owners to recover their initial information- and knowledge-generating investments. At the same time, IPRs can play a positive role in diffusion. Patents are granted in exchange for the disclosure of inventions. In exchange for temporary exclusive rights, inventors have an incentive to disclose knowledge to the public that might otherwise remain secret. Although other agents may not directly copy the original claim until the patent expires, they can use the information in the patent to further develop innovations and to apply for patents on their own. Moreover, an IPRs title defines a legal tool on which the trade and licensing of a technology can be based. Protection can facilitate technology disclosure in anticipation of outsourcing, licensing, and joint venture arrangements. The IPRs system thus plays a role in the creation of markets for information and knowledge by providing buyers and sellers of technology with more information. Similar to rights on tangible property, IPRs can make markets for intangible property more efficient and reduce transaction costs. IPRs also influence the diffusion of knowledge between economies by influencing international transactions. Internationally, technology is diffused through various channels such as trade, foreign direct investment (FDI), international licensing agreements, and technical assistance. In fact, for most developing countries, access to technology occurs mainly through these channels of diffusion rather than via domestic innovation. To the extent that IPRs protection may increase the range of internationally traded goods and services, this may stimulate the development of technological capabilities in developing countries. A second channel of international knowledge diffusion is foreign direct investment. In joint venture agreements, for example, multinational companies externalize proprietary knowledge to their local partners. Even wholly owned subsidiaries hire and train local employees and transfer some of their knowledge through contractual relationships (suppliers, buyers) with local firms. If stronger IPRs induce more FDI, one could expect higher knowledge spillovers from foreign to local firms and workers.

Another element regarding the role of IPRs in the international diffusion of knowledge is the way in which protection affects the vertical integration of multinational firms. Without strong protection firms may be reluctant to invest abroad into stages of production that involve a significant transfer of proprietary knowledge which could easily leak to competitors.

Direct technology transfer through licensing agreements provides another channel for international knowledge diffusion. Firms may be reluctant to license their technology to unrelated firms in countries with weak IPRs protection.

Intellectual Properties and other areas of Public Policy

Intellectual property rights interact in complex ways with many other areas of public policy. Sometimes, complementary policies and regulations can increase the benefits or minimize adverse implications of a given IPRs regime. In other situations, IPRs pose conflicts with economic, social, and environmental regulations or multilateral agreements and appropriate mediation is necessary. The important policy fields in this regard: policies related to market structure; standards; and rights to biological resources and traditional knowledge.

Policies Related to Market Structure: Governments can use policies related to market structure to limit or further define the scope of exclusive rights conferred by an intellectual property title. Some such policies are:

Price Controls

One possibility for governments to reduce potentially adverse price movement related to IPRs induced market power is to explicitly control prices through reference prices or administrative price ceilings. Price controls are allowable under the TRIPS Agreement. . The Government has to control prices in such a way that it allows firms to generate "normal "profits to recoup R&D investments, while at the same time avoid extreme price hikes which would emerge in an unregulated environment.

Compulsory Licenses

Compulsory licenses are official permissions to use protected intellectual property without authorization of the right holder. Compulsory licenses are justified to protect public interest—such as the provision of social services (e.g., health and nutrition), national emergencies, anti-competitive practices, non-commercial use of intellectual property, exploitation of dependent patents, and technology transfer. Compulsory licenses are generally permissible under the TRIPS Agreement, although certain provisions in the Agreement limit their use.

Standards

Standards play an important role in ensuring product quality; in guarding the interest, health, and safety of consumers; in promoting competition and consumer choice; and in protecting the environment. They are either mandatorily set by governments (e.g., in the case of many health, safety and environmental standards) or standard setting organizations, by market forces (e.g., in the case of VHS video cassette recorders) or voluntarily by custom and consensus. To guarantee their widest possible dissemination, standards need to be widely accessible to interested parties on fair and reasonable terms.

Rights to Biological Resources and Traditional Knowledge

Driven by the advent of biotechnology tools and innovations, research-based corporations in developed countries' pharmaceutical and agricultural sectors have recognized the value of "generic" biodiversity and the indigenous knowledge of local communities regarding traditional plant and

medicines. In many cases, researchers from the developed world have invented novel, patentable products based on starting biological materials from the developing world. In principle, the IPRs system can play an important role in stimulating the development of new plant varieties and pharmaceutical products in this context—to the benefit of both developed and developing countries. Specifically, strong IPRs could foster local research or the formation of research joint-ventures with foreign companies, e.g. in the initial screening process of biological material and in the early research stages. However, there is concern that developing countries are not adequately compensated when foreign researchers develop products that are based on existing material or knowledge once taken out of the public domain of developing countries.

Reforming Intellectual Property Rights Regimes:

Challenges for Developing Countries

Developing countries under the TRIPS agreement are committed to bring reforms in their IPRs regimes. Many countries, however, have yet to comply with the provisions set forth in the Agreement. It is reasonable to expect that IPRs reforms will gain momentum after expiration of various transition periods. A number of countries will need to adopt comprehensive new legislative and judicial instruments and create new or renovate old institutions for the administration of IPRs, whereas others will only need to modify certain aspects of their legal, administrative, and judicial systems. Many developing countries will face significant financial and institutional challenges in implementing the required changes. Regarding reformation, it is important that IPRs reforms be geared toward maximizing the benefits from intellectual property protection rather than simply serving to avoid complaints under the WTO's dispute settlement system. Specifically, reforms should target local entrepreneurs and facilitate the dissemination of domestic and foreign knowledge. Second, in reforming their IPRs systems, governments in developing countries should match their roles to their capabilities. With a different structure of demand for IPRs protection and more limited government resources in developing countries, it would not be efficient to simply copy the institutions and procedures developed by industrial countries over several decades.

Administration of IPRs

The administration of IPRs relates mostly to industrial property rights and plant breeders 'rights. The tasks of industrial property offices typically fall into two categories: (1) the grant of industrial property rights involving the registration and examination of applications as well as the renewal of granted rights; and (2) the publication of industrial property rights or more generally, the information services provided to the public. In the area of patents, the most resource-intensive task is the examination process of patent applications. Patent examiners need to be up to date in the relevant fields of technology. They are likely to demand high salaries and require frequent training. For patent searches, examiners must have access to historical patent databases and libraries. There are substantial economies of scale in the examination of patent applications. Developing countries may not receive enough applications to justify a cadre of examiners covering every field of technology.

Enforcement of IPRs

IPRs laws and administration are only the necessary preconditions for the protection of intellectual property. Without proper mechanisms for enforcing these rights, protection can be significantly weakened. Intellectual property owners depend on their ability to request court action to stop others from unauthorized use of their assets. The TRIPS Agreement recognizes the importance of enforceability and incorporates basic measures designed to assure that legal remedies will be available to right holders to defend their rights. Moreover, the legal system should establish tools such as

preliminary injunctions or seizures to effectively stop infringements of IPRs. Enforcement of rights can be a resource-intensive activity.

New Technologies

The emergence of new technologies has led to the continuous adaptation of IPRs instruments over the last decade. Although new trends originate almost exclusively in the developed world, it is important for developing countries to participate in the ongoing international debate around IPRs and new technologies, and to take new technologies into account when reforming IPRs regimes. Many of these new technologies promise substantial social and economic benefits to developing countries in the form of new plant varieties suitable for tropical climates, new drugs against diseases prominent in the developing world, distance education via electronic networks, and so on. Again, in adapting IPRs instruments to new technologies, emphasis should be given on the wide dissemination of these new technologies and on facilitating entry of local entrepreneurs in markets for new technologies. Two areas of particular relevance to developing countries are biotechnology and the protection of digital information on the Internet.

Building Consensus for IPRs Reform

The political economy of IPRs protection is complex. Many developing countries do not like to adopt higher standards of protection come from developed worlds on the grounds that they would foster monopolistic behavior from multinational companies while promising few benefits to local entrepreneurs and consumers. Accordingly, one finds often a negative public attitude toward IPRs reform in the developing world. . A first step for a developing country reforming its IPRs regime should be to support initiatives that promote consensus. It is important to bring together all parties those will be affected —local "pirates," research based companies, universities, consumer groups, government agencies, industrial property offices,IPRs lawyers, and others—to discuss what IPRs "do" and "don't do," while attempting to evaluate the economic impact of IPRs reforms. Such an exercise can provide useful input for the formulation of new laws and help in identifying adversely affected groups and in the design of appropriate compensatory mechanisms.

Assistance from Developed Countries and Multilateral Institutions

The TRIPS Agreement obligates industrial countries to provide "technical and financial cooperation in favor of developing and least-developed country members." In general, assistance to developing countries can be divided into four main areas:

Supporting the IPRs reform process: *General support for the IPRs reform process* would involve facilitating consensus-building in individual developing countries. In this context, multilateral organizations could serve as an "honest broker" in bringing together different interest groups and educate policymakers and the public at large about the complex trade-offs surrounding IPRs protection and what TRIPS-related IPRs reforms will and will not do.

Implementing reforms and building institution: *In implementing reforms and building IPRs institutions*, bilateral and multilateral assistance could promote cost-saving measures for the administration of industrial property and plant breeders' rights. Such assistance could advance international cooperation, develop and implement an ICT strategy for national and regional IPRs offices, train staff of these offices (e.g., patent examiners), develop foreign language patent databases, and so on.

Enhancing the environment for IPRs: To maximize the benefits of IPRs reforms, assistance from developed countries or international organizations could support the *enhancement of the environment under which IPRs operate.* This refers specifically to policies and regulations directly related to IPRs—such

as competition related policies, standards, and rights to biological resources and indigenous knowledge. One particular activity could be the development of reference material and (electronic) databases for technology transfer and material transfer agreements. In addition, assistance could sensitize researchers and small and medium-sized firms in the developing world on emerging opportunities related to IPRs protection and develop the skills necessary to negotiate international licensing contracts and material transfer agreements. More generally, supporting developing countries' human resource bases and tertiary education and research institutions with the goal of enhancing R&D capability.

A final area of assistance relates to the *understanding of the social and economic effects of IPRs protection*. Bilateral and multilateral institutions could support more research on the role of IPRs in the economic development process. Such research should focus on specific types of intellectual property and should analyze the implications of IPRs under different circumstances. International organizations can play an important role in collecting more data and developing comprehensive databases on IPRs protection, and in monitoring reform of national IPR regimes.

Where Bangladesh Stands

The history of IP in Bangladesh dates back to early 20th century. But still it did not get momentum as the time demand. There are a lot of reasons behind it. Quantitative research shows that countries low level of development can neither afford research & Development or the technology nor do they have the ability to imitate, absorb, assimilate, replicate or do duplicative imitation of foreign inventions to meet consumption needs or fulfill economic goals. It also causes the increase the cost of technological acquisition.

But Bangladesh is now on the way of becoming a mid-income level country.IPR protection should be given more importance in this journey. By this time the present government has taken a number of steps towards the development of IP in Bangladesh. Trademarks Act-1940 has been replaced by Trademark Act-2009. New Patent Act & new industrial design acts are being prepared for replacing patent & Design act-1911. Geographical indication act has been put in place for the first time in 2013. Bangladesh could benefit from increasing demand and appropriate intellectual property rights (IPRs).

IPRs protection is to be given more importance by the policy makers in Bangladesh. They should identify the variables that determine the economic impact and benefit of the IPR regime in Bangladesh. It can enhance the TRIPS motivated reform by building national consensus. Assistance from industrialized countries and multilateral organizations help accelerating the process of implementation. A national IP Policy is required to be prepared including all these relevant things, which will take the country some steps ahead towards the target of its development.

- মেধাসম্পদ সৃষ্টি, সুরক্ষা ও তার সফল প্রয়োগ, জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গড়ার বিশেষ নিয়ামক।
- মেধাসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম হাতিয়ার।

The Geographical Indication of Goods (Registration & Protection) Act, 2013 And Its Implications

Md. Elias Bhulya[1]

At last, long awaited the Geographical Indication of Goods (Registration & Protection) Act, 2013 has been passed in the Bangladesh Parliament. The G.I system was first introduced in France in the early 20th century in the form of Appellation of Origin. Under the system the goods meeting the geographical origin and quality standards was recognized and endorsed with a government issued stamp which acted as official certification of the origins and standards of the goods to the consumers. The goods having geographical indications are generally traditional goods produced by the communities of a particular area over generations that have gained a reputation on the markets for their specific qualities. The recognition and protection on the markets of the names of these products allow the community of producers to invest in maintaining the specific qualities of the product on which the reputation is built. It may also allow them to invest together in promoting the reputation of the product. The Geographical Indications have so many impacts both on economic growth and development which may include- structuring of supply chain around a common product reputation, increased and stabilized prices for the GI goods, added value distributed through all levels of the supply chain, preservation of the natural resources on which the goods is based, preservation of traditions and traditional know-how, increased job opportunities and market opportunities, linkages to tourism resulting in country's image. In many countries the protection afforded to geographical indications by law is similar to the protection given to trademarks particularly certification marks. The G.I law restricts the use of the Geographical Indications for the purpose of identifying a particular type of product, unless the product and/ or its constituent materials and / or its production method originate from a particular area and / or meet certain standards or qualities. Sometimes these laws also require that the product must meet certain quality tests which will be carried out by an association that holds exclusive right to license or allow the use of the indication. Being not strictly a type of trademark a GI does not serve to exclusively identify a specific commercial enterprise, still there are some prohibitions against registration of a trademark which constitutes a geographical indication. In countries where GIs are not specifically recognized, regional trade bodies/ associations may implement them in terms of certification marks. When a G.I goods acquire a reputation of international magnitude, some other products may try to pass themselves off as the authentic GI products. This kind of activities is considered unjust and unfair, as it may dispirit traditional producers as well as mislead consumers.

Paris Convention & Lisbon Agreement: Different procedures and standards were used in the early age to register GIs. There were some procedures in the Paris Convention on trademarks which was adopted in 1883 to register GIs. The Lisbon Agreement for the protection of Appellations of Origin and their International Registration was adopted in 1958 and revised at Stockholm in 1967. It entered into force on the 25th September, 1966 and is administered by the International Bureau of the WIPO which keeps

[1] *Deputy Secretary, Govt. of Bangladesh. Now working in DPDT as Deputy Registrar (P & D).*
E-mail : eliasbhulya09@yahoo.com

the International Register of Appellation of Origin. The Lisbon Agreement is a special Agreement under Article 19 of the Paris Convention for the protection of Industrial Property. Any country party to the Paris Convention may accede to the Agreement. The Agreement is supplemented by Regulations and the latest version of these Regulations was adopted in September, 2011. The Lisbon Express database allows for a search on appellations of origin as registered under the Lisbon Agreement, the product to which they apply, their area of production, the holders of the right to use the appellation of origin; any refusals or invalidations notified by the member countries, etc. "Appellation of Origin" has been defined in Article 2(1) of the Lisbon Agreement as " the geographical denomination of a country, region or locality which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors". According to the definition, there should be three requirements for Appellation of Origin- 1st requirement is that the appellation of origin should be the geographical denomination of a country, region or locality meaning that the appellation is to consist of a denomination that identifies a geographical entity in the country of origin. 2nd requirement is that the appellation of origin must serve to designate (name) a product originating in the country, region or locality concerned which means that, in addition to identifying a place, the geographical denomination in question must be known as the designation of a product originating in that place-requirement of reputation. 3rd requirement concerns the quality or characteristics of the product to which the appellation of origin relates, which must be due exclusively or essentially to the geographical environment of the place where the product originates. The geographical environment means that there should be a qualitative connection between the product and the place in which the product originates.

Difference between Appellation of Origin and Geographical indication of Goods: Experts say that Appellation of Origin and Geographical indication of Goods are almost same having a little difference in manufacturing materials and registration system. In case of appellation of origin, the materials used in manufacturing the product must be from within the territory, region or locality and appellation of origin allows international registration but in case of geographical indications these requirements need not to be met.

TRIPS Agreement: Article 22 of the TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Agreement provides protection for the Geographical Indications. According to the TRIPS Agreement, the geographical indications are the indications which identify a goods as originating in the territory of a member or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the goods is essentially attributable to its geographical origin. Article 22 also says that in respect of geographical indications, members shall provide the legal means for the interested parties to prevent:

(a) the use of any means in the designation or presentation of a goods that indicates or suggests that the goods in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the goods;

(b) any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10 bis of the Paris Convention.

A member shall ex officio if its legislation so permits or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in the trademark for such goods in that member is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin.

The protection shall be applicable against a geographical indication which, although literally true as to

the territory, region or locality in which the goods originate, falsely represents to the public that the goods originate in another territory.

Article 23 of the TRIPS Agreement provides additional protection for Geographical Indications for Wines and Spirits. Many countries including some Muslim countries still have reservations for not going for additional protection for geographical indications for wines and spirits which Bangladesh also does have taking into account the existing rules and regulations.

The Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act, 2013: This Act has got a preamble, 10 chapters, 46 sections, 85 sub-sections, 2 provisos. In section 2 of chapter1 some legal and technical terms have been defined. The Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act is different from other IP laws as it deals exclusively with the community ownership of goods, not with the individual ownership. The main feature of the Act is that in the Act, there is nothing to be owner/proprietor. In place of owner/ proprietor, the term "Authorized User" has been used. Under the Act, only two things will be registered; one is G.I Goods and the other is Authorized User.

In section 2(9) of the Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act, G.I. Goods has been defined. This section says that geographical indication in relation to goods means an indication which identifies such goods as agricultural goods or natural goods or manufactured goods as originating or manufactured in the territory of a country or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or unique characteristic of such goods is essentially attributable to its geographical origin and in case where such goods are manufactured goods one of the activities of either the production or of processing or preparation of the goods concerned takes place in such territory, region or locality. *A question may arise as to if a country other than Bangladesh produces or manufactures Jamdani Saree which is having a different geographical indication or denomination or designation of the territory, region or locality of that country and if that country registers Jamdani Saree in different denomination or designation as its own G.I goods as having a long history and tradition of manufacturing and producing the same then what will be the fate of Dhakai Jamdani? The answer to this question lies in this section i.e section 2(9) of the Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act,2013 which clearly says that geographical indication in relation to goods means an indication which identifies such goods as agricultural goods or natural goods or manufactured goods as originating or manufactured in the territory of a country or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or unique characteristic of such goods is essentially attributable to its geographical origin. But if a country other than Bangladesh registers Dhakai Jamdani as its own G.I Goods, then this issue may be referred to the DSB of the WTO or to the TRIPS Council for settlement. Same is the case with the Coffee. Coffee is produced in different parts of the world, but Ethiopean Coffee so to say is world famous.*

The term "Authorized User" has been defined in section 2(1) of the Act. This section says that Authorized User means the authorized user of a geographical indication of goods registered under this Act and shall include any association or organization of persons or of producers or any institution or body carrying on their activity with respect to the goods in the geographical area specified in the register and whose name has been entered in the register as user of the geographical indication of goods.

Duration and renewal of registration of G.I. Goods and Authorized User: Section 16(1) of the Act says that the registration of G.I Goods shall remain valid until the registration is cancelled or is otherwise invalidated under this Act. Section 16(2) of the Act says that the registration of an authorized user shall be for a period of five years. This registration may be renewed for another term of three years subject to payment of prescribed fee.

Who to apply for registration of G.I Goods: Section 9 of the Act says that any association of producers of G.I goods or any organization, government body or authority established or registered under the law in force representing the interests of the producers of the G.I goods may apply in writing in the prescribed form and manner accompanied by the prescribed fees to the Registrar for the registration of the geographical indication of goods.

Who to apply for the registration of Authorized User: Section 10 of the Act says that, subject to the provisions of section 9, any person or class of persons claiming to be the producer/ producers, harvester / harvesters, manufacturer/ manufacturers, processor/ processors of the goods in respect of which a geographical indication has been registered under this Act may apply in the prescribed manner for registration as authorized user.

Special provisions for the Convention Countries: Section 20 of the Act provides for the special provisions for the convention countries which says that with a view to fulfillment of a treaty, convention or arrangement with a country or countries which is/are a member/members of the Paris Convention or of the World Intellectual Property Organization which affords/afford to the citizens of Bangladesh similar privileges as granted to its own citizens, the Government may, by notification in the Official Gazette, declare such country or countries to be a convention country or convention countries.

Chapter 9 of the Act elaborates infringement and other offences, penalties for offences and procedures for imposing penalty. First class Judicial Magistrate Courts and the District Courts have been given the authority to try the cases.

Tasks ahead: In order to implement the Act, the G.I Rules should be put in place as early as possible to start registration of G.I goods. The DPDT has submitted the draft G.I Rules in the Ministry of Industries which is being scrutinized. The 2nd task is that the government has to declare country or countries to be convention country or convention countries by notification in the Official Gazette as required under section 20 of the Act. The 3rd task is that the government has to notify the Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act, 2013 to the WTO. The Ministry of Commerce being the Focal Point can take action in this regard. The 4th task is to organize practical training on the running of G.I administration preferably in a country where G.I administration is running well.

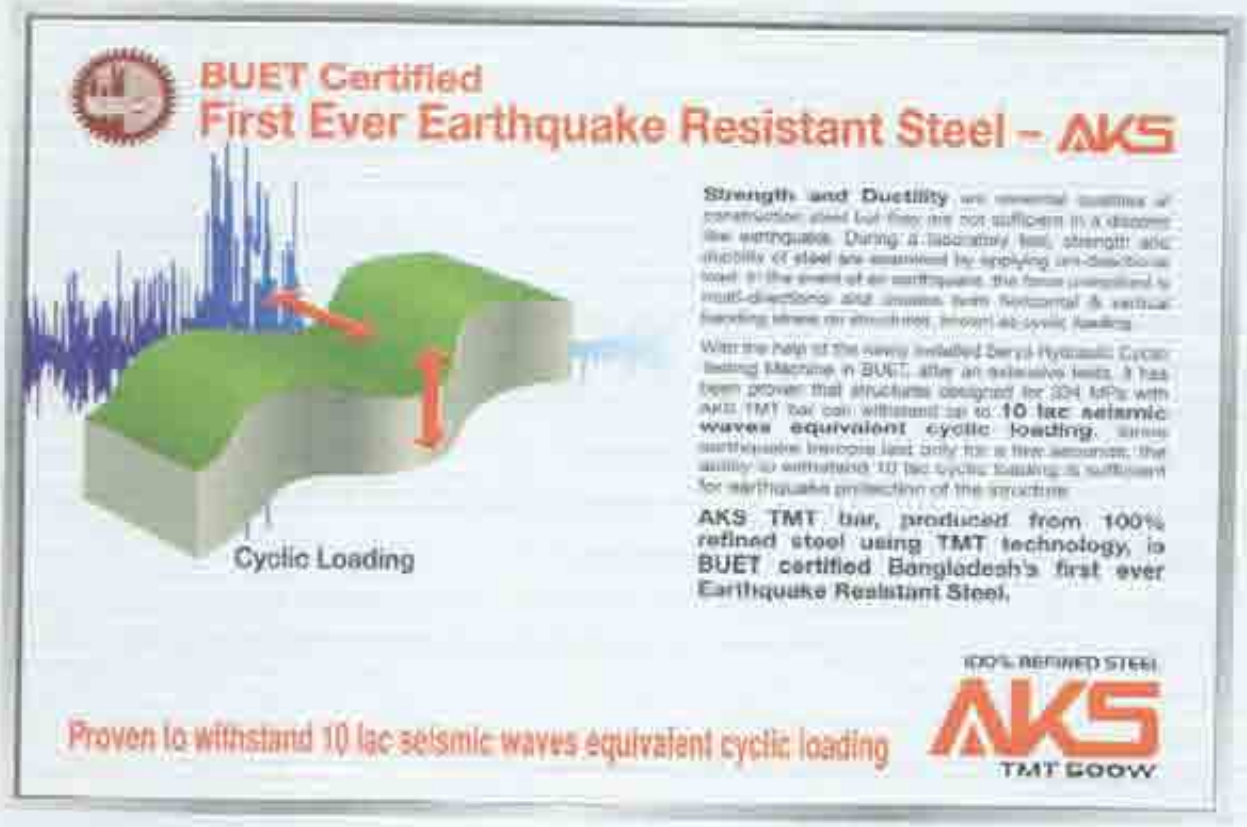

Intellectual Property Rights in Bangladesh: A perspective of 'The Bangladesh Pharmaceutical Industry'

Kaiser Kabir[1]

The Pharmaceutical Industry in Bangladesh has come of age. With a market size of US$1.3bn, the Industry meets almost 99% of the medicine requirement of the country at among the lowest prices in the world.

Innovations and development of indigenous technologies in the country have resulted in cost effective production methods thereby continually providing affordable products and services in Bangladesh.

Business processes have undergone metamorphic changes with a host of intermixed statutory platforms that include Intellectual Property Rights (IPR), Competition Law, Stricter Regulations, approaches to handling issues related to biodiversity, etc. The emergence of the World Trade Organisation (WTO)in 1994 with its several multilateral agreements such as Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Trade Related Investment Measures (TRIMS), Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT), Agreement on Rules of Origin, and many others has attempted to reduce the barriers to inter-nations trade related activities.

Bangladesh as a least developed country (LDC) and as a member of the WTO faces the special challenge and responsibility of meaningfully participating in the proceedings of the WTO, while ensuring that the interest of the country and other LDCs are not compromised.

The TRIPS Agreement covers all aspects of Intellectual Property Rights (IPR) which includes Patents, Trademarks, Copyright and Related Rights, Industrial Designs, Geographical Indications, Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits, Protection of Undisclosed Information, and Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences. All members of the WTO are expected to comply with its obligation of complying with the TRIPS Agreement within the time frame set at the WTO.

Further the preamble of the TRIPS Agreement includes:

"Recognizing the underlying public policy objectives of national systems for the protection of intellectual property, including developmental and technological objectives;

Recognizing also the special needs of the least-developed country Members in respect of maximum flexibility in the domestic implementation of laws and regulations in order to enable them to create a sound and viable technological base."

---

[1] CEO & Managing Director, Renata Ltd. E-mail: kaiser@renata-ltd.com

In this context it is also relevant to recall the Article 1 of the TRIPS Agreement which sets the tone of the Agreement by stating:

"Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice."

Bangladesh, as a member of the WTO, is obliged to take measures within the timeframe agreed at the WTO, to amend its existing IPR related laws / introduce new laws where necessary to meet its obligations utilising all the flexibilities in terms of time and provisions available within the TRIPS Agreement.

Bangladesh as a LDC has time upto January 1, 2016 (unless this time is extended at the WTO) to take measures to be in compliance with the TRIPS Agreement.

Inventions create new opportunities in the chemical and pharmaceutical industry and therefore R&D investments in these sectors of great importance. Patent protection of inventions is therefore a necessity to infuse continuous investments in the pharmaceutical and chemical sectors so that newer drugs and medicines are continually invented and made accessible at affordable prices to the society.

Article 28 of the TRIPS Agreement defines the rights of a patent holder:
"1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:

(a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes that product;

(b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process.

2. Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts."

The patent system grants to the patent holder a very strong monopoly by way of such "negative rights" which if used "monopolistically" by the patent holder can have serious damaging consequences to the society.

The new patent system in Bangladesh should not only avoid any "TRIPS-Plus" features but must have balancing measures by which:

- local institutions, commercial organisations and SMEs are incentivised to innovate and patent their inventions at affordable costs
- collaborative R&D and technology transfer work is facilitated between academic and commercial institutions in Bangladesh so that innovations from the R&D institutions find speedy movement to the markets with appropriate benefit sharing measures between the participants
- collaborative R&D / technology transfer work is facilitated between academic and commercial institutions in Bangladesh with foreign institutions and commercial organisations for local capability building

- inventions are put to very strict scrutiny for their patentability with defined exceptions to patentability and application of the highest benchmarks of novelty, inventive step and "industrial applicability" including compliance with elaborate enabling requirements in the disclosures of the patent specifications and declaration of all details of the foreign filings with their on-going proceedings in other patent offices in the world
- indiscriminate, unauthorised monopolistic use of traditional knowledge and local natural resources is prevented
- patents are not granted to inventions in which there is no value-addition to the existing traditional knowledge, thereby protecting the users and preservers of traditional knowledge and practices
- opportunity is given to the public and persons genuinely interested / connected to that sector to participate in the patenting process by way of speedy oppositions, revocation proceedings
- patented inventions can be used for experimental purposes, for collection of data for submission to regulatory authorities, teaching and specified non-commercial uses for the benefit of society, where such use is not considered as infringement of patent rights
- the patent holder necessarily making the fruits of his invention ["working of patents"] adequately available to the public at affordable prices
- the patent holder necessarily keeping the public informed of how the "working of patents" obligations are being met
- the Government can authorise use of the patented invention even without the consent of the patent holder in cases where the patent holder has failed to meet his obligations to making the fruits of his invention adequately available to the public at affordable prices
- the government retains the right to use patented inventions (even without the consent of the patent holder) in times of national emergencies
- the government can take steps to penalise the patent holder who is indulging in monopolistic / anti-competitive practices
- patent holders facilitate processes for transfer of technology and building of local skilled human resource and infrastructure
- the patent holder can exercise and enforce his patent rights through speedy legal proceedings and discourage unauthorised copying of his invention
- appropriate incentives are given to the parent holder for "working his patent" for the benefit of the society

It is imperative that the government initiates a public debate on approaches to drafting the new patent law in Bangladesh because of its long-term socio-economic consequences. The Bangladesh Pharmaceutical Association is committed to actively contributing to the creation of a modern, fair and dynamic patent system which will be beneficial to our country and society at large.

Intellectual Property Rights Regime & Human Capital:Bangladesh Context

T.I.M.Nurul Kabir[1]

A densely populated country,Bangladesh is rich in human resource along with agriculture and other natural resources.Despite widespread poverty and poor quality of public service delivery,Bangladesh,since the 1990s,ranks among top performing countries in context of improvement in the UNDP Human Development Index.It is among thefew developing countries that are on the target for achieving most of the Millennium Development Goals (MDG).While the country has one of the most liberal regimes forForeign Direct Investment(FDI) in South Asia, governance problems have so far curtailed its expected inflow.

Endowed withfertile alluvial soil,natural biodiversity, as well as unique historic experience in the recent past,the people of Bangladesh have uniquelyrichcultural trends & heritage that foster natural affinity to creativity, adaptability to new technologies & environment as well as a certain degree of innovativeness.As we celebrate World Intellectual Property Day 2014, it is worthwhile noting that an effective national Intellectual Property Rights (IPRs) regime is necessary to enhance andharness this natural cultural strength of the population foreconomic prosperity and social development.

Recent challenges such as technological evolution, knowledge-based economy and globalization,motivates many countries and organizations to seek new ways to maintain competitive advantage. Loosely speaking, "Human Capital" corresponds to any stock ofknowledge or characteristics whicha worker has (either innate or acquired) that contributes to his or her"productivity". Broadly, the concept of human capital is semantically the mixture of human and capital.Besides the years of schooling, a variety of other characteristics like indigenous knowledge and traditional cultural aptitudeare practically important factors of human capital investments.Through investment of human capital an individual's acquired skills and knowledge aretransformedinto certain goods and/or services.

Outputs of intellectual activities in scientific, industrial, literary and artistic fields have certain economic value and as such are termed as intangible assets. Like other tangible assets, creators of intellectual property have moral and economic right over their creations.Countries have laws to protect intellectual property (IP),aiming at safeguarding creators and otherproducers of intellectual goods and services by granting them certain time-limited rights to controlthe use made of those productions.Other aim of IP protection is to promote creativity, dissemination and application of its results as well as to encourage fair trading which would contribute toeconomic and social development.

The question of how Intellectual Property Rights (IPRS) affect the processes of economic development and growth is complex and based on multiple variables.Over the course of history, different legal instruments for protecting intellectual property have emerged. These instruments differ in their subject

[1] *IPR, Telecom & ICT Specialist, Executive Council Member, IIMB; Former Sr. Vice President, DCCI; Secretary General, AMTOB, E-mail: timnurulkabir@hotmail.com*

matter, extent of protection, and field ofapplication, reflecting each society's objective to balance the interests of creators and consumers fordifferent types of intellectual works.

As the global protection regime strengthens through implementation of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), concluded under auspices of the World Trade Organization (WTO), evidence is emerging that stronger and more certain IPRS, if structured in a manner that promotes effective and dynamic competition, could increase economic growth and foster beneficial technical change, thereby improving development prospects.Indeed, the system of IPRS itself may be structured in particular ways to favor dynamic competition within a system of rights and obligations.

National regimes of Intellectual Property protection strongly depend on the level of economic development. Least-developed countries devote virtually no resources to innovation and have little intellectual property to protect. As incomes and technical capabilities grow to intermediate levels, some adaptive innovation emerges but competition flows primarily from imitation. Thusmajority of economic and political interests at this stage prefer weak protection. As economies mature to higher levels of technological capacity and demands shift toward higher-quality products, domestic firms come to favor protective IPRS.Indeed, governments strengthen their IPRS systems as their economies become wealthier and attain a deeper basis of technological sophistication.

The concept of rewarding innovators or creators for their ideas can be traced back to fourth century B.C. in the debate betweenAristotle and Hippodamus of Miletus. By first century A.D. individuals in various civilizations recognized the importance of protecting human thought, or intellectual property (as distinct from divine inspiration, which could not be owned). Systematic protection of intellectual property by governments, however, is usually traced back to Renaissance Italy. Beginning in the 13th century, a few patents were granted for various aspects of glass making. By the 15th century patents began appearing regularly for rewarding strangers who brought new knowledge to Venice and for protecting local craft guilds. As suchpatent was initially used as an instrument of technology transfer. Patent regime as a lever to innovation began to take center stage gradually in England and the United States in the 18th century.

Similarly, copyright law initially had more to do with the regulation of the business of printing and publishing rather than with encouraging intellectual creativity. In the 16th century Venice introduced the first general copyright law in which authorization to print was conditional on permission provided by the author or immediate heirs. Around that time other countries also introduced copyright law and other regulations as a way to control the publishing industry. By 18th century, copyright law began to assume its modern format geared to curb piracy and to foster artistic and literary production.

Contemporaryconvention establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO), one of the specialized agencies of the United Nations (UN) system of organizations, was signed at Stockholm in 1967 and entered into force in 1970. Mission of WIPO is to promote through international cooperation the creation, dissemination, use and protection of works of the human mind for the economic, cultural and social progress of all mankind. Its effect is to contribute to a balance between the stimulation of creativity worldwide, by sufficiently protecting the moral and material interests of creators on the one hand, and providing access to the socio-economic and cultural benefits of such creativity worldwide on the other.

WIPO's cooperation for development program is closely interwoven with governmental andintergovernmental cooperation, including WIPO's agreement with the World Trade Organization(WTO), whereby WIPO assists developing countries in the implementation of WTO's

Agreement onTrade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). WIPO is increasingly involved in helping developing countries, whose creativity has yet to be adequately harnessed, to receive the full benefits of the creations of their citizens, as well as those of the outside world. WIPO's role is to also assist them in the preparation and enforcement of laws, in the establishment of sound institutions and administrative structures and in the training of appropriate personnel. WIPO has given particular attention to the Least Developed Countries(LDCs), and has also given similar assistance to countries whoseeconomies are in transition.

Developing countries tend to have IPRS systems that favor information diffusion through low-cost imitation of foreign products and technologies to stimulate economic development and growth. They hope to attract greater inflows of technology either by strengthening their IPRS regimes unilaterally, or through adherence to TRIPS.There are three interdependent channels through which technology is transferred across borders. These channels are 1) international trade in goods, 2) foreign direct investment (FDI) within multinational enterprises, and 3) contractual licensing of technologies and trademarks to unaffiliated firms, subsidiaries, and joint ventures.These processes are interdependent and it is suitableto adopt a comprehensive view of the incentives associated with IP protection.

IPRS has varying importance in different sectors with respect to encouraging FDI. Investors with products or technologies that are costly to imitate would pay little attention to local IPRS in their decision making. Firms with easily copied products and technologies, such as pharmaceuticals and software, would be quite concerned about the ability of the local IPRS system to deter imitation. Firms considering investing in a local R&D facility would pay particular attention to local patent and trade-secrets protection.Licensing to unrelated firms is seen as riskier across all countries in face of weak IPRS. This situation seems to hold also in the machinery industry. In other sectors, however, there is little difference in the willingness to transfer technology through various channels in face of weakness in IPRS regime.

In many cases, researchers from the developed world have invented novel, patentable products based on starting biological materials from the developing world. However, there is concern that developing countries are not adequately compensated when foreign researchers develop products that are based on existing material or knowledge, once taken out of the public domain of developing countries. The United Nations Convention on Biological Diversity, one of the outcomes of 1992 Rio Earth Summit, affirms a strong principle of national sovereignty over genetic resources and indigenous knowledge. The Convention gives nations the right to require foreign researchers to enter into material transfer agreement (MTA), under which any profits from the sale of materials based on domestic genetic resources are shared.In principle, the IPRs system can play an important role in stimulating the development of new plant varieties and pharmaceutical products in this context, to the benefit of both developed and developing countries.

For the protection of names and symbols which indicate a certain geographical origin of a given product, WIPO has chosen "geographical indication" as the term to describe the subject matter of a new treaty. The term is intended to be used in its widest possible meaning. It embraces all existing means of protection of such names and symbols, regardless of whether they indicate that the qualities of a given product are due to its geographical origin (such as appellations of origin), or they merely indicate the place of origin of a product (such as indications of source). This definition also covers symbols, because geographical indications are not only constituted by names, such as the name of a town, a region or a country ("direct geographical indications"), but may also consist of symbols. Such symbols may be capable of indicating the origin of goods without literally naming its place of origin.

The processes of globalization facilitated by rapid development in Information and Communication Technologies (ICT), has initiated unprecedented conditions for enhanced interaction between cultures across the world. At the same time,globalization also poses a challenge for cultural divesity, in terms of risks of imbalances between developed and developingnations.The General Conference of United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) at its 33rd session, held in Paris from 3 to 21 October 2005, declared that cultural activities, goods and services have both an economic and a cultural nature, because they convey identities, values and meanings.The Convention emphasizedthe vital role of cultural interaction and creativity.

To enhance the role played by those involved in the development of culture for the progress of society at large, UNESCOrecognizedthe importance of Intellectual Property Rightsfor thoseinvolved in cultural creativity.To reaffirm the importance of the link between culture and development for all countries, particularly for developing countries; and to support actions undertaken nationally and internationally to secure recognition of the true value of this link,the Convention has reaffirmed the sovereign rights of States to maintain, adopt and implement policies and measures that they deem appropriate for the protection and promotion of the diversity of cultural expressions on their territory.

Skills and capacities that reside in the people, and are thus put to productive use,can be a more important determinant of a country's long term economic success than virtually any other resource. This very resource is the Human Capital endowment of developing as well as developed nations, and so mustbe invested and leveraged efficiently in order for it to generate returns for the individuals involved, as well as the economy as a whole.Bangladesh being an emerging economy with large density of human resource and rich cultural heritage and indigenous knowledge, needs to vitalize its policies and governance to ensure an effective IPRs regime so thatits huge pool of workforce could be converted into productivehuman Capital, for social development and economic prosperity of the nation as a whole, as well as for contributingto the global economy at large.

References:

1. *Human Capital and its Measurement, OECD World Forum.*
2. *The Human Capital Report. World Economic Forum.*
3. *Bangladesh Development Update 2013, the World Bank.*
4. *Intellectual Property Rights and Economic Development, TechNet Working Paper.*
5. *Intellectual Property Rights and Economic Development, Keith E. Maskus, University of Colorado, Boulder.*
6. *Geographical Indications, an introduction, WIPO.*
7. *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression, Paris, 20 October 2005.*
8. *WIPO Intellectual Property Handbook.*

- প্রতারণামূলক মার্ক ব্যবহার দন্ডনীয় অপরাধ।
- মেধাসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম হাতিয়ার।

Extension of TRIPS obligation to Pharmaceuticals products: Bangladesh is not ready to take off

Mohammad Atiqur Rahaman[1]

Can we imagine a situation in that the police are taking action against some pharmaceuticals company of Bangladesh for producing life saving medicine like Intravas, Paracitamol or Oradexon? It can be mentioned that under the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), governments must apprehend and punish people who breach IP and copyright laws, but Bangladeshi law enforcing agencies still lacks the capacity to implement this. Without the extension, Bangladesh will immediately need to enact and/or amend their intellectual property laws to become TRIPS complaint and, therefore, would be under extreme pressure.

A large segment of the population of Bangladesh is not directly associated or aware of issues related to foreign trade. As such, it would not be prudent to expect them to understand an issue like TRIPS. Academic literatures, so far, have not covered the issue thoroughly. As a result, even for the educated a little scope is available to learn about TRIPS. The main objective of the TRIPS agreement is to protect the Intellectual Property Rights such as trade mark, copy rights, patent design without hampering the international trade.

What is TRIPS?

Intellectual Property Rights (IPR) can be defined as the rights given to people over the creations of their minds and render the creator an exclusive right over the use of his/her creations for a certain period of time. IP rights are divided into two main categories.

- Copyright and rights related to copyright: These types of right are granted to authors of literary and artistic works, and the rights of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations.
- Industrial property: This covers the protection of distinctive signs like trademarks, geographical indications (GI) design and the creation of technology.

TRIPS is an agreement administered by the World Trade Organization (WTO) that sets minimum standards for different forms of intellectual property (IP) to comply with certain timelines for all WTO member states. TRIPS contains requirements that nations' laws must meet for copyright such as rights for performers, broadcasters, producers, new plant varieties, and trademarks. As per the TRIPS Agreement, "intellectual property" can be referred as all categories of intellectual property like copyright and related rights, trademarks, geographical indications, industrial designs, patents, integrated circuit layout-designs and protection of undisclosed information. The TRIPS agreement obligates each WTO member state to provide stated levels of intellectual property protection.

TRIPS extension:

The LDCs were enjoying a transition period for getting waiver for patent rights for general products until July 1, 2013 as long as a country remains an LDC. The World Trade Organization (WTO) has extended the transition to facilitate trade of the (LDCs) except pharmaceuticals which will continue until July 1, 2021.

Bangladesh is a signatory of the TRIPS Agreement and as an LDC, it is exempted from implementing patent protection for pharmaceuticals patent by the Doha Declaration. Considering the paragraph 7 of the declaration (TRIPS Agreement and Public Health (WT/MIN(01)/DEC/2) under paragraph 1 of Article 66 of the TRIPS Agreement, LDC members will not be obliged, with respect to pharmaceutical products, to

[1] *Deputy Secretary, Govt Bangladesh now working as Deputy Director, WTO Cell, Ministry of Commerce. E-mail: rahaman6542@gmail.com*

implement or apply Sections 5 and 7 of Part II of the TRIPS Agreement or to enforce rights provided for under these sections until 1 January 2016.

Impact of TRIPS extension in Bangladesh

While the article 66.1 of the TRIPS Agreement allows LDCs to ask for an extension of the transitional period until 2021, LDCs have been exempted from the patent protection until 2016 for the pharmaceutical products. As the end of the extension period is drawing near, Bangladesh is in a crucial point to take initiatives on extending the extension of TRIPS obligation regarding pharmaceutical products. It is crucial that among the LDCs, Bangladesh is the most potential and competent country to produce and export pharmaceutical products. So Bangladesh has to take initiatives for the extension of waiver for patent rights for pharmaceutical products.

Pharmaceutical sector in Bangladesh: current scenario

Bangladesh, which was once a drug-importing country, became a drug-exporting country by the late 1980s. While the industry has been able to meet the bulk of domestic needs, it has not done well on the export front, despite being long held up as a major export prospect. Under the TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property rights) agreement, signed by all members of WTO in 1995, developing countries agreed to honor product patents for drug manufacturing after 2005. LDCs like Bangladesh were exempted from its obligations until 2016. This gave Bangladesh an edge over countries like India and Brazil between 2005-2015, wherein it could legally reverse-engineer patented pharmaceutical products and sell them in its domestic market as well as export to other countries (mostly LDCs) where the product patents were not recognized. However, exports have been low and stagnant, while countries like India have emerged as major players in the generics market. Necessary steps should be taken to address the TRIPs exemptions that are due to end sooner or later (by 2016, or later if extended for LDCs, or earlier, if Bangladesh graduates from LDC status).

Current Status Pharmaceutical Sector in Bangladesh

Bangladesh is almost self-sufficient in manufacturing pharmaceuticals. In 2011, 97% of the country's needs were met by domestic manufacturers (including locally based MNCs) and the rest was imported (Beximco Pharmaceuticals 2011). Bangladesh's pharmaceuticals mainly produce final formulation of branded generics2 from imported APIs. There is virtually no research and development (R&D) activity, and so capacity to reverse engineering patented drugs is very limited.

Bangladesh pharmaceutical production is very import-intensive as raw materials like API, packaging, and materials are imported from abroad. Around 50 percent of the total pharmaceutical import comes from China, 30 percent from India, and the rest from other countries (Dhaka Chamber of Commerce and Industry 2007). According to 2007 estimates, manufactures are producing about 450 generic drugs for 5,300 registered brands, which have 8,300 different forms of dosages and strength3 (UNCTAD 2011). About 85 percent of the drugs sold in Bangladesh are generics and 15 percent are patented drugs (BRAC EPL 2012).

Bangladesh's API capacity is insignificant. APIs are a significant part of the manufacturing cost of a drug. Approximately 80 percent of the APIs are imported4 and 75–80 percent of the imported APIs are generic (World Bank 2008). At present, there are 21 companies in Bangladesh manufacturing 41 APIs (IDLC 2011). However the manufacturers mainly run the final chemical synthesis stage with API intermediaries, instead of the complete chemical synthesis. According to the Directorate General of Drug Administration (DGDA), there are currently 267 pharmaceutical companies in Bangladesh. The top 10 firms (all of whom are locally owned) hold 67.6 percent of market share while the top MNCs hold only 9.1 percent of the total market (IDLC 2011). Bangladeshi pharmaceutical exports totaled US$48.3 million in FY 2011/12, only 0.2 percent of total export earnings.

Domestic manufacturers dominate the Bangladesh pharmaceutical industry with local companies enjoying a market share of around 80%, while the multinational companies are having a market share of 20%. The retail sales of pharmaceutical products crossed BDT Tk 106 billion (USD1.32 billion) marks in the year 2012. According to a report published by Intercontinental Marketing Services (IMS), the global intelligence agency for the pharmaceutical market, the local sales stood at BDT 10,610 crore in this period. This was equal to 14 per cent year-on-year growth. The annual drug sales in the country were BDT 84 billion in 2011, BDT 68 billion in 2010, BDT 54 billion in 2009 and BDT 47 billion in 2008, according to IMS. Although the overall sales recorded positive growth in 2012, the IMS report shows that the growth rate declined to 14 per cent in 2012 from 24 per cent in 2011.

TRIPS and Bangladesh Pharmaceuticals

The WTO's Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) requires all

signatories to legislate 20-year patent protection for pharmaceutical products into their domestic law. TRIPS is a framework for intellectual property protection with minimum agreed standards. While signatory countries must meet its requirements through legislation, TRIPS provides significant flexibility. Least developed countries (LDCs) including Bangladesh are not obligated to legislate patent rights for pharmaceutical products until 2016. LDCs were also not required to participate in the mailbox program or give exclusive marketing rights for any drugs during the period that patent protection is not provided. Therefore, until 2016, LDCs need not provide any patent protection, or they may choose to provide less patent protection than required by TRIPS (or more if they so desire). In fact, many LDCs have implemented full TRIPS patent protection or expanded TRIPS-plus patent protection in advance of the 2016 deadline. However, in June 2013, the TRIPS Council of WTO decided to allow LDCs to delay implementation of the TRIPS Agreement until 1 July 2021 except for pharmaceutical products. LDCs can assess their situation and may request an extension in 2016 with respect to pharmaceutical products.

Moreover, should public health issues arise, the WTO framework allows significant flexibility to all WTO members. WTO's declaration of 200115, while maintaining the importance of the TRIPS agreement, recognized the need for flexibility in in matters of public health, including the right of each WTO member to grant compulsory licenses. In terms of exports, however, TRIPS appears to be less and less relevant for Bangladesh now. Although TRIPS provides some limited export advantages to Bangladesh, these are offset by the pace and competitiveness of Indian and Chinese firms (World Bank 2008). In both countries, companies can produce drugs at highly competitive prices, even with higher costs associated with buying patented APIs or paying royalties. If Bangladesh wants to make any major inroads into the world market, and especially the big regulated markets, it will have to develop inherent competitive strength and not rely on the remaining transition window provided by TRIPS.

Bangladesh has a stronger pharmaceutical manufacturing base than almost all other LDCs, but this has not been associated with a strong export performance. The industry has matured in its own right. It has the ability to formulate generic medicine. Although the availability of less expensive, highly skilled labor like pharmacists and biologists is not a deciding factor, it is an added advantage. Labor costs in the industry are approximately 20–30 percent lower than India (World Bank 2008).

Since all the LDCs in the WTO have been exempted from Pharmaceutical Patent Protection until 2016, Bangladesh is allowed to export patented drugs to other LDC member countries. Local manufacturers are producing almost all drugs locally. The country also exports its drugs and medicines to 97 countries of the world. However, dearth of basic raw materials holds back the annual $700 million export potential of Bangladeshi medicines. Now 97% of domestic demand is met up by local production and only 3% is imported (Vaccine, Anticancer, insulin etc) from outside the Bangladesh.

The WTO's Agreement on TRIPS requires all signatories to legislate twenty-year patent protection for pharmaceutical products into their domestic law. Until 2016, TRIPS provides Bangladesh having domestic, patent-free production rights and limited exporting advantages imports approximately 80% of its APIs for domestic production, 20-25% of which are patented. These API costs will most likely rise as TRIPS phases in.

Bangladesh also enjoys some export advantages from TRIPS with regards to exporting pharmaceutical goods. Bangladesh can:

- export generic drugs to markets where the patent owner ha not filed for protection.
- Export to other LDCs or non-WTO members which have not implemented product patent protection, for example Myanmar.
- Bangladesh can also export to a country which has issued a compulsory drug license and awarded the production contract to Bangladesh.

What would happen if the TRIPS extension is not extended?

Though the agreements on TRIPS require signatories to implement patent protection for almost all products including pharmaceuticals, Bangladesh is enjoying the exemption from Pharmaceutical Patent Protection. The local medicine exporters are allowed to reverse engineer patented generic pharmaceutical products to sell locally and export to markets around the world until January 2016. Bangladesh is also exempted from implementing the patents and test data obligations with regard to pharmaceutical products. Bangladesh imports approximately 80% of its APIs for domestic production, 20% of which are patented. Though the LDCs were given exemption to implement TRIPS but like most of the LDCs, Bangladesh still lacks the capacity to implement TRIPS and it needs to strictly enforce IPR so as to address counterfeit which is not possible without technology to design this. TRIPS grants governments the right to issue a compulsory license for public health purposes, which occurs when a government overrides a patent and grants another entity the right to produce the patented product. It may do all of this without

paying royalties to the patent owner. The cost of importing APIs will most likely rise as TRIPS phases in.

In case the TRIPS agreement is not extended beyond 2015, the local manufacturer will face a number of constraints including:

- Import cost of patented APIs is likely to increase
- The cost of manufacturing patented drugs will also increase as the companies are likely to pay royalty to the original manufacturer
- Export of patented products will become costly.

The advantages that TRIPS provide for Bangladesh are somewhat offset by the pace and competitiveness of the Indian and Chinese generic markets. In both the countries, companies can produce drugs at highly competitive pricing, even with higher costs associated with buying patented APIs or paying royalties. Bangladesh will have to rely on the standard business practices of producing the highest quality product at the lowest price to compete on the international market which may be difficult to achieve in the near term.

Bangladesh has a competitive disadvantage (when compared to India and China), since the local pharmaceutical industry is not backward integrated. Most of the APIs have to be imported, and even if the APIs are manufactured in the country, the basic raw materials still have to be imported. As such construction of API Park is not likely to add too high a value in the pharmaceutical manufacturing value chain. This results into higher factor costs, especially in cases where the provider of the API is a competitor in selling the finished product. Building up backward integration for all relevant APIs is also not a realistic option because of scale disadvantages and infrastructure constraints. The reliance on importing API remains to be the only significant threat for the pharmaceutical industry in Bangladesh.

Moreover, a number of important drugs have already lost patent or are about to lose patent in the international market. If the exemption is not extended in 2016, it is not likely to have a devastating impact in the pharmaceutical market in Bangladesh. So, Bangladesh needs to extend the TRIPS extension up to 2021 on Pharmaceutical products.

The way forward

Bangladesh is the only country among the LDC group which has substantial drug manufacturing capacity. So, any extension of the waiver would only obviously benefit Bangladesh. Naturally, other members of the LDC group may not be much interested considering their non immediate gain. Again, if Bangladesh is seen much active at the forefront, other member state may consider it as an individualistic approach. Therefore, an initiative from the group might have been the best option. Even if the group does come up with active support in favor of the extension, the importance of the issue should be advanced forward by the global Civil Society and the NGOs from the perspective of the public health.

- Therefore, we need an orchestrated and properly sequenced campaign by the NGOs to highlight the public health concern and to mould the global public opinion for offsetting media weight exerted by the MNCs. Like previous campaign, the movement led by NGOs could play a very critical role. So, as a tactical move we should encourage the Civil Society and the global NGOs organizing campaign, keeping ourselves behind the scene.
- This out side moral/ethical pressure from NGOs would also relieve us from trade-off with the developed members. Otherwise, as a usual practices in WTO, the developed members may link this waiver with some areas of their trading interest and ask for a payment.
- All members are committed to implement the obligation under the agreement and can't ask a waiver outright in TRIPS as a tool for better market access. However, as an LDC Bangladesh has some in built flexibilities including on the ground of our capacity constraint and realizing the national objectives. So, whenever the issues of extension comes, strategically Bangladesh should advance it premising on the need of public health, limited or no manufacturing capacity, higher price of the medicine and transition to IP regime.
- We should be mindful of the fact that this exception is neither a SDT treatment nor a LDC specific systemic decision. Developing countries including LDCs here come as a matter of relevance and context. Significantly enough, Doha declaration is not time bound and the decision and relationship between IP and public health is recognized on specific premises with definite objectives, the force of the declaration would be a useful tool till the premises remain same or similar. Considering this Bangladesh should highlight and put emphasis only on underlying premises and context at the time of any submission. No doubt, the business would be the natural outcome.

Commercial Exploitation of Patents: Bangladesh Perspective:

K M H Shahidul Haque[1]

A patent is a legal document granting its holder the exclusive right to control the use of an invention as set forth in the patents claim within a limited area and time stopping others from, among other things, making using or selling the invention without authorization. A patent gives its owner the right to exclude others from making using, offering for sale or selling the invention or importing the patented into country where the patent has been granted. The patent right of the inventor lasts for 16 years in Bangladesh and 20 years in other countries. After expiry of patent period, it become open for all and the owners exclusive right on the patent does not exists.

Patents are significant assets. Probably can be one of the most costly single components of many products. The owner of a patent can enjoy monopoly over a product either by producing or by licensing his patent right to others.

The premise underlying IP throughout its history has been that the recognition and rewards associated with ownership of inventions and creative works stimulate further inventive and creative activity that in turn, stimulate economic growth. The continuum from problem drives for **knowledge → imagination → innovation → intellectual property →** the solution in the form of improved product and a new technology continues to be a powerful driver for economic development.

IP is now one of the most reliable or often the most valuable asset in commercial transactions. A report issued by PricewaterhouseCoopers in 1999 found that the global IP licensing market totaled more than US $ 100 billion and by now certainly it has been doubled.

Now I like to refer-2 case studies to reveal how patent system promotes technological change push up the business concerns to be economic giant of the world.

Case Study-1

TOYOTA:

In 1896, Sakichi Toyota obtained a patent for a version of power loom which resembled machines previously used in Europe. After thirteen years efforts, Sakichi succeeded in inventing an automatic loom and numbers of additional patents were obtained to complement and tine-tuning the invention. In 1924, Toyota Type G Automatic Loom reached the market and Kichiro Toyota, Sakichi's soon reached an agreement with Platt Brothers & Co. for its commercialization. Platt Brothers paid Toyota £ 100000 (equivalent to US $ 25 million) for the exclusive right to manufacture and sell automatic loom in any country other than Japan, China and USA. Toyota decided to use the £ 100000 as initial capital to set up an automobile company and funding the necessary R & D for automobile sector.. This is in short the past history of present Toyota, the world's largest automobile company.

[1] President , Bangladesh Indenting Agents Association. E-mail : saviourbd@gmail.com

Case Study-2

Azisthromycin:

Pliva, one of the most profitable companies in Croatia and one of the largest pharmaceutical companies in central Europe, is widely considered to be central Europe's first home grown multinational. Once struggling to stay alive, this company witnessed a dramatic turnaround in its fortunes following its discovery of Azisthromycin- today one of the world's best selling antibiotic. It was patented in 1980 by Pliva and the drug was subsequently licensed to Pfizer, which markets its as Zithromax™. Sales of Zithromax™ were US $ 1.5 billion in 2001. The phenomenal revenues derived from the licensing agreement have facilitated Pliva's rapid expansion across Crotia, Poland and Russia. Now the antibiotic Azisthromycin has captured the whole of the worlds market and by now as generic item it is produced in almost all the countries.

So many examples may be cited to show the benefits derived from commercial exploitation of Patents.

Bangladesh Perspective:

The number of patents granted by the department of Patent, Design & Trademarks in favour of the Bangladeshi nationals are not significant. Most of the patents granted are individual inventors who have initiated the invention at his own responsibility are financially insolvent and they do not know how to exploit their inventions commercially. It is unfortunate but fact that no institutional support is available for commercialization of their patents in Bangladesh.

It may be mentioned here that the total cost of a patent comes around Tk. 1,30,000/= which is too high for an individual patent holder to bear the cost of Patent until & unless it is commercially exploited. Moreover, most of the patent applications of Bangladeshi inventors are not drafted in the international standard. We have renowned lawyers but they do not prefer patent drafting as it takes much time and involve technical aspects. Besides, the individual inventor can not afford reasonable fee for patent drafting.

For maximum commercial exploitation of the patents, we can follow the model of other developing countries. For example, the National University of Singapore (NUS) plays an important role in coordinating patent granting and commercial exploitation. They identify the inventors, examine his invention and make necessary amendments/ correction and finally find out a potential manufactures for commercial exploitation. Under this system, the NUS executes a tripartite agreement between the inventors, manufacturer and the NUS with the provision of appropriate distribution of the income so generated from commercial exploitation. Under this process, the inventors get his due share of his invention and at the same time his invention contributes a lot in the economic development in the country.

In that case the Ministry of Industries of the Government of the People's Republic of Bangladesh can form a separate & independent Coordination Cell headed by the hon'ble Minister and comprising of the leaders of the Chambers and Associations & expertise from renowned Universities, whose responsibility will be mainly to explore potential inventors, provide necessary support to the inventors, ensure their interest, draft their patent application on the inventor's behalf, develop their invention with technical assistance, ensure international standard procedures, filing patent application to DPDT and render other related jobs with a view to creating an IP based economy of the country. The total procedures should be in digital form so that the inventors can get the service at the quickest possible time.

The Cell will also execute a tripartite agreement between the inventors, manufactures & concerned University to ensure commercial exploitation as soon as the patent is granted.

We strongly believe, once it is done, we will be able to witness a IP aware environment and a rapid change in the economic scenario of the country.

Courtesy: *WIPO Publication, DPDT*

Unlawful Copying: An Easy Solution of a Serious Concern

Sharifa Khan[1]

The widespread use of internet has opened up the opportunity of getting information within a click. It however also instincts the student and academia in copying works of others without recognition of the original contributions. It is often observed that even PhD thesis is fully copied and higher degree is obtained. This is not only violation of moral right, it ultimately results in growing unethical habit among the students and academia. Students and academia are losing their creativity. This phenomenon has become acute across the world including Bangladesh. The current article is therefore, intended to highlight this issue and provide a simple solution with an ultimate objective of protecting copyright and moral rights of authors in Bangladesh and develop an ethical practice in writing academic papers.

What is Copyright?

The copyright is the rights of the creators for artistic works in the field of book, music, paintings, sculptures, films and computer programs and electronics data-bases. Copyright is automatic and universal, thus applies all over the world. The authors enjoy both moral and economic rights. The economic right is limited by time, while the moral right goes for ever and allows the authors to claim authorship of the work (known as right of paternity). Moral rights prevent any distortion or modification of the work, or other derogatory action in relation to the work, (often termed as the right of integrity).

Copyright Protection in Bangladesh

Copyright in Bangladesh is protected by the Copyright Act, 2000. However, enforcement of copyright under the current administrative and judicial systems is still an enormous challenge, often appears to be a nightmare. The basic argument for poor enforcement is that the government has many other priority works that need urgent attention. Others opined that strict enforcement of copyright would increase the cost of foreign books and software which would hinder higher education and deter the objective of developing a digital Bangladesh.

In reality, unscrupulous businessmen are abusing the opportunity for commercial interests while our local authors, film producers, publishers, software developers, musicians and performers are suffering miserably and being deprived from getting returns of their heartfelt efforts and investment.

Unlawful Copying or Plagiarism

This article intends to raise one important aspect of unlawful copying which is generally known as plagiarism. Due to weak enforcement of copyright, devious students, academia and writers are taking advantages and copying indiscriminately without considering the ethical and legal aspects. The issue is so severe that it now appears normal. The ethical and moral values are completely ignored. Unless we look into this seriously, no one would be willing to nurture his intellectual skill and the country would be deprived in getting new ideas and intellectual creation.

Plagiarism: Basic Concept

Plagiarism is nothing but copying another author's language, thoughts, ideas, or expressions without

[1] [illegible] any way related to the views and opinions of the High Commission or the Government of Bangladesh. E-mail: [illegible]

citing the original author's name. The most common form of plagiarism involves appropriating a published article and modifying it slightly to avoid suspicion. Often, someone copies from many different sources and attempts to publicize it as his/her work. This is undoubtedly an intellectual crime, academic dishonesty and breach of journalistic ethics.

The concept of plagiarism in the field of academic world and journalism were observed over the centuries, but the development of the Internet makes the works much easier. Most of the articles are now available electronically which are convenient of copying. This has been expanding plagiarism at a much faster pace than happened ever before.

Copyright and Plagiarism

Plagiarism leads to an unfair competition or violates the moral rights of authors. It thus constitutes infringement of copyright. However, plagiarism is not the same as copyright infringement. While both terms may apply to a particular act, they are different concepts, and false claims of authorship may constitute plagiarism regardless of whether the material is protected by copyright.

Concerns of Plagiarism

Indiscriminate plagiarism among the students, teachers and researchers will gradually make the country meritless and discourage nurturing creative skills.

Plagiarism has already become a serious problem in Bangladesh. Students, consultants, journalists and even the teachers are frequently submitting their assignments simply by copying others' works. No disciplinary actions are taken against these fraudulence practices. This is inspiring others in doing the same practice. Teachers and institutions are often helpless despite knowing the offense, because they do not have the technique of proving the plagiarism.

Meritorious students, who put sincere efforts, are demoralized due to plagiarism by his co-students. They are often deprived in getting better scores while a student committing plagiarism is rewarded.

Consultants, academicians and students are often gaining commercially from plagiarism. They are frequently publishing and submitting articles, books and assignments only by copying from websites. Often these do not even fit within the context.

Preventing Plagiarism in Developed Countries

Plagiarism is treated as a serious crime in the developed academic world. These are subject to academic censure, that may even result in expulsion and termination of students and teachers by the internal disciplinary committee. In journalism, reporters committed plagiarism generally face disciplinary measures ranging from suspension to termination of employment.

Technique of Checking Plagiarism

A number of plagiarisms detecting software are available in the websites. After receiving the document electronically, the examiner or institutional authority may choose any of the 'plagiarism checker' software and check the document. The software will then provide the full report including the source links. Anyone having basic computer knowledge may visit http://www.plagscan.com/seesources/search.php and check this document. After opening up this web page, one may click 'check text', uploaded the file and finally click "Start Analysis", the system will instantly generate the result. He or she may find other better software in the internet.

Preventing Plagiarism in Bangladesh: A Simple Solution

Academic institutions and publishers can easily prevent plagiarism if they intend to do so. The appointment letter/admission or contract form must include a provision of preventing from plagiarism. If anyone is found guilty, he or she will be subject to academic or institutional disciplines. Thus the situation can be addressed within the existing institutional framework.

Conclusion

Bangladesh is progressing fast both economically and socially. The country need more intellectual to advance further. This is only possible through nurturing intellectual capacity. Moreover, we cannot afford continuing any unethical practice such as plagiarism in the academic world. We therefore, request all academic institutions and research organizations in establishing a culture of checking plagiarism and declare themselves as 'plagiarism free' institutions.

Commercial Implications of IP for ICT

Ferdaus Ara Begum[1]

ICT industry in Bangladesh at a glance: ICT industry in Bangladesh has crossed a long road over the last few decades. ICT has been matured by this time. The industry no more remains at the sideline. ICT joined the mainstream. Not only the industry is contributing significantly in the national income, but at the same time, Bangladesh ICT industry, is powered by a highly talented large pool of youth, now ready to offer itself as the next outsourcing destination.

The presence of a large number of young entrepreneurs is one of the distinctive features of this industry. In last decade many tech savvy young graduates, some of them returning from abroad after finishing education, have started their ICT ventures. Despite various local and global challenges, these young spirited entrepreneurs have done remarkably well in building sustainable business organizations through their hard work and passion. Surely, the enthusiasm and resilience of the young entrepreneurs are the main driving force of Bangladesh ICT industry.

But ICT entrepreneurs are unable to safeguard their interest, protect their creation, generate additional values from the present IP regime. Within the culture of entrepreneurial ecosystem IP is almost absent. Industrial Policy, Trade Policies along with the customs act which is under revision have given enough emphasis to protect borders from infringement of fake IP products but Implementation is not satisfactory. An efficient IP infrastructure needs instant and easily available services for the SMEs.

We do not have a comprehensive national IPR policy yet. Such a policy would facilitate coordinated activities related to innovations with appropriate IPR protection and aid in their effective commercial exploitation thereby contributing to its economic development. This would ensure enactment of appropriate TRIPS compliant IPR Laws in Bangladesh taking into consideration all the flexibilities within the TRIPS agreement available for LDCs. This scribe has tried to focus on ICT sector and how IP can push the sector to a certain stage through which the country can generate more business and claim ownership of an unique genuine resources of creativity.

Snapshot of the Industry: Size, Composition and Market: The total industry size is estimated to be around US$ 400 million excluding telecom in Bangladesh; the Software and IT enabled services (ITES) industries share 39 per cent of the market while the Hardware segment dominates the market with 61 per cent share.

According to BASIS survey, there are over 800 registered software and ICTES (ICT Enabled Service) companies in Bangladesh. There are another few hundred of unregistered small and home-based software and ICT ventures doing business for both local and international markets.

[1] *CEO, Business Initiative Leading Development. BUILD is a joint initiative of DCCI, MCCI and CCCI. E-mail: ceo@buildbd.org*

Approximately 70,000 professionals, majority ICT and other graduates, are employed in the industry. Though, compared to other traditional mainstream industry, the contribution for overall employment creation is not significantly high, but if considered in terms of creating high quality employment (average monthly compensation over Tk. 15,000 per month), software and ICT service industry is surely one of the top graduate employment sectors in the country.

IT and IT Enabling Services (ITES) have diversified portfolios that include contact centres for telemarketing, technical helpdesks, call centres, e-mail support; back office work such as accounting or invoice processing or search engine optimization; data conversion comprising of data entry, digitizing, CAD/CAM conversion or architectural design services; multimedia involving 2D and 3D work, animation and cartoons etc., Graphic Design Services (GDS), advertising and digital printing.

The 2008 ITES report of ITC estimates that after implementation of a new strategy, 100,000 new jobs would be created in 7 years of which 20,000 would be in Graphic Design Services.

Domestic Market: Private Sector Demand Still Propelling Growth: Local market still constitutes the major part of business of the software and ICT service industry. There has been a consistent growth (around 20-30%) in this market over last few years. The trend also shows that the market is maturing in terms of both client requirement and solution response from IT companies.

Although there is high level of interest for IT jobs in the public sector, market share is still dominated by private sector. From a survey carried out on 110 IT solution companies who are focused mainly in domestic market, it is found that a large part of them provide business application solutions including ERP, Accounting software, HR software, Sales Automation, Inventory Management system etc. to private sector business enterprises.

International Ground: More than 100 companies export their products to over 30 countries. The major export market is North America, but recently many IT companies started export to EU countries and East Asian countries, especially to Japan. At least 30 companies, among 100 companies that export their products, are established through joint-venture with an overseas company or as an offshore development center (ODC) by one-hundred-percent foreign capital.

Software Export Growth

Fiscal Year	Million/Dollar	Growth (%)
2011-12	56.57	4.54
2010-11	45.31	27.25
2009-10	35.36	7.44
2008-09	32.91	32.59
2007-08	24.82	-4.83
2006-07	26.08	-3.44
2005-06	27.01	136.1
2004-05	11.44	

Financing Problem for ICT: Rapid Technological development in recent times has put Bangladesh at the cross-road of a major economic and social transformation. The aggressive strategy and decisive action plans of the government for achieving the vision of Digital Bangladesh 2021 is opening up avenues for ranges of new and innovative citizen services for all sections of the people. But this cannot be utilized properly in such a potential investment due to shortage of financing which has become one of the major impediments for the growth of this sector.

As the ICT companies are technology based, the entrepreneurs need a large amount of capital for the

installation of the technological infrastructure for their companies. The main nature of technology is that it is changing continuously. So it has become a great challenge for ICT companies to be competitive and to cope-up with the changing environment without a continuous flow of investment, especially at their initial stage. Lack of credit mainly affects the entrepreneurs to bind them to adopt appropriate technology to run their businesses. As a result they are not able to cope with the challenges to stay in this competitive world.

ICT entrepreneurs mainly arrange their startup financing from banks under different stringent conditionality. Before 2001, the only source of credit for the entrepreneurs was family, friend, and other non-organizational sources. Banks were also a source of financing and still it is. Banks usually provide short-term financing. But the banks are unwilling to invest money in the ICT sector for the problem of collateral and high risk associated with it. In that case, banks charge higher interest rate and this may confine the growth of the ICT companies. The tenure of bank loan does not cope with the credit cycle of ICT business due to the delay in payments of their large buyers. This inadequacy of fund and fund facility by banks has appeared as an obstacle in the advancement of information and communication technology and their targeted growth rate.

Inception of EEF: In FY 2000-2001, the govt. of Bangladesh has introduced "Equity and Entrepreneurship Fund (EEF)", a collateral free equity financing to make availability of credit for the ICT and agro-based sector. From year to year fund grants, it is found that a large number of agro-based and food processing firms are getting funds rather than those of ICT firms.

To extend the area of ICT sector, to engage educated nation with the technology sector and to make Bangladesh participant of the flow of global information, the Government of Bangladesh imposed "EEF (ICT) Fund Consumption Policy" on January, 2009. Initially, only manufacturing of software and providing ITES service was included for EEF (ICT) support. In the EEF (ICT) policy of 2009 two more sectors have been included- Hardware Manufacturing and Establishment of Call Center.

EEF provides equity support to the ICT entrepreneurs and follows certain procedures respectively in providing their loan and equity support. All the EEF related rules, implementation and monitoring are done by EEF unit of Bangladesh Bank. From 2009, Investment Corporation of Bangladesh (ICB) works as a sub-agent of Bangladesh Bank for EEF.

Intellectual Property issues in EEF: In case of EEF, for 1022 projects of agro sector the amount of support granted is of BDT 1967.85 crore, whereas for 53 projects of ICT sector, the amount of support granted is of BDT 98.05 crore. This indicates that the minimal numbers of ICT projects are getting the fund in comparison to the agro sector. There were several loopholes affecting the EEF from creating the expected impact for the ICT entrepreneurs. One of the reasons is IP.

Refer to the provision 15.2 (ka)] of "EEF (ICT) Fund Consumption Policy" imposed on November 2012, which states that "the cost of intellectual property which can be included while the valuation of the a ICT project could not be more than 5% of the total project cost."IP could surely be a solution for ICT entrepreneurs instead of collateral. But with this statement ICT entrepreneurs were being discouraged to develop more IP assets.

ICT firms will now be able to list the valuation of their intellectual property at 10 percent instead of 5 percent allowed previously. BUILD came up with concrete recommendations to bridge the loopholes in the scheme of EEF for IP issue and Ministry of Finance has accepted this recommendation made by BUILD to improvise the financing issue for the ICT sector as per the order issued on 13 February, 2013. But there is no guidelines for IP valuation, financial institutions are not at all aware about these issues. Unless IP assets of a company have appropriate valuation, ICT entrepreneurs will not be able to exploit the benefits of these policies.

Implications of IP on the ICT Sector: Software is protected in Bangladesh under the Copyright Act (Amendment) 2005. The Law has provisions for financial penalties and imprisonment for violation of

copyright. Further, the ICT Act (Cyber Law) is in force. Enforcement of IP has not yet been tested. Entrepreneurs are not spontaneous in using the law to protect their resources. All concerned should work hard to bring confidence among private sector that the law is capable enough to protect their rights in practice and proficient to support them in generating more values in that respect.

Bangladesh is a signatory to the TRIPS Agreement and a member of WIPO. However it is not yet a member of PCT which is administered by WIPO. Bangladesh as a least developed country had an allowable transition period until 01 July 2013, extended up to 2021 under the TRIPS agreement recently. During this time, Bangladesh should develop required infrastructure so that we do not have to be an ever dependent country to outsource IP resources.

Among the ICT products soft wares are one of the insignificant part which are exported from Bangladesh. As has been mentioned above in order to IP asset of the ICT sector, to get copyright registration is voluntary, so entrepreneurs do not feel attractive to get their IP products registered with the law.

A copyright protection can save people for not allowing others to copy the softwares, lend the softwares to other people, rent or install it in the network etc. If someone breaks the copyright, they can be punished by fines or even by imprisonment. Because of frequent software piracy new creation is not coming up in a bigger way.

It is also true, there could be overlapping between copyright and patenting and trade secrets along with other IP instruments. A product at the same time might have its requirement for patent for technology to produce and operate, softwares, data etc. On the other hand, for protection of design a company may have registration under design Act, trade mark registration through Trade Mark law. In this situation people sometimes feel confused, but because of absence of required professionals and awareness about the benefits of IP SMEs are reluctant in safeguarding of their innovations.

Some entrepreneurs who have been successful in protecting their IP rights believe that if the Copyright Act, 2005 is implemented and enforced with earnestness, it would provide significant boost to the ICT sector. A time will come when Bangladeshi Companies without devising their own strategies to create their own copyrighted software will face serious competition.

Policy related issues is another paradox. There is a debate whether ICT will be termed as Goods or services. In the industrial policy ICT and ICT based services has been included in the Thrust sector. While some other IT based services such as; system analysis, design developing, system solutions, information service, call centre service, offshore development centre(ODC), business process outsourcing(BPO) etc are in the service sector. The industrial policy did not clarify the issue. The definitional issues should be clarified in order to exploit full benefits of IT and ICT sector and in bringing better coordination among implementing agencies.

Except observation of IP Day every year, we could hardly remember IP issues. In order educate people against the implications of use of pirated software is a pressing issue.

Bangladeshi firms are essentially offering IT services to clients abroad and are being deprived in case of claiming ownership of IP rights, if any, developed as part of the total work, because generally the IP rights is belong to the clients by virtue of the contracts. A Bangladeshi company for example supported a Danish company, Leads & Capevo, in the development of their "On-line Immigration system and on-line voting system" in Denmark. The contractor, Leads & Capevo became the owner of the copyright by virtue of the contract(ref: National Study on the Economic Impact of IPR on Selected Industry Sectors and the use of IPR by SMEs in Bangladesh).

Protection of IP issues should be a national priority. Financial institutions specially remain aloof from educating their clients and do not like to accept IP as a valuable asset. Values of IP asset should be reflected in the balance sheet and IP valuation guidelines could be included while evaluating and sanctioning a project. For the growing ICT sector IP asset could be an integral part to be nurtured efficiently.

Importance of Reverse Engineering:
An Urgance Need of Reverse Engineering Policy

M S Siddiqui[1]

Coping of products of competitors has a long history as an accepted practice. Japan gained western technology in the form of reverse engineering after Second World War and exported the products to Asian countries and developed the economy. They are rightly followed by Korea, Taiwan and China to offer products and equipment at a very low price and become economic powers. They were fortunate that the patent and copy right laws could not appliy beyond the borders. The world is almost single market due to Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) agreement under WTO framework and development of commutation network. All the World Trade Organization (WTO) members are pledge bound to TRIPS rules for IP rights.

The light engineering hub at Tipu Sultan Road, Dhaka and some other places like Bogra have excellence of technology to serve the nation. The number of workshops is about 50,000 and meeting 90% of the local demand for industrial, construction, automobile and other type of spare parts. They can make any mechanical part from sample at lowest possible price in the world. But they are violating IPR (patent, design, copy rights etc) of overseas manufacturers. The turnover of the cluster of this engineering workshop is about Tk 200 billion. A study predicted that it may increase by 10 times with some policy support.

There are two types of product development process or engineering: Forward Engineering (FE) and reverse Engineering (RE). Dictionary meaning of FE is the traditional process of moving from high-level abstractions and logical, implementation-independent designs to the physical implementation of a system. FE is development of any products with own drawing design or formulation.

RE is very common in such diverse fields as software engineering, entertainment, automotive, consumer products, microchips, chemicals, electronics, and mechanical designs. Parts, materials, technology and environmental factors constantly change and develop, and in order to remain competitive it is imperative that products, systems and processes are continually updated.

RE is the process of discovering the technological principles of a device, object or system through analysis of its structure, function and operation. It often involves taking something (e.g., a mechanical device, electronic component, biological, chemical or organic matter or software program) apart and analyzing its workings in detail to be used in maintenance, or to try to make a new device or program that does the same thing without using or simply duplicating (without understanding) the original. Wikipedia defined RE as "the process of discovering the technological principles of a mechanical application through analysis of its structure, function and operation. That involves sometimes taking something apart and analyzing its workings in detail, usually with the intention to construct a new

[1] *Legal Economist, E mail: shahi@banglachemical.com*

device or program that does the same thing without actually copying anything from the original." - Through reverse engineering, a researcher can gather the technical data necessary for the documentation of the operation of a technology or component of a system.

Reverse engineering is an appropriate way for different technocrats to obtain information about another firm's product. One of the important channels for access to already developed technology is reverse engineering. Reverse engineering is fundamentally directed to discovery and learning of a proven successful technology and model. This way has not required to actively participate in technology source.

It is a process of duplicating an existing component, subassembly, or product, without the aid of

drawings, documentation, or computer model is known as reverse engineering. Reverse engineering is the general process of analyzing a technology specifically to ascertain how it was designed or how it operates. It is often an effective way to learn how to build a technology or make improvements to it. The primary benefit of reverse engineering is new product development with available unrestricted technical data and transforming absolute products into useful ones by adopting them to new systems and platforms.

Experts have identified six reasons for engaging in reverse engineering: 1) learning, 2) changing or repairing a product, 3) providing a related service, 4) developing a compatible product, 5) creating a clone of the product, and 6) improving the product. Reverse engineering as a method is not confined to any particular purpose, but is often an important part of the scientific method and technological development. A chemical company may use reverse engineering of patent products of competitor's manufacturing process and develop identical products. In civil engineering, bridge and building designs are copied from past successes so there will be less chance of catastrophic failure. In software engineering, good source code is often a variation of other good source code.

RE starting with the known product and working backwards to divine the process which aided in its development or manufacture of a new products alike old one. It is considered a lawful way to acquire a trade secret, as long as "acquisition of the known product is by fair and honest means, such as purchase of the item on the open market." Protection is available only against a wrongful acquisition, use or disclosure of the trade secret," as when the use or disclosure is in breach of a understanding between the parties or when improper means, such as trespass or deceit are used to obtain the secret.

Some decisions of US Court have given more relief to RE users. When a firm misappropriates another firm's trade secret, injunctive relief may be limited in duration based in part on the court's estimation of how long it would take a reverse engineer to discover the secret lawfully.

The legal "right" to reverse engineer a trade secret—that is, to take apart a product to discover information about the product's composition and how to make it for application in industrial know-how.

U.S. Supreme Court decision, Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., in 1989 declared reverse engineering as "an essential part of innovation," likely to yield variations on the product that "could lead to significant advances in technology." The Court added that "the competitive reality of reverse engineering may act as a spur to the inventor" to develop patentable ideas. Even when reverse engineering does not lead to additional innovation, the Bonito Boats decision suggests it may still promote consumer welfare by providing consumers with a competing product at a lower price.

Courts have also treated reverse engineering as an important factor in maintaining balance in intellectual property law. US Federal patent law allows innovators to have up to twenty years of exclusive rights to make, use and sell the invention, but only in exchange for disclosure of significant

details about their inventions to the public. This deal is attractive in part because if an innovator chooses to protect its invention as a trade secret, such protection may be short-lived if it can be reverse-engineered.

RE is, then, an important part of the balance implicit in trade secret law. By purchasing a manufactured product, the owner acquires the right to use it. Since disassembling a manufactured product does not involve making or selling the invention, no patent rights are implicated by reverse engineering in this context. While disassembly of a manufactured product is generally lawful, some courts have sometimes enforced a contractual restriction on reverse engineering. The purchaser of a machine embodying a patented invention, for example, is generally free to disassemble it to study how it works under the first sale principle of patent law. To access this information, one simply needs to analyze the work.

Reverse engineering has always been a lawful way to acquire trade secrets embodied in mass-marketed products. The very reasons that reverse engineering is socially beneficial—for example, in eroding a first comer's market power and enabling follow-on innovation—helps to explain why some firms want to thwart it, as by requiring customers to agree not to reverse engineer the product.

Surprisingly despite the copy rights and patent rights, the owner of a trade secret does not have an exclusive right to possession or use of the secret information in the context of Competition Act and reverse engineering theory. Bangladesh just got their Competition Act 2012 and should promote right under reverse engineering policy.

There is a concern among a section that TIFCA agreement with US has given emphasis on Intellectual Property Rights (IPR) policy and local industries will suffer due to strict application of IPR. The Revere Engineering a better solution for the local manufacturers to use RE within the law and rule of IPR. Bangladesh should have a reverse engineering policy very soon.

We extend our heartiest congratulation on the World Intellectual Property Day-2014

বাংলাদেশ ইনডেন্টিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন
Bangladesh Indenting Agents' Association
(An Association of Foreign Companies' Agents in Bangladesh)

IP Day observance in Bangladesh[1]

WIPO has decided to observe 26 April as the World IP Day to commemorate the commencement of WIPO since 2001. Its 187 member states are encouraged to observe the day in a befitting manner. WIPO selects a theme on the eve of each IP Day celebration. The Director General of WIPO gives a message on the occasion which is very much relevant with the IP as well as the development of human beings.

Bangladesh has been continuously observing the World IP Day since inception with due fervour. The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI), Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), Bangladesh Intellectual Property Attorneys' Assciation (BIPAA), Intellectual Property Assciation of Bangladesh (IPAB) and IFC have been extending their assistance time to time for such observance. Previously these trade and professional bodies and development partner opt for holding of seminars and published supplements and displayed posters, fastoons, vertical banners at important locations in Dhaka City. This year IP Day is observed by DPDT along with Intellectual Property Association of Bangladesh (IPAB). IPAB deserves thanks and appreciation for such act of co-operation.

The purposes of IP Day observance are :

To familiarize the public with IP, IPR and current IP issues.

To invite suggestions from the stakeholders for solutions of the IP problems and aware public in TRIPS issues to get prepared to face future challenges in the field of trade and commerce.

The themes selected by WIPO on the last thirteen World IP Day along with this year are shown below :

2001 - Theme	: **"Creating the Future Today".**
Observed by	: The then Patent Office.
Venue	: Office of Controller of Patents and Designs.
Activities	: Inhouse discussation.
2002 - Theme	: **"Encouraging Creativity".**
Observed by	: The then Patent Office along with the thenTrademarks Registry with Bangladesh IP Attorneys' Association (BIPAA).
Venue	: Office of Controller of Patents and Designs
Activities	: Inhouse discussation and Rally form National Musium to National Press Club.
2003-Theme	: **"Make Intellectual Property Your Business".**
Observed by	: Department of Patents, Designs & Trademarks (DPDT) and Bangladesh IP Attorneys' Association (BIPAA).
Venue	: Dhaka Club
Activities	: Seminar
2004 - Theme	: **"Encouraging Creativity".**
Observed by	: DPDT, DCCI along with Bangladesh IP Attorneys' Association (BIPAA).
Venue	: DCCI auditorium
Activities	: Seminar
2005-Theme	: **"Think, Imagine, Create".**
Observed by	: DPDT and FBCCI
Venue	: FBCCI auditorium
Activities	: Seminar, Souvenir, Supplements in two national dailies, TV program and Vertical Banner at important locations in Dhaka City.

[1] *Edited by : Engr. SM Enamul Haque, AR, Dept. of Patents, Designs and Trademarks (DPDT), Ministry of Industries. E-mail : smenamulhuq@gmail.com*

2006- Theme : **"Intellectual Property-It Starts with an Idea".**
Observed by : DPDT and DCCI
Venue : DCCI auditorium
Activities : Seminar, Souvenir, Supplements in two national dailies, TV program and Vertical Banner at important locations in Dhaka City.

2007- Theme : **"Encouraging Creativity".**
Observed by : DPDT and FBCCI
Venue : FBCCI auditorium
Activities : Seminar, Souvenir, Supplements in two national dailies, TV program and Vertical Banner at important locations in Dhaka City.

2008- Theme : **"Innovation-Respect it".**
Observed by : DPDT and DCCI
Venue : DCCI auditorium
Activities : Seminar, Souvenir, Supplements in two national dailies, TV program and Vertical Banner at important locations in Dhaka City.

2009- Theme : **"Green Innovation as the Key to a Secure Future".**
Observed by : DPDT and FBCCI
Venue : FBCCI auditorium
Activities : Seminar, Souvenir, Supplements in two national dailies, TV program and Vertical Banner at important locations in Dhaka City.

2010- Theme : **"Innovation-Linking the World".**
Observed by : DPDT, DCCI, Copyright Office and IPAB
Venue : DCCI auditorium
Activities : Seminar, Souvenir, Supplements in two national dailies, TV program and Vertical Banner at important locations in Dhaka City.

2011- Theme : **"Designing the Future"**
Observed by : DPDT, FBCCI, Copyright Office and IPAB
Venue : FBCCI auditorium
Activities : Seminar, Souvenir, Supplements in two national dailies, TV program and Vertical Banner at important locations in Dhaka City.

2012- Theme : **"Visionary innovators"**
Observed by : DPDT, Copyright Office and IPAB
Venue : Pan-Pacific Sonargaon Hotel, Dhaka
Activities : Seminar, Souvenir, Supplements in two national dailies, TV program and Vertical Banner at important locations in Dhaka City, SMS Message as Govt. Info.

2013- Theme : **"Creativity-The Next Generation"**
Observed by : Dept. of Patents, Designs & Trademarks (DPDT), Ministry of Industries
Venue : Ruposhi Bangla Hotel (Formerly Dhaka Sheraton Hotel), Dhaka
Activities : Seminar, Souvenir, Supplements in two national dailies, TV program, SMS Massage as Govt. Info.

2014- Theme : **"Movies- A Global Passion"**
Observed by : Dept. of Patents, Designs & Trademarks (DPDT), Ministry of Industries
Venue : International Conference Centre, CIPDAP, Dhaka
Activities : Seminar, Souvenir, Supplements in two national dailies, TV program, SMS Message as Govt. Info.

ফটো গ্যালারি

বিপিডিটি-এর অটোমেশন কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি

বিপিডিটি-এর অটোমেশন কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি। পাশে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ

চট্টগ্রামস্থ হোটেল আগ্রাবাদে অনুষ্ঠিত Seminar on Creation of IP and its Commercialization শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন জনাব **মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্**, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

ডিপিডিটি-এর অটোমেশন কার্যক্রমের উদ্যোগী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিপিডিটি-এর রেজিস্ট্রার জনাব **জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী**

চট্টগ্রামস্থ হোটেল আগ্রাবাদে অনুষ্ঠিত Seminar on Creation of IP and its Commercialization শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক সিফাত শারমিন

চট্টগ্রামস্থ হোটেল আগ্রাবাদে অনুষ্ঠিত Seminar on Creation of IP and its Commercialization শীর্ষক সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রেসিডেন্ট জনাব মাহবুবুল আলম বক্তব্য রাখছেন

ডিপিডিটি-এর অটোমেশন কার্যক্রমের উদ্যোক্তা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন WIPO-এর প্রতিনিধি জনাব আবদেল বাকুচী।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড (৫ বছর মেয়াদী): মুনাফা ১২% (মেয়াদান্তে চক্রবৃদ্ধি)

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] No Visa Required [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- **মূল্যমান** : [illegible]

ইউ.এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড (৩ বছর মেয়াদী): মুনাফা ইউ.এস. ডলার ৭.৫০%

- [illegible]
- [illegible] No Visa Required [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- **মূল্যমান** : মার্কিন ডলার ৫০০, মার্কিন ডলার ১,০০০, মার্কিন ডলার ৫,০০০, মার্কিন ডলার ১০,০০০ এবং মার্কিন ডলার ৫০,০০০

ইউ.এস.ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (৩ বছর মেয়াদী): মুনাফা ইউ.এস. ডলার ৬.৫০%

- অনিবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিক এই বন্ড ক্রয় করতে পারেন
- [illegible] No Visa Required [illegible]
- মার্কিন ডলারে মুনাফা প্রদেয়, তবে বিনিয়োগকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে মুনাফা বাংলাদেশী টাকায় প্রদানযোগ্য
- বিনিয়োগকৃত অর্থ ও অর্জিত মুনাফা সম্পূর্ণ আয়কর মুক্ত
- [illegible]
- [illegible]

মূল্যমান : মার্কিন ডলার ৫০০, মার্কিন ডলার ১,০০০, মার্কিন ডলার ৫,০০০, মার্কিন ডলার ১০,০০০ এবং মার্কিন ডলার ৫০,০০০

বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড

- প্রতি তিন মাস অন্তর ড্র অনুষ্ঠিত হয়
- প্রথম পুরস্কার ৬,০০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৩,২৫,০০০ টাকা, তৃতীয় পুরস্কার ১,০০,০০০ টাকার ২টি, চতুর্থ পুরস্কার ৫০,০০০ টাকার ২টি, পঞ্চম পুরস্কার ১০,০০০ টাকার মোট ৪০টি
- প্রতি বছর ৩১ জানুয়ারী, ৩০ এপ্রিল, ৩১ জুলাই, ৩১ অক্টোবর ড্র অনুষ্ঠিত হয়। তবে, উক্ত তারিখে সরকারি ছুটি থাকলে পরবর্তী কার্যদিবসে ড্র অনুষ্ঠিত হবে।
- ড্র এর তারিখ হতে পুরস্কারের দাবি ২ বছর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য
- **মূল্যমান** : ১০০ টাকা

[illegible]

আপনাদের সেবায়:

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

গরম পানি ঢালো

এখনি খাও
মজা পাও!

সজীব ইন্সট্যান্ট **কাপ নুডল্‌স**

• চিকেন তান্দুরী • মশলা • টমিয়াম

www.sajeebgroup.com

Sajeeb Group

Since 1978

BRB

GL APPROVED

কেবল টুইস্টিং

কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট পার্থক্য গড়ে দেয়

বি আর বি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ

ISO 9001:2008

www.brbcable.com

আমরা দিচ্ছি আপনার সঞ্চয়ের সুনির্দিষ্ট বৃদ্ধির নিশ্চয়তা !!

ডাবল বেনিফিট স্কীম

ছয় (৬) বছরে সঞ্চয়কে করুন দ্বিগুণ !
সাথে থাকছে জীবন বীমা সুবিধা- একদম ফ্রি !

মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প

মাসিক কিস্তি	মেয়াদান্তে প্রদেয় টাকা		
	২ বছর	৩ বছর	৫ বছর
৫০০	১৩,৬৫০	২১,৭৫০	৪১,৩০০
১,০০০	২৭,৩০০	৪৩,৫০০	৮২,৬০০
৫,০০০	১,৩৬,৫০০	২,১৭,৫০০	৪,১৩,০০০
১০,০০০	২,৭৩,০০০	৪,৩৫,০০০	৮,২৬,০০০
২৫,০০০	৬,৮২,৫০০	১০,৮৭,৫০০	২০,৬৫,০০০

মিলিয়নিয়ার ডিপোজিট স্কীম

সময়সীমা	মাসিক কিস্তি	মেয়াদান্তে প্রদেয় টাকা
৪ বছর	১৬,৮৬৫	১০ লাখ
৫ বছর	১২,৪৫০	১০ লাখ
৬ বছর	৯,৮৫০	১০ লাখ
৭ বছর	৭,৮৭০	১০ লাখ
৮ বছর	৬,৪৭০	১০ লাখ
৯ বছর	৫,৪০০	১০ লাখ
১০ বছর	৪,৫৫০	১০ লাখ

পেনশন সেভিংস স্কীম

মাসিক কিস্তি	মেয়াদান্তে প্রদেয় টাকা			
	৪ বছর	৬ বছর	৮ বছর	১০ বছর
৫০০	৩০,৫০০	৫২,৫০০	৮০,৭৫০	১,১৬,৫০০
১,০০০	৬১,০০০	১,০৫,০০০	১,৬১,৫০০	২,৩৩,০০০
৫,০০০	৩,০৫,০০০	৫,২৫,০০০	৮,০৭,৫০০	১১,৬৫,০০০
১০,০০০	৬,১০,০০০	১০,৫০,০০০	১৬,১৫,০০০	২৩,৩০,০০০
২৫,০০০	১৫,২৫,০০০	২৬,২৫,০০০	৪০,৩৭,৫০০	৫৮,২৫,০০০

* শর্ত প্রযোজ্য

facebook SEBLBD : SEBL12
www.southeastbank.com.bd

Southeast Bank
a bank with vision

১০০% ফুডগ্রেড নিপল্ এবং ফিডার I.S.O. সার্টিফাইড ম্যাটেরিয়াল দ্বারা তৈরী। তাই আপনার নবজাতকের জন্য অধিকতর নিরাপদ ও ব্যবহারযোগ্য।

Chu. Chu®

Silicone Nipple &
Polycarbonate Baby Bottle

360° Pant Style
stretchy comfort waist

Extra Soft

Super Absorbency Area For
Both Boys & Girls

Chu. Chu® is a registered trade mark of
Bangladesh Silicone Corporation &
Hygienetex Bangladesh

EXPANDING GLOBAL
FOOTPRINT ACROSS
ALL THE CONTINENTS

GETCO provides sales, services, after market support, consultancy services to government, semi-government, and private organizations. Customers dealt with consist of sectors like Oil & Gas, Infrastructure, Telecommunications, Power, Railways, Defense, Private Industry, etc. through various companies under **GETCO Group**.

Greenland Engineers & Tractors Company Limited deals with world class manufacturers, distributors and service providers in the fields of Defense, Aviation, Telecom and Oil & Gas.

GETCO Limited represents a number of world renowned Companies in Power Generation, Transmission & Distribution, Infrastructure Building, Transportations, Equipment Sales, Gas & Diesel Generator Sales, Service & Rental and CNG

GETCO Online has approximately 115 km of its own fiber optic network serving about 20,000 individual subscribers, 300 corporate houses, 60 NGOs, educational institutes and other organizations as its clients throughout the country.

GETCO Telecommunications Limited has started its operation in August 2008 after being awarded the license for Inter Connection Exchange (ICX), International Gateway (IGW) and International Internet Gateway (IIG).

GETCO Agro Vision Limited has been striving to produce high quality F1 Hybrid, OP and Organic seeds of vegetables, potato, rice, maize, herbs, and flowers.

GETCO International is responsible to execute IPP Projects, BOT Projects and other major Infrastructure Projects.

GETCO
GETCO GROUP

Since 1972
www.getco.com.bd

26, Shyamoli, B.U. A.W. Chowdhury Road, Dhaka-1207, Tel: +88-02-8158705, 8158716-21, Fax: +88-02-8142960

A JOURNEY OF HAPPINESS

It does not matter if your reason to be happy is simple, because being happy is the most important thing in life. And UCB is determined to make your life journey a happy one!

United we achieve | UCB

"Square is poised for global presence and we are moving toward achieving that within the shortest possible time."

Samson H Chowdhury
Founder Chairman, Square Group

SQUARE

SQUARE

www.squarepharma.com.bd

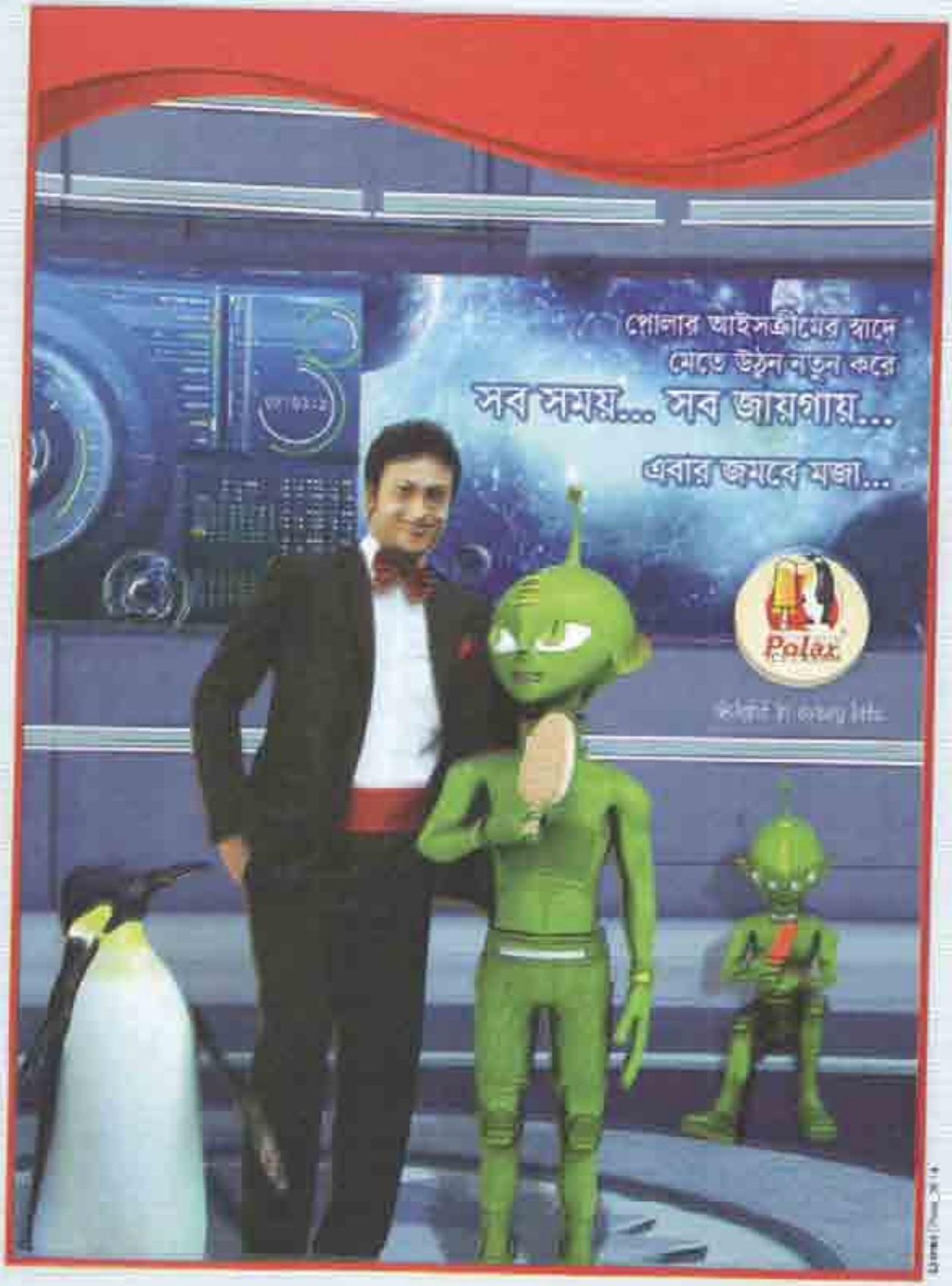
পোলার আইসক্রীমের স্বাদে
মেতে উঠুন নতুন করে
সব সময়... সব জায়গায়...
এবার জমবে মজা...
Polar

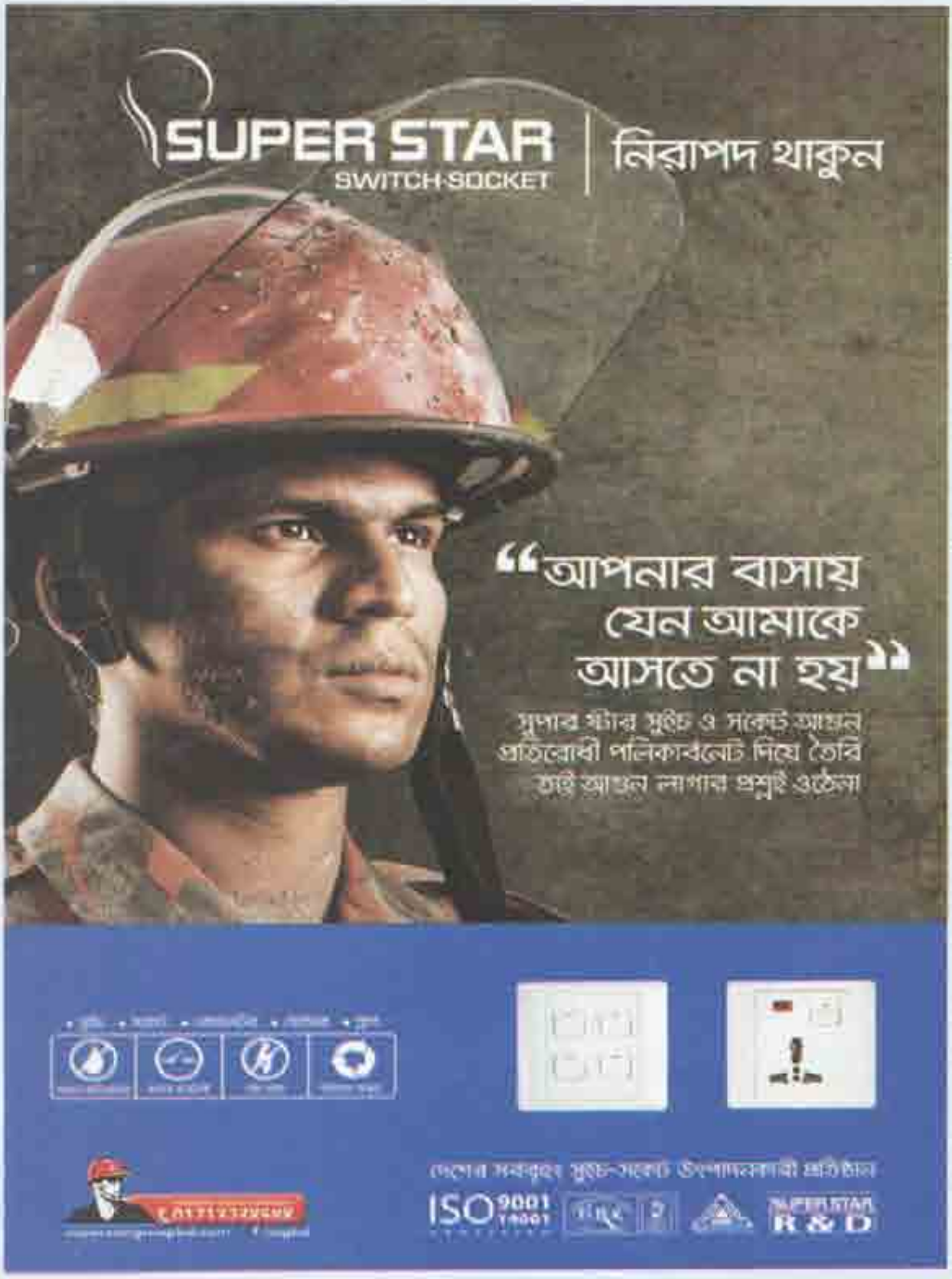

SUPER STAR
SWITCH-SOCKET
নিরাপদ থাকুন
"আপনার বাসায়
যেন আমাকে
আসতে না হয়"
সুপার স্টার সুইচ ও সকেট আগুন
প্রতিরোধী পলিকার্বনেট দিয়ে তৈরি
তাই আগুন লাগার প্রশ্নই ওঠেনা
দেশের সর্ববৃহৎ সুইচ-সকেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান
ISO 9001 14001
SUPER STAR R & D

Wishing a grand success

of

World Intellectual Property Day, 2014

Remfry & Son Limited

PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

56, New Eskaton Road
4th Floor Dhaka 1000, Bangladesh
WEB: www.remfryson.com.bd
Phone: 88 02 933 8201 / 88 02 936 1783
Fax: 88 02 934 6881 / 88 02 831 7860; **Email**: remfry@bangla.net

কিছু বলা না বলা
কথার সাথে...
ইস্পাহানি
মির্জাপুর
বেস্ট লিফ

গরমে ফুরফুরে অনুভূতি...
রেমি
পাউডার
COOL COOL
Remy
TALCUM POWDER
ঘামাচি

Danish
LEXUS
Toast
Florida
SIMLA
Danish
Rani
Ovaltine
Danish
Doreo
Doreo
Doreo
DANISH FOODS LTD.
A concern of
PARTEX STAR™

Omera
Motorcycle Oil
4T
PASSION FOR
PERFORMANCE
Omera Motorcycle Oil 4T 10W-30 and 20W-40 are high performance engine oils primarily intended to use in all types of four-stroke motorcycles where makers recommend the similar SAE grade. It is specially formulated to give outstanding wear protection, ensure thermal & oxidation stability and provide excellent wet clutch performance. Omera 4T meets the requirements of JASO MA2 and API SL.
Omera

with 3G
life এখন অন্য লেভেল!
3@2
2G-এর দামে 3G!
airtel
Internet

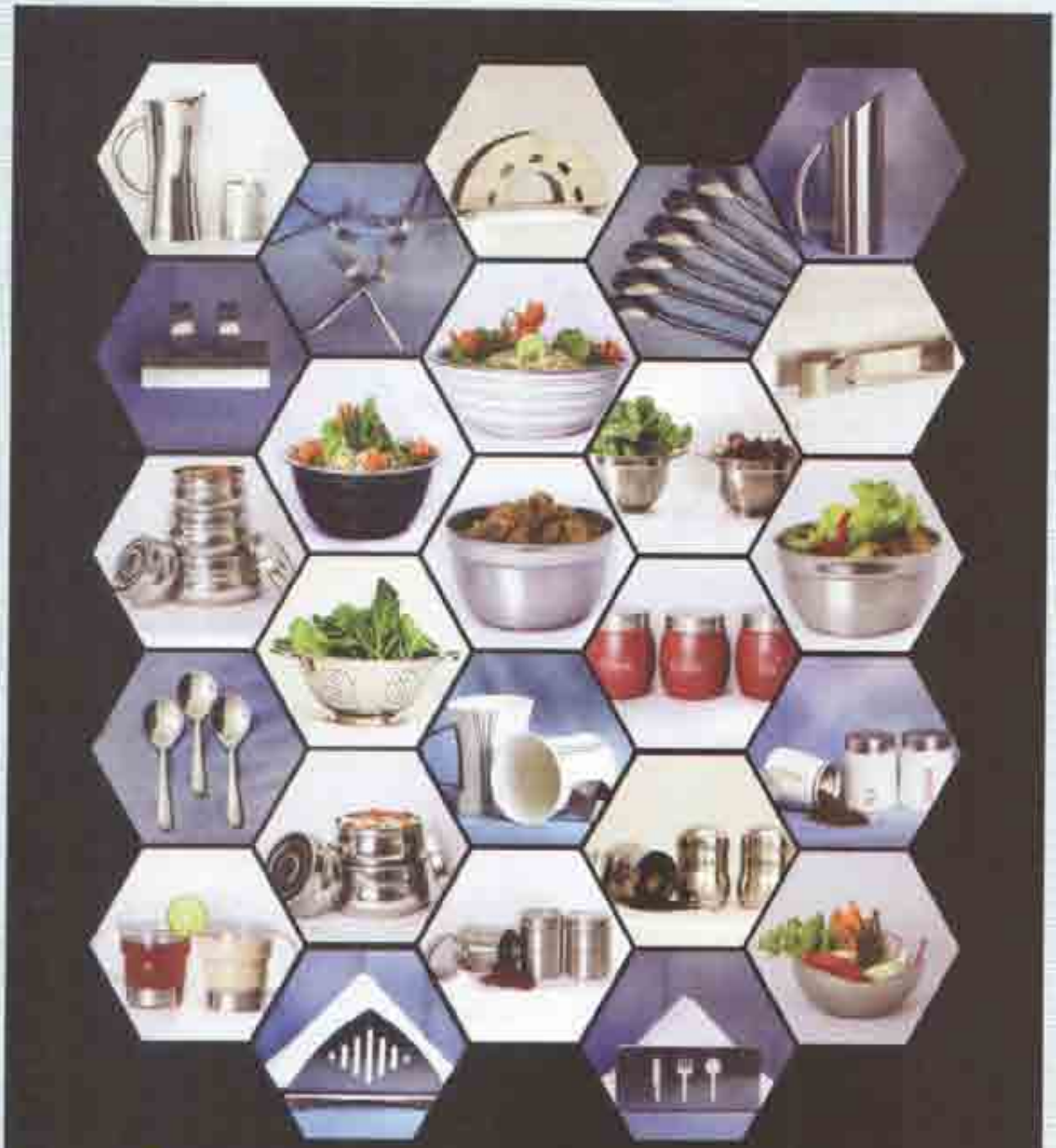

A1MAX
Max Industries Limited
Stainless Steel
Factory: Max Industries Ltd.
Head Office
Max Industries Ltd.

SINGER

PRESENTS THE

DREAM TEAM

PICK YOUR FAVORITE LED TV

Bring home the cutting-edge technology from the world's best LED TVs.

GRUNDIG SINGER Skyworth ONIDA

• 3D • Smart • LED

Screen Size: 55", 46", 42", 40", 32", 28", 24", 23" & 19"

Up to 36% Discount | 0% Interest up to 120 days | Up to 12 Months Easy Installments

Available at

SINGER Mega | SINGER Plus | SINGER Pvt.

www.singerbd.com

নকল হতে সাবধান! নকল হতে সাবধান!! নকল হতে সাবধান!!!

শহিদের ১নং রজনীগন্ধা

কাপড় কাঁচার সাবান

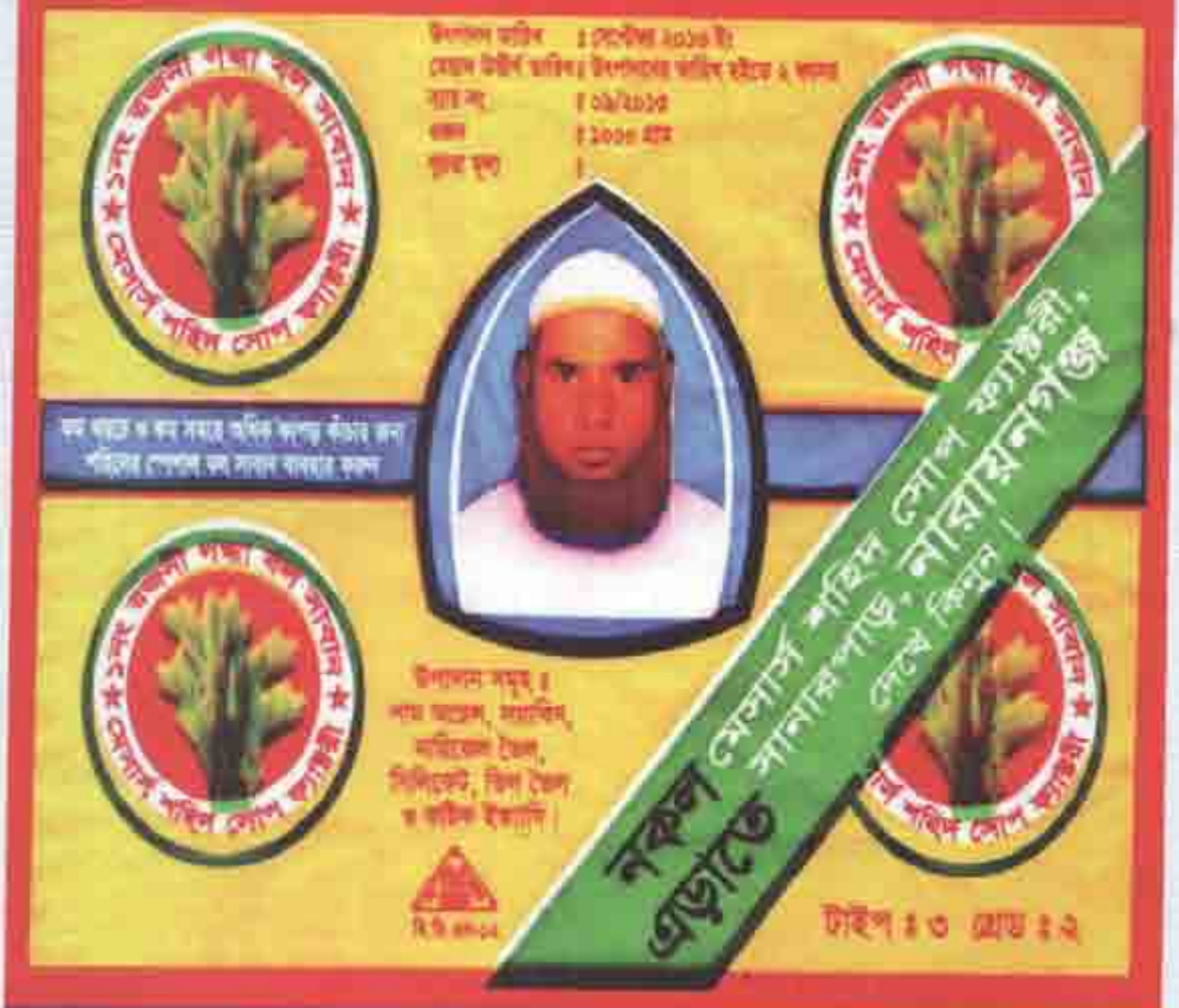

মেসার্স শহিদ সোপ ফ্যাক্টরী

সানারপাড় (রহিম মার্কেট), মিজমিজি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ মোবা : ০১৯৩৭০১৭২৯৩

নকল এড়াতে ছবি ও নারায়নগঞ্জের তৈরি দেখে খরিদ করুন

BSRM
www.bsrm.com
Xtreme Safety
Now tested in U.K.
5,000,000
[5 MILLION]
CYCLES FATIGUE TESTED IN U.K.
CONFORMS TO EUROPEAN QUALITY
GLOBAL STANDARD
UNCOMPROMISING QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
BSRM Xtreme
Feel safe with Xtreme Inside

SMC
জয়া
৮০ টাকা মাত্র
চলো এগিয়ে যাই
জয়া
স্যানিটারী ন্যাপকিন

Made By :

PETRO COSMETICS LTD.

AN **INDIA** BANGLADESH JOINT VENTURE CO.
BSCIC INDUSTRIAL ESTATE, NATORE, BANGLADESH

Danish
LEXUS
Toast
Doreo
Rani
Danish
DANISH FOODS LTD.
Sister concern of
PARTEX STAR
GROUP

মাটি ও মানুষের পাশে এস.আলম গ্রুপ

S. ALAM CEMENT LTD.

S.Alam Power Plant Limited

S.Alam Cold Rolled Steels Limited

S. ALAM STEELS LIMITED

S.ALAM REFINED SUGAR INDUSTRIES LTD.

S.Alam Luxury Chair Coach Service.

S.Alam Cold Rolled Steels Limited (SGF)

S. ALAM GROUP

S. Alam Bhaban, 2119 Asadgonj, Chittagong, Bangladesh.

HUSAIN TYRE & TUBE
Drive with a smile
HUSAIN CURING BLADDER
HUSAIN TREAD
HUSAIN BONDING GUM
TOURING TYRE & TUBE
naturetech
APEX FOAM
APEX ACOUSTIC FOAM
APEX ADHESIVE POWER
APEX
Sleepwell
APEX HUSAIN

Cute
Neem

Wishing a grand success
of
World Intellectual Property Day, 2014

KARIM & CO. Consultant Ltd.
PATENTS, DESIGNS AND TRADEMARKS ATTORNEYS

B.S.S. Bhaban (2nd Floor)
4 Dilkusha C/A Dhaka-1000
Bangladesh

Cell :01711-104169
Tel : 880-2-716 0489
Fax : 880-2-956 1427
880-2-719 3045
E-mail: moji@bangla.net

We wish International IP Day, 2014 a grand success:

Muhiuddin & Colleagues

Advocates, I.P. Attorneys, Civil, Criminal, Tax
VAT, Customs & Company Law Consultants.

Address:

P.C. Park (3rd Floor), Suite Name : Meghnaphuli,
20-21, Garden Road (West End of Under-Pass)
Kawran Bazar, Tejgaon, Dhaka-1215, Bangladesh.
Phone: 88 02 9117591/88 02 9117518
E-mail: muhicoll@yahoo.com/mlajeeiplaw@gmail.com

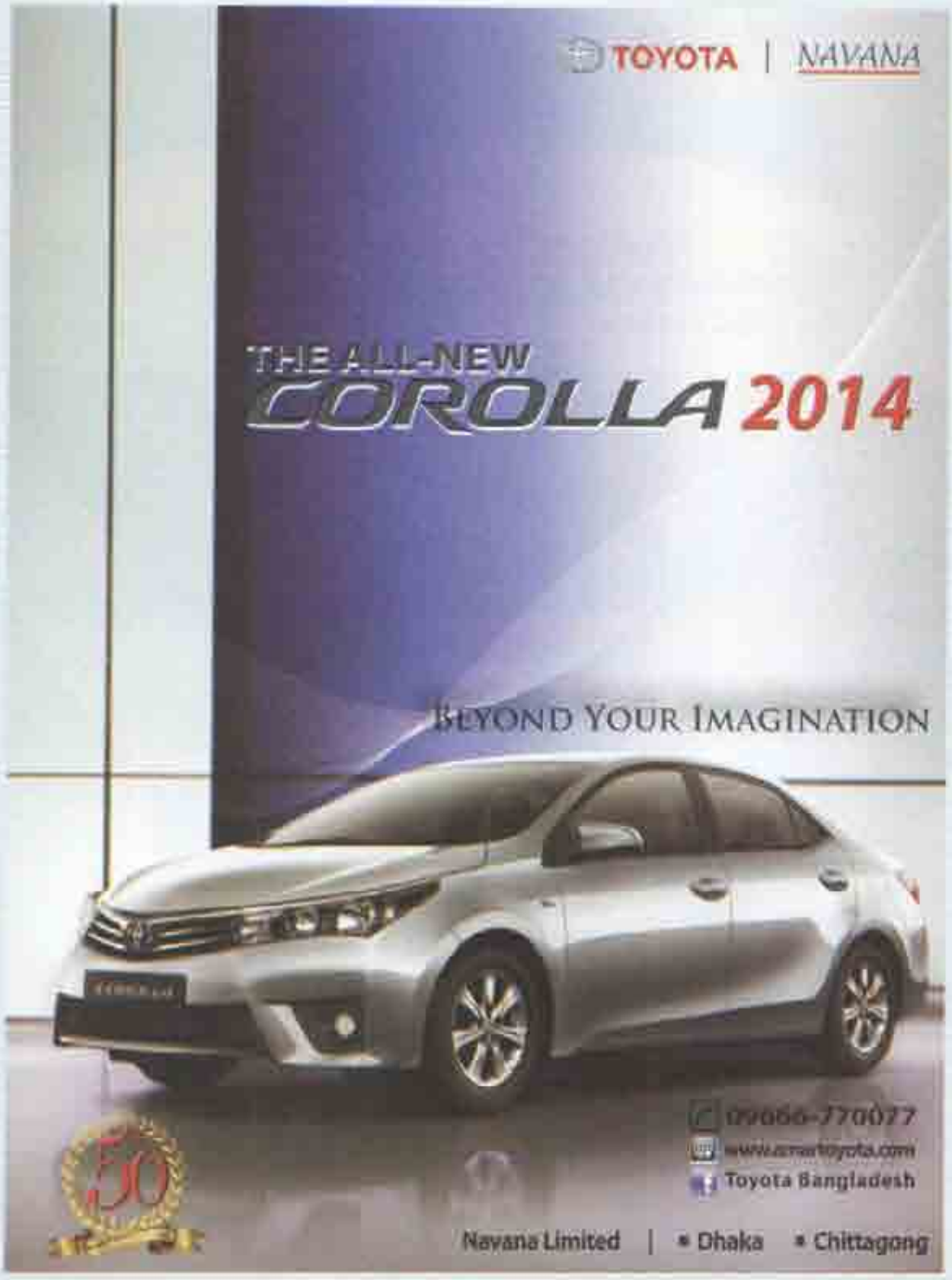
TOYOTA | NAVANA
THE ALL-NEW
COROLLA 2014
BEYOND YOUR IMAGINATION
09666-770077
www.smartoyota.com
Toyota Bangladesh
Navana Limited | • Dhaka • Chittagong

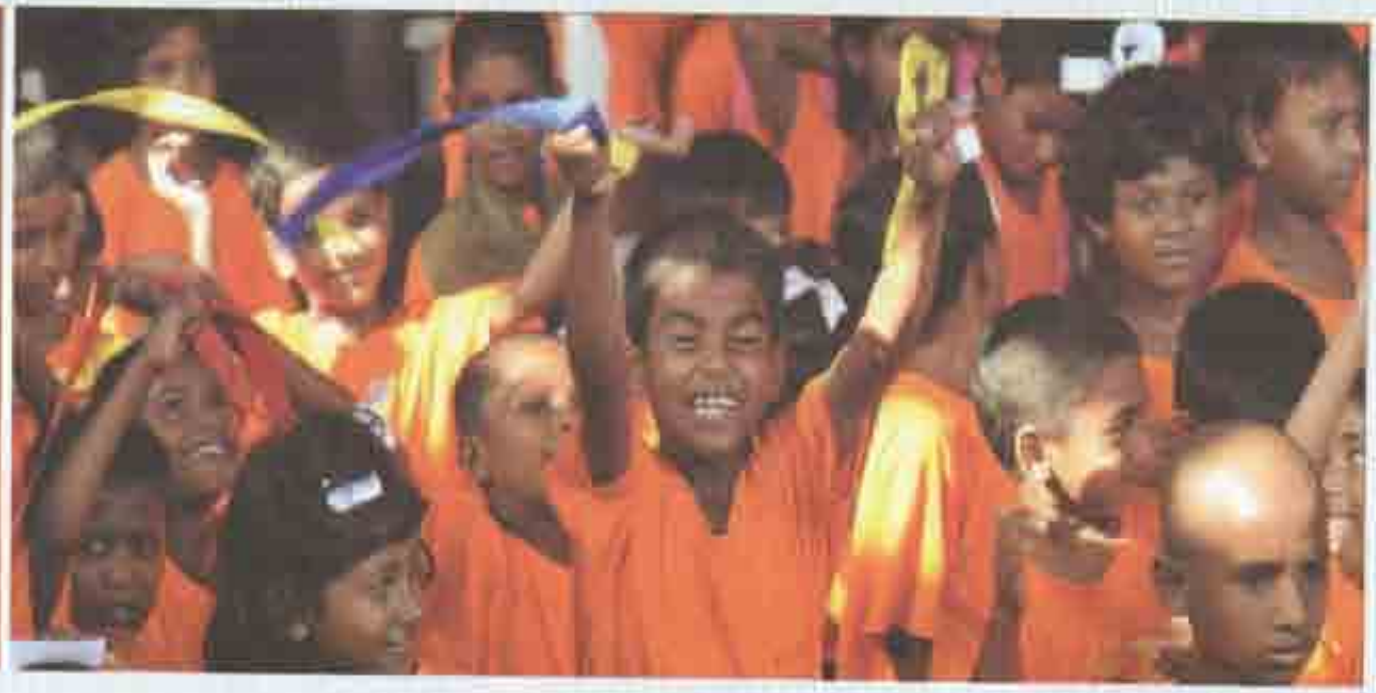

Caring and curing

At Novartis, we want to discover, develop and provide high-quality healthcare solutions to address the evolving needs of patients and societies worldwide. We believe that our diverse healthcare portfolio, our dedication to innovation, and our responsible approach will enable us to fulfill our mission to care and to cure.

NOVARTIS

www.novartis.com

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY 2014

Inspired by quality healthcare that you can afford

বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি

BANGLADESH ASSOCIATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

House # 41 (Level-1), Road # 4, Block-F, Banani, Dhaka-1213, Bangladesh

Royal
Tiger™
Recharge yourself
Royal Tiger
Carbonated Beverage
Royal
Tiger™
رويال تايغر
Royal
Tiger
Carbonated Beverage
www.globe-uro.com
www.facebook.com/GlobeUroGroup
GSD GLOBE SOFT DRINKS LTD. AST AST BEVERAGE LTD.
Member of Globe Pharmaceutical Group of Companies Ltd.

WALTON

at every home

দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এন্ড অটোমোবাইলস ব্র্যান্ড

Walton Home & Kitchen Appliance

এখন ক্রেতাদের পছন্দের শীর্ষে

1 Year Warranty

- ওয়াশিং মেশিন
- মাইক্রোওয়েভ ওভেন
- ইন্ডাকশন কুকার
- ইলেকট্রিক কেটলি
- ইলেকট্রিক প্রেসার কুকার
- জুসার এন্ড ব্লেন্ডার
- হেয়ার ড্রায়ার
- রাইস কুকার
- সেলাই মেশিন
- ব্লেন্ডার
- স্টীম ও ড্রাই আয়রন
- বডি ওয়েট মেশিন
- গ্যাস স্টোভ
- এয়ার কুলার
- রিচার্জেবল ফ্যান

শুধুমাত্র আমাদেরই রয়েছে ISO 9001:2008 Certified বিক্রয়োত্তর সেবার দেশব্যাপী বিশাল নেটওয়ার্ক

দেশব্যাপী Distributor নিয়োগ চলছে

যোগাযোগের ঠিকানা :

জীবন বীমা টাওয়ার (লেভেল-১২), ১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

মোবাইল : ০১৬৭৮-০৪৮৯৭৪, ০১৬৭৮-০২৮১৪৭

Plaza Network : 01678-028582

WALTON

Helpline 16267

facebook.com/waltonbd

www.waltonbd.com